পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 318 Friday, 23 October, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৩১৮ সংখ্যা ✱ ৫ কার্ত্তিক ১৪৩৩, শুক্রবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

পদপিষ্টের ঘটনার তদন্তে চোরবাগানে সিট

মণ্ডপের ভিতর ও বাইরে থেকে নমুনা সংগ্রহ তদন্তকারীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ অক্টোবরঃ চোরবাগান সর্বজনীনে পদপিষ্টের ঘটনা ঘটল কী ভাবে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থলে গেল সিট। সঙ্গে ছিল ফরেন্সিক দলও। মণ্ডপের ভিতর এবং বাইরে থেকে তাঁরা তথ্য সংগ্রহ করেছেন বলে জানা গিয়েছে। গত শনিবার প্রথম সপ্তমীতে চোরবাগান সর্বজনীনের দুর্গাপুজোয় পদপিষ্ট হয়ে ১৯ জনের মৃত্যু হয়। আহত হন ২৫ জন। সেই ঘটনার তদন্তে ৬ সদস্যের সিট গঠন করেছে রাজ্য সরকার। দলের নেতৃত্বে রয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অনিন্দিতা রায় সরস্বতী। এ দিন দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ চোরবাগান সর্বজনীনের মণ্ডপে পৌঁছন তদন্তকারী দলের ৬ জন সদস্য। সূত্রের খবর, ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন তাঁরা। কী ভাবে পদপিষ্টের পরিস্থিতি তৈরি হলো, তা বোঝার চেষ্টা করেন। তাঁদের সঙ্গে ছিল ফরেন্সিক দলও। মণ্ডপের ভিতর এবং বাইরে থেকে তাঁরা নমুনা সংগ্রহ করেন বলে জানা গিয়েছে। সেদিন ঠিক কী ঘটেছিল, কী ভাবে পদপিষ্টের ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি কোন সময়ে এবং মণ্ডপের ঠিক কোন অংশে প্রথম ভিড়ের চাপ বাড়তে শুরু করেছিল, তা চিহ্নিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তদন্তকারী দলকে। মণ্ডপে দর্শনার্থীর সংখ্যা বেশি ছিল কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হবে। পাশাপাশি মণ্ডপ ভেঙে পড়ার গুজব বা ঘোষণা থেকে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল কি না, দেখা হবে তা-ও। বৃষ্টির

কারণও তদন্তকারীদের কাছে অন্যতম বিচার্য বিষয় বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, প্রথম সপ্তমীর সন্ধ্যায় চোরবাগানে ভিড় জমিয়েছিল কয়েক হাজার দর্শনার্থী। বাইরে বৃষ্টি হওয়ায় অনেকেই না বেরিয়ে মণ্ডপের বাইরের গেটের কাছে অপেক্ষা করছিলেন বলে অভিযোগ। সেই সময়ে ভিতরেও ঢুকছিলেন বহু দর্শনার্থী। ফলে ভিড়ের চাপে ঠেলাঠেলা শুরু হয়। সেখান থেকেই পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে বলে প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে। বেসরকারি এক টিভি চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন বিচারপতি বলেন, ''আমাদের মূল লক্ষ্য, ঘটনা ঠিক কী কারণে ঘটল, তা খুঁজে বের করা। পিন পয়েন্ট করতে হবে। বিভিন্ন কারণেই এই ঘটনা ঘটতে পারে। যেমন, জনসাধারণের জন্য, বৃষ্টির জন্য, প্যান্ডেলে আলোর অভাবে জন্য। ঠিক কারণ কী তা একেবারে নির্দিষ্ট (পিন পয়েন্ট) করতে হবে। কারা দোষী তা বের করতে হবে। সেই অনুযায়ী আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'' কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়েছে, অবসরপ্রাপ্ত কোনও বিচারপতির নেতৃত্বে এই তদন্ত কমিশন গঠন হওয়ায় উচ্চ আদালত এই তদন্তের নজরদারি করবে না। তিন মাসের মধ্যে এই কমিটিকে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। কিন্তু তিন মাসে কি শেষ হবে কমিটির কাজ? অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির কথায়, ''তিন মাস খুবই অল্প সময়। তবে আমাদের তো চেষ্টা করতেই হবে। এখন থেকেই হাল ছেড়ে দিলাম বললে হবে না।'' এই ঘটনায় কে বা কারা দোষী, সেটা খুঁজে বের করার পাশাপাশি আগামী দিনে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে, সেই ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন বলে জানান তিনি। অনিন্দিতা রায় সরস্বতী বলেন, ''আমাদের এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যাতে এই ধরনের ঘটনা আর না ঘটে। যে সমস্ত ভুলভ্রান্তি হয়েছিল, সেগুলি যাতে আর না হয়, সেই ব্যবস্থা করতে হবে। ভালো ভাবে যাতে পুজোর আয়োজন করা যায়, কারও প্রাণহানি যাতে না হয়, তা আমাদের দেখতে হবে।''

তৃণমূলের কাউন্সিলররা বিজেপির টিকিট পাবেন?

জল ঢাললেন শমীক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ অক্টোবরঃ পুরসভা ভোটের দিন ঘোষণা হয়নি। কিন্তু পুজো মিটতেই সেই ভোট এবং সেখানে কারা টিকিট পাবেন তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়ে গেল। যে জল্পনায় আপাতত জল ঢালতে বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য জামা এবং মানুষের তত্ত্ব শোনালেন বৃহস্পতিবার। তৃণমূল জমানায় কলকাতার বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য কাউন্সিলর বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন বলে জল্পনা তৈরি হয়েছে। ভিতর ভিতর নানাবিধ সমীকরণ তৈরির ইঙ্গিতও মিলছে নানা জনের কথায়। সেই সূত্রেই সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে শমীক বলেন, ''মানুষ তৃণমূলকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। মানুষ জামা পরিবর্তনের জন্য ভোট দেননি। জামার ভিতর মানুষ পরিবর্তনের জন্য ভোট দিয়েছেন। কলকাতার হাওয়ায় বেশ কিছু নাম ভাসছে।'' সে ব্যাপারে আরও সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন করা হলে শমীক বলেন, ''তাঁদের শুভ বিজয়া। তাঁরা ভাল থাকুন, আনন্দে থাকুন।'' মুখে শমীক এ কথা বললেও বাস্তবে কতটা তা কার্যকর হবে, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন, কৌতূহল দুই-ই রয়েছে। কারণ, সম্প্রতি সংসদের উচ্চকক্ষে সরাসরি জামা পরিবর্তনের ঘটনাই ঘটেছে। তৃণমূলের টিকিটে রাজ্যসভায় যাওয়া চার জন পরপর সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেন। তার পর সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেব, প্রকাশ চিক বরাইক এবং কোয়েল মল্লিককে বিজেপি-ই রাজ্যসভায় পাঠিয়েছে। ইস্তফা দেওয়ার পরে এবং বিজেপির মনোনয়ন পাবার আগে প্রত্যেকেই দেখা করেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে। শমীকের এই জামা-মানুষের তত্ত্ব নিয়ে প্রত্যাশিত ভাবেই কটাক্ষ করেছে কালীঘাট তৃণমূল। বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, ''শমীকবাবু যা বলছেন আর বিজেপি যা করছে, দু'টি পুরো উল্টো। হয় জেনেশুনে শমীক বিজেপির অনৈতিক কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখছেন। অথবা তাঁর কথা বিজেপি শুনছে না। যে কোনও একটা তো বটেই।'' কুণাল আরও বলেন, ''তৃণমূলের প্রাক্তনদের বিজেপি না-নিলে কলকাতার ২০৯টি ওয়ার্ডে প্রার্থী খুঁজে পাবে না। যেমন মুখ্যমন্ত্রী করতেও তৃণমূল থেকে লোক নিতে হয়েছে।'' বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে শমীক একাধিকবার বলেছেন, তিনি সভাপতি থাকতে বিজেপির তৃণমূলীকরণ হতে দেবেন না। তবে ঘটনাপরম্পরা দেখে অনেকেরই প্রশ্ন, শমীক কি তাঁর তত্ত্ব দলে প্রতিষ্ঠা করতে পারছেন না? নাকি দলের নেতা হিসাবে জনমানসে জাগ্রত বিবেককে উদ্ভাসিত করে রাখতে চাইছেন? রাজ্য রাজনীতির ইথার তরঙ্গে যখন এই প্রশ্ন ভাসমান, তখন শমীক পুরসভা নির্বাচন নিয়ে জামা-মানুষের তত্ত্ব শোনালেন। শমীকের তত্ত্ব বিজেপি কতটা গ্রহণ করে, তা স্পষ্ট হবে পুরসভা ভোটের আগে যোগদান এবং টিকিট বণ্টন পর্বেই।

মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

'দুরন্ত বার্তা' পত্রিকার প্রতিষ্ঠার সময় থেকে অদ্যবদি রাজ্যের কোনও মুখ্যমন্ত্রী এই প্রথম দুরন্ত বার্তা পত্রিকাকে বিজয়ার শুভেচ্ছাসহ মিষ্টান্ন পাঠানোয় পত্রিকার সকলস্তরের কর্মীবৃন্দ আপ্লুত। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জানাই বিজয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন।

-সম্পাদক

ইজরায়েলের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাতে মোদিকে ফোন নেতানিয়াহুর

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবরঃ পশ্চিম এশিয়ার ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা ও সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যে ফের ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ফোন করলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। ইজরায়েলের আসন্ন স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে মোদিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা ফ্লাইদুবাই বিমানের সেই ভারতীয় পাইলট স্মিত মচ্ছারের। 'এক্স'-এ এক বার্তায় নিজেই এই আমন্ত্রণের কথা নিশ্চিত করেছেন নেতানিয়াহু। তিনি জানান, ইজরায়েলের স্বাধীনতা দিবসের ঐতিহাসিক মুহূর্তে সাহসী ভারতীয় পাইলটের সঙ্গে যৌথভাবে মশাল প্রজ্জ্বলনের জন্য তিনি তাঁর বন্ধু নরেন্দ্র মোদিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। নেতানিয়াহুর এই আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বার্তা দিয়ে জানান যে, জল-স্থল বা আকাশ- প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারত এবং ইজরায়েল দীর্ঘ সময় ধরে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এর পাশাপাশি দুই দেশের মধ্যের বহুদশকের পুরনো, নিবিড় ও ঐতিহাসিক বন্ধুত্বের ভূয়সী

● এরপর ৬ পাতায়...

হাতে ২০৯ বিধায়ক থাকলেও শুভেন্দুর চ্যালেঞ্জ

'কাল যদি ফ্লোর টেস্ট করান, তাহলে আমি ২৭৫টা ভোট পাবো'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ অক্টোবরঃ মুখ্যমন্ত্রীর বড় চ্যালেঞ্জ। বিধানসভায় শক্তিপরীক্ষা হলে ২৭৫ ভোট পাবে বিজেপি। বিরোধী শিবিরের ৬৪ জন বিধায়কও বিজেপির পক্ষেই হাত তুলবেন। এমনটাই দাবি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। এদিকে, তাঁর এই মন্তব্যের পরই রাজনৈতিক চাপান-উতর শুরু হয়েছে। পাল্টা আক্রমণ করেছে মমতা তৃণমূল ও সিপিআইএম। গতকাল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন যে বিজেপি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভর করে জেতেনি। সনাতনীদের সরকার গঠন হয়েছে। ৪৯ বছরের আবর্জনা তো ৬ মাসে পরিষ্কার করা যাবে না। তিনি বলেন, ''সজল ঘোষ জিতেছে কি সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে? বিজেপি তো ২০৯ হয়ে গিয়েছে। কাল যদি ফ্লোর টেস্ট করান, তাহলে আমি ২৭৫টা ভোট পাবো। ওদের মধ্যে ৬৪ জনও তো আমার পক্ষে হাত তোলার জন্য বসে আছে। ন্যারেটিভ সোশ্যাল মিডিয়ার উপরে নয়, আমাদের সনাতনীদের সরকার গঠন হয়েছে। আমরা যা করার করব। ৪৯ বছরের আবর্জনা আপনি তো ৬ মাসে পরিষ্কার করতে পারবেন না। মানুষ ভরসা করেছে, পরিবর্তন হবে।'' মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পরই মমতা-তৃণমূলের বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, ''আমরা যা যা বলেছি, উনি তা প্রমাণ করে দিলেন। কিছু বিধায়ককে রেখেছেন, আমরা বলছি, এরা বিজেপির বি টিম। আমরা বলছি বিধানসভার বিরোধী দল বিজেপির দালাল। মুখ্যমন্ত্রী নিজের কথাতেই তা প্রমাণ করে দিলেন।'' এদিকে, ঋতব্রত-পন্থী তৃণমূল বিধায়ক আখরুজ্জামান এর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ''আমাদের যদি উনি ধরে থাকেন, আমরা বিজেপিকে কোনওদিন সমর্থন করব না। আমাদের আইডেন্টিটি, লড়াই বিজেপির বিরুদ্ধে। সেহেতু বিজেপির মুখ্যমন্ত্রীকে সমর্থনের কোনও প্রশ্নই ওঠে না।'' অন্যদিকে, সিপিআইএমের নেতা শতরূপ ঘোষ বলেন, ''আদালত বলে দিয়েছে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রোবেশনারি বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দু অধিকারীর এই মন্তব্যকে আমরা আদালতের নোটিসে আনব। শুভেন্দু অধিকারীর এই বক্তব্যকে প্রমাণ হিসাবে ধরে যেন বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি সরে যায় এবং শাসক বিধায়ক হিসাবে ধরা হয়। সত্যিকারের বিরোধী বিধায়কদের মধ্যে থেকে যেন বিরোধী দলনেতা বেছে নেওয়া হয়। এই দাবি নিয়ে আমরা আদালতে যাব। শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্যকে রেকর্ড হিসাবে পেশ করব।'' কংগ্রেস নেতা আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় বলেন,

''বিরোধীকে একেবারে শূন্য করে দেওয়ার যে রাজনীতি, সেটা করছে। তৃণমূল বিরোধী শূন্য করত, এরা একেবারেই শূন্য করে দেওয়ার রাজনীতি করছে। এই রাজনীতিটা গণতন্ত্রের জন্য খুব একটা সুখকর নয়।'' ২৭৫ সমর্থনের দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপির ২০৯ বিধায়ক। বিরোধী ঋতব্রত শিবিরের ৬৪ জন বিধায়ক থাকলেও, দুইজনের সমর্থন কম হচ্ছে। তাহলে এই দুইজন বিধায়ক কে, যারা বিজেপিকে সমর্থন করবে? এই নিয়েই এখন প্রশ্ন উঠছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক শুভময় মৈত্র বলেন, ''রাজ্যে নির্বাচন হয়, তারপর কেউ ক্ষমতায় আসে, ২০৯টি আসন তারা পেয়েছেন। দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বলে একে। তারপর এই নিয়ে আলোচনা হবে কেন? এই যে অঙ্ক এবং সেই অঙ্কের নিরিখে আদালতের কাছে ব্যবস্থা নেওয়া-এই বিষয়গুলি একদম মিলছে। একটা মানুষ সকালে ঘুম থেকে উঠে দাঁত মাজে, খাবার খায়, পড়াশোনা করে, অফিস যায়। সেখানে কেউ একজন যদি ঘুম থেকে উঠে বলে আমি ডিগবাজি খাব। তাহলে সমাজ যেদিকে যায়, এই তৃণমূল-বিজেপি সেটাই করছে।''

এসআইআর বিতর্কের মাঝেই আবারও নতুন সিদ্ধান্ত কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ অক্টোবরঃ এসআইআর বিতর্কের মাঝেই কি নতুন সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশনের। বিএলও অ্যাপে নতুন অপশন যোগ কমিশনের। আবেদনকারীদের তথ্য বিএলও অ্যাপে আপলোড করা যাবে কি, তা নিয়ে অবশ্য নির্বাচন কমিশনের তরফে এখনও কোনও স্পষ্ট তথ্য নেই। বিভিন্ন চাপে পড়ে কমিশনের পক্ষ থেকে আগেই স্পষ্ট করা হয়েছিল, ডিলেটেড ভোটার অর্থাৎ বিবেচনাধীন যাঁরা নন, তারা ফর্ম ৬ পূরণের আবেদন করতে পারবেন। বিএলও

● এরপর ৬ পাতায়...

ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই? বিমা-পেনশনও মিলছে না?

পশ্চিমবঙ্গের জন্য ৭০ দিনের বিশেষ কর্মসূচি মোদি সরকারের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবরঃ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই? বিমা বা পেনশন প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করা হয়নি? আধারের সঙ্গে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট লিঙ্ক করাও বাকি? এবার এই সমস্ত কাজের জন্যই রাজ্যের প্রতিটি জেলায় বিশেষ শিবিরের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আর্থিক পরিষেবার আওতার বাইরে থাকা যোগ্য পরিবারগুলিকে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করতে শুরু হয়েছে ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন (এফআই) স্যাচুরেশন ক্যাম্পেন। ২১ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচি চলবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা থেকে শুরু করে বিমা, পেনশন ও কৃষকদের বিভিন্ন প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করার সুযোগ মিলবে এই শিবিরগুলিতে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, স্টেট লেভেল ব্যাঙ্কার্স কমিটি (এসএলবিসি), পশ্চিমবঙ্গের সমন্বয়ে গোটা কর্মসূচি পরিচালিত হবে। এর সঙ্গে যুক্ত থাকবে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক, জেলা প্রশাসন, লিড ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার, গ্রাম পঞ্চায়েত, পুরসভা এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি। স্থানীয় স্তরে শিবির করে সাধারণ মানুষের কাছে

ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ও সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়াই এর লক্ষ্য। বিশেষ করে প্রত্যন্ত এলাকার যাঁরা এখনও এই পরিষেবাগুলির সুবিধা পাচ্ছেন না, তাঁদের চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে। এই কর্মসূচিতে একাধিক সরকারি বিমা ও পেনশন প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য নাম নথিভুক্ত করার ব্যবস্থা থাকবে। এর মধ্যে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা এবং অটল পেনশন যোজনা। যাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই, তাঁরা প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার অধীনে অ্যাকাউন্ট খোলার সুযোগও পাবেন। শুধু নতুন অ্যাকাউন্ট খোলাই নয়, পুরনো অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত একাধিক কাজও করা হবে। আধারের সঙ্গে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট লিঙ্ক, রি-কেওয়াইসি, সেন্ট্রাল কেওয়াইসি বা সি-কেওয়াইসি তৈরি এবং দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ক্রিয় থাকা অ্যাকাউন্ট ফের চালু করার ব্যবস্থা থাকবে। পাশাপাশি, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে নমিনির তথ্য আপডেট করার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হবে। কৃষকদের আর্থিক পরিষেবার আওতায় আনতেও এই কর্মসূচিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। 'আপকি পুঁজি, আপকা অধিকার' কর্মসূচির প্রচারের পাশাপাশি যোগ্য প্রধানমন্ত্রী-কিষাণ উপভোক্তাদের কাছ থেকে কিষান ক্রেডিট কার্ডের আবেদন সংগ্রহ করা হবে। এই শিবিরে প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার অধীনে কৃষকদের

● এরপর ৬ পাতায়...

রাহুলের সঙ্গে অনলাইন জুয়া ও ক্রিপ্টো চক্রের যোগসূত্র নিয়ে প্রশ্ন নিশিকান্ত দুবের

দুমকা (ঝাড়খণ্ড), ২২ অক্টোবর ঃ লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেস নেতৃত্বকে লক্ষ্য করে একযোগে একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। অনলাইন জুয়া, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং বিতর্কিত ব্যবসায়ী নেভিল রয় সিঙ্ঘমের সঙ্গে যুক্ত চক্রগুলির সঙ্গে কংগ্রেস সাংসদের কী ধরনের যোগাযোগ রয়েছে-তা নিয়ে বৃহস্পতিবার সরাসরি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন তিনি।ঝাড়খণ্ডের দুমকায় সাংবাদি সম্মেলনে বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে বলেন, কংগ্রেসের কাছে আমার স্পষ্ট প্রশ্ন-নেভিল রয় সিঙ্ঘম, অনলাইন জুয়া, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ক্রিপ্টোকারেন্সির সঙ্গে যুক্ত আন্তর্জাতিক চক্রগুলির মধ্যে গত পাঁচ বছরে কাদের কাদের সঙ্গে রাহুল গান্ধী সাক্ষা করেছেন? এদের মধ্যে কারা তাঁর 'ভারত জোড়ো যাত্রা' কিংবা অন্যান্য কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন? শুধু তাই নয়, তিনি যখনই বিদেশ সফরে যান, তখন এই চক্রের কোন কোন উপাদানের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং দেশকে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে সেখানে কী ধরনের ষ।যন্ত্র তৈরি হয়?রাহুল গান্ধীকে তীব্র আক্রমণ করে বিজেপি সাংসদ আরও দাবি করেন, দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বা সংবিধানের প্রতি লোকসভার বিরোধী দলনেতার কোনও আস্থা নেই। তিনি বলেন, বিজেপি সবসময় দেশের সমস্ত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু বিরোধী দলনেতা কোনো প্রতিষ্ঠানকেই মানেন না। এমনকি তাঁর আসল নাম যে 'রাউল ভিঞ্চি', তা নিয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টে মামলা বিচারাধীন রয়েছে। এটা বাস্তব সত্য যে তাঁর নাম রাউল ভিঞ্চি।দেশের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব এবং আন্তর্জাতিক চক্রান্তের প্রসঙ্গ টেনে রাহুল গান্ধীর বিদেশ সফর ও তাঁর সঙ্গীদের স্বচ্ছতা নিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে অবিলম্বে জবাবদিহির দাবি জানান বিজেপি সাংসদ।

নেপালে এক সপ্তাহ বৃষ্টির পূর্বাভাস, সতর্কবার্তা কৃষক ও পর্যটকদের

কাঠমান্ডু, ২২ অক্টোবর ঃ আগামী সপ্তাহ থেকে নেপালের অনেক এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের কারণে এই বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আবহ বিদ ড. বিনোদ পোখরেলের মতে, বিভিন্ন আবহাওয়ার পূর্বাভাস মডেল আগামী মঙ্গলবার থেকে এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে বৃষ্টির সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিচ্ছে। চারটি আবহাওয়ার পূর্বাভাস মডেলের গড় তুলে ধরে তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, কিছু জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে।তার মতে, বিভিন্ন মডেল বৃষ্টির স্থান এবং পরিমাণ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন পূর্বাভাস দিচ্ছে। তাই, কোন এলাকায় কতটা বৃষ্টি হবে তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। আগামী দিনগুলোতে আবহাওয়ার পূর্বাভাস পরিবর্তিত হতে পারে। বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে, তিনি ধান কাটার প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন কৃষকদের আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী ফসল কাটার পরিকল্পনা করার পরামর্শ দিয়েছেন।তিনি পরামর্শ দিয়েছেন যে, যেসব কৃষক আগামী মঙ্গলবার থেকে ধান কাটার পরিকল্পনা করছেন, তারা যেন সম্ভব হলে অনেক আগেই ধান কেটে নিরাপদে বাড়িতে নিয়ে আসেন। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে বৃষ্টি থামার পরেই ফসল কাটার প্রস্তুতি নিন। কিছু এলাকায় শিলাবৃষ্টিসহ বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে, তাই কৃষকদের অতিরিক্ত সতর্কতা

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

যুবসমাজকে যুক্ত করার জন্য নানা সৃজনশীল কর্মসূচির কথাও বলেন মোদী

নয়াদিল্লি,২২অক্টোবরঃঅভয়ারণ্যে হাতির ফিরে আসার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর দাবি, দখলমুক্ত হওয়ার পর সেখানে হাতির দল ফের দেখা যাচ্ছে। একই সঙ্গে বিরল পিগমি হগ সংরক্ষণের কথাও তুলে ধরেন তিনি। মাত্র ছ'টি পিগমি হগ নিয়ে শুরু হওয়া সংরক্ষণ কর্মসূচিতে বর্তমানে সংখ্যা ১৯০-এর বেশি হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। সুন্দরবনের ঝড়খালির মহিলাদের ম্যানগ্রোভ রোপণের উদ্যোগও উঠে আসে তাঁর কথায়। তাঁদের অনেকেই বাঘের আক্রমণে স্বামী হারিয়েছেন। ম্যানগ্রোভ রোপণ তাঁদের জীবিকার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি গ্রামের প্রাকৃতিক সুরক্ষাতেও ভূমিকা রাখছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। প্রকৃতি সংরক্ষণ এবং মানুষের জীবিকার মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে, এই উদ্যোগ তারই উদাহরণ বলে তুলে ধরেন তিনি।নেশামুক্ত যুবসমাজ গড়ার ডাকও ছিল এ দিনের ' মন কি বাত'-এ। ' যুব অভিযান' ১০০ সপ্তাহ চলবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। মাই ভারত স্বেচ্ছাসেবক, এনএসএস, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সংগঠন-বিভিন্ন স্তরের মানুষকে এই অভিযানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে বলে জানান তিনি।শুধু প্রচার নয়, যুবসমাজকে যুক্ত করার জন্য নানা সৃজনশীল কর্মসূচির কথাও বলেন মোদী। অ্যান্থেম তৈরি, স্লোগান লেখা, পথনাটিকা এবং সামাজিক মাধ্যমে প্রচারের মতো উদ্যোগের উল্লেখ করেন তিনি। আগামী দিনে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ধ্যান শিবিরও এই কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত হবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। উৎসবের সময়েও কোনও যুবক নেশার দিকে চলে গেলে তাকে দূরে ঠেলে না দিয়ে পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান তিনি।খেলাধুলোয় প্রতিভা খোঁজার প্রসঙ্গে পাঞ্জাবের প্রাক্তন হকি খেলোয়াড় ও কোচ রাজিন্দর সিংহের উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। ১৯৮০ সালের অলিম্পিক সোনাজয়ী ভারতীয় দলের সদস্য রাজিন্দর পরবর্তী সময়ে কোচ হিসেবেও কাজ করেন। বর্তমানে রাউন্ড গ্লাস হকি অ্যাকাডেমির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চল থেকে প্রতিভা তুলে আনার কাজে যুক্ত রয়েছেন তিনি। গ্রামের মাঠে অ্যাস্ট্রোটার্ফ তৈরি এবং প্রশিক্ষণের সুযোগ বাড়ানোর উদ্যোগের কথাও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।দেশীয় পণ্য, স্থানীয় শিল্প এবং গ্রামের অর্থনীতির প্রসঙ্গে আসে উত্তরপ্রদেশের প্রতাপগড়ের আমলকী শিল্প। ' ডিস্ট্রিক্ট ওয়ান প্রোডাক্ট' বা ' জেলা এক পণ্য' প্রকল্পের মাধ্যমে আমলকী-ভিত্তিক শিল্পে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে বলে জানান মোদী। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, সেখানে প্রায় ১০০টি প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট কাজ করছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাবিত্রী ফুলে এবং বিন্ধ্যবাসিনী স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা আমলকী দিয়ে ক্যান্ডি, মোরব্বা, জুস, আচার এবং ডাইজেস্টিভ পাউডার তৈরি করছেন। প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি, ঋণ এবং বাজারের সুযোগ তাঁদের আয় বাড়াতে সাহায্য করেছে বলেও জানান তিনি। উৎসবের বাজারে স্থানীয় পণ্য কেনার আহ্বান জানিয়ে ' ফর লোকাল'-এর উপরও জোর দেন প্রধানমন্ত্রী।পুষ্টি মাসের প্রসঙ্গও এ দিনের অনুষ্ঠানে ছিল। ছত্তিশগড়ের ' ঘর মুনগা' উদ্যোগ, গুজরাটে মিলেট-ভিত্তিক রান্নার প্রতিযোগিতা, মহারাষ্ট্রে শিক্ষক, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও অভিভাবকদের মধ্যে পুষ্টি সচেতনতা এবং মিজোরামে ' বাটিকা' রক্ষণাবেক্ষণের উদ্যোগের কথা বলেন মোদী। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, প্রায় ৯ কোটি উপভোক্তা ইতিমধ্যে ' ট্র্যাকার'-এ নথিভুক্ত হয়েছেন।শেষ পর্বে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আন্তর্জাতিক বিস্তারের প্রসঙ্গ তোলেন প্রধানমন্ত্রী। থাইল্যান্ডের পন্থৌন থীরখানোনের গণেশভক্তির কথা উল্লেখ করে জানান, চিয়াং মাইয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠিত গণেশ হিমাল মিউজিয়ামে ১০ হাজারের বেশি গণেশমূর্তি রয়েছে। প্রতি রবিবার সেখানে পুজো হয়। বিশেষ তিথিতেও নানা অনুষ্ঠান হয় বলে জানান তিনি। ভারতীয় ধর্মীয় বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কী ভাবে দেশের সীমানা পেরিয়ে অন্য দেশেও মানুষের মধ্যে জায়গা করে নিচ্ছে, তার উদাহরণ হিসেবে এই ঘটনাকে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।' কি বাত'-এর শেষ পর্বে ফের সাধারণ মানুষের উদ্যোগের প্রসঙ্গেই ফিরে আসেন মোদী। নিজের আশপাশে যে সব ইতিবাচক কাজ হচ্ছে, সেগুলির কথা অন্যদের জানাতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান তিনি। তাঁর বক্তব্য, পরিবর্তন সব সময় বড় কোনও কর্মসূচি দিয়ে শুরু হয় না-সাধারণ মানুষের ছোট ছোট উদ্যোগও এক সময় বৃহত্তর পরিবর্তনের ভিত্তি তৈরি করতে পারে।সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দৃঢ়তা থেকে জনগণনায় অংশগ্রহণ, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ থেকে পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ রক্ষা থেকে নেশামুক্ত যুবসমাজ, খেলাধুলোয় প্রতিভার সন্ধান থেকে স্থানীয় পণ্যের প্রসার- ১৩৯-তম ' মন কি বাত'-এ এই নানা প্রসঙ্গকে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের সূত্রেই যুক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী।

২০২৯ সালের মধ্যে দেশকে মাদকমুক্ত করার লক্ষ্য, পুলিশকে আহ্বান অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর ঃ মাদক পাচার ও মাদকের বিস্তার রুখতে দেশজুড়ে সমন্বিত অভিযান চালানোর ডাক দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর ঘোষণা, ২০২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে দেশকে সম্পূর্ণ মাদকমুক্ত করার লক্ষ্যে এগোতে চায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এই উদ্যোগে দেশের সমস্ত রাজ্যের পুলিশবাহিনীকে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।পুলিশ স্মারক দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমিত শাহ বলেন, দেশ এখনও সমস্ত সমস্যা থেকে মুক্ত হয়নি। সামনে একাধিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তার মধ্যে মাদকের সমস্যা অন্যতম। ২০২৬ সালের বাকি সময় থেকে শুরু করে ২০২৭, ২০২৮ এবং ২০২৯ সাল পর্যন্ত আগামী সাড়ে তিন বছরে মাদকের বিরুদ্ধে সম্মিলিত লড়াই চালানোর পরিকল্পনা নিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য, মাদকের বিস্তার শুধু দেশের তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যকেই বিপন্ন করছে না, অর্থনীতির উপরেও বাড়তি চাপ সৃষ্টি করছে। একই সঙ্গে মাদক ব্যবসার অর্থ দেশবিরোধী সংগঠনগুলির আর্থিক সহায়তার উস হয়ে উঠছে বলেও দাবি করেন তিনি। তাই মাদক পাচার ও তার সঙ্গে যুক্ত আর্থিক নেটওয়ার্ক ভেঙে দেওয়া দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করেন অমিত শাহ।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ' মাদকমুক্ত ভারত'-এর লক্ষ্য পূরণে পুলিশবাহিনীকে সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তাঁর কথায়, আগামী প্রজন্মকে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করতে হলে এখন থেকেই সুপরিকল্পিত ও সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে এই লক্ষ্য অর্জনে কেন্দ্র ও রাজ্যের পুলিশবাহিনীকে সমন্বয়ের সঙ্গে কাজ করতে হবে।

গুজরাটে মাদকবিরোধী অভিযানে সাফল্য, উদ্ধার বিপুল হেরোইন ও মেফেড্রন

আহমেদাবাদ, ২২ অক্টোবর ঃ গুজরাটে মাদক পাচার চক্রের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। আহমেদাবাদ ক্রাইম ব্রাঞ্চ এবং সুরাট ক্রাইম ব্রাঞ্চের যৌথ দল তল্লাশি চালিয়ে আনুমানিক ২৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ মাদক বাজেয়াপ্ত করেছে।বৃহস্পতিবার আহমেদাবাদ ক্রাইম ব্রাঞ্চ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে ৪,৫৩১.২২০ গ্রাম (প্রায় ৪.৫ কেজি) হেরোইন এবং ২,৪৯৭.৪৯০ গ্রাম (প্রায় ২.৪ কেজি) মেফেড্রন। আন্তর্জাতিক বাজারে বাজেয়াপ্ত এই মাদকের আনুমানিক মূল্য প্রায় ২৫.৫ কোটি টাকা। এই চক্রের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে এবং এই বিপুল পরিমাণ মাদক কোথা থেকে কোথায় পাচার করা হচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখতে বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে ক্রাইম ব্রাঞ্চ।

এশিয়ান প্যারা গেমস ২০২৬ঃমহিলাদের এফ৫৪ ডিসকাস থ্রো-তে স্বর্ণপদক জিতলেন সুবর্ণা রাজ

আইচি-নাগোয়া, ২২ অক্টোবর ঃবৃহস্পতিবার এশিয়ান প্যারা গেমসে মহিলাদের এফ৫৪ ডিসকাস থ্রো ইভেন্টে ১৫.৬৬ মিটার সেরা থ্রো করে স্বর্ণপদক জিতেছেন ভারতের সুবর্ণা রাজ।সুবর্ণা ধারাবাহিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন এবং তার ছয়টি প্রচেষ্টার মধ্যে চারটি থ্রো ১৫-মিটারের সীমা অতিক্রম করে। পঞ্চম প্রচেষ্টায় তিনি স্বর্ণপদক-জয়ী থ্রোটি করে পোডিয়ামের শীর্ষে উঠে আসেন। ইরানের শাহলা হাদিদি ১৫.৪৫ মিটার দূরত্বে দ্বিতীয় এবং ভিয়েতনামের থি নগোক থুই নগুয়েন ১৪.৬৫ মিটার দূরত্বে ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

বিজয়া দশমীতে 'সিঁদুর খেলা', দেবী বরণের উৎসবে মাতোয়ারা রাজ্যবাসী

কলকাতা, ২২ অক্টোবর ঃবিজয়া দশমীর আগমনের সঙ্গেই রাজ্যজুড়ে ঐতিহ্যবাহী দুর্গোসবের আমেজ পৌঁছে গিয়েছে শেষ লগ্নে। বিজয়ার সুর বেজে উঠতেই বিভিন্ন মণ্ডপে ও রাজবাড়িতে মা দুর্গার প্রতিমা বিসর্জনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। তবে দেবী দুর্গাকে বিদায় জানানোর আগে দশমীর দিন বাংলায় পালন করা হয় এক অত্যন্ত বিশেষ ও প্রাচীন লোকপ্রথা-'সিঁদুর খেলা'। শতবর্ষের এই ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতি সারা দেশে বঙ্গীয় দুর্গোসবকে এনে দিয়েছে এক অনন্য ও বর্ণময় মাত্রা।ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী, বহু শতাব্দী ধরে বাংলার প্রখ্যাত জমিদার পরিবার ও ঐতিহ্যবাহী রাজবাড়িগুলিতে অত্যন্ত জাকজমকপূর্ণভাবে দুর্গাপূজা উদযাপিত হয়ে আসছে। সেই জাঁকজমক ও আভিজাত্যের অঙ্গ হিসেবেই বহু বছর আগে চালু হয়েছিল এই সিঁদুর খেলার রেওয়াজ।বিজয়া দশমীর দিন শহরের বিভিন্ন পুজো মণ্ডপ, সাবেকি ও বারোয়ারি পুজোর প্রাঙ্গণে সধবা বা সুহাগিনী মহিলারা দলে দলে একত্রিত হন। প্রথমেই পুজোর সিঁদুর দেবীর চরণে ও মাথায় দিয়ে মায়ের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন তাঁরা। এরপর সেই পবিত্র সিঁদুর একে অপরের সিঁথিতে পরিয়ে দেন এবং আবিরের মতোই একে অপরের গালে মাখিয়ে দেন। ঢাকের তালে তালে ধুনুচি নাচ ও গান বাজনায় মণ্ডপ চত্বর মুখরিত হয়ে ওঠে। উমার বিদায়ের ব্যথাতুর সুর তখন মূহুর্তের মধ্যে উৎসবে রূপ নেয়।বুধবার বিজয়া দশমীর সকালে রাজধানী কলকাতা সহ সমগ্র রাজ্যজুড়ে সিঁদুর খেলার অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনা চোখে পড়ছে। যদিও উত্তর কলকাতার হাটখোলা দত্ত বাড়িতে দীর্ঘদিনের পুরনো নিয়ম মেনে মহাঅষ্টমীর দিনই সিঁদুর খেলা সম্পন্ন হয়ে যায়, তবে শহরের অন্যান্য ঐতিহাসিক জমিদার পরিবার যেমন-শোভাবাজার রাজবাড়ি, ব্যানার্জি বাড়ি এবং বসু পরিবারে সিঁদুর খেলার মহোসবের প্রস্তুতি মঙ্গলবার রাত থেকেই চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। মহিলারা লাল-পাকলকাতা, ২২ অক্টোবর ঃবিজয়া দশমীর আগমনের সঙ্গেই রাজ্যজু।ে ঐতিহ্যবাহী দুর্গোসবের আমেজ পৌঁছে গিয়েছে শেষ লগ্নে। বিজয়ার সুর বেজে উঠতেই বিভিন্ন মণ্ডপে ও রাজবাড়িতে মা দুর্গার প্রতিমা বিসর্জনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। তবে দেবী দুর্গাকে বিদায় জানানোর আগে দশমীর দিন বাংলায় পালন করা হয় এক অত্যন্ত বিশেষ ও প্রাচীন লোকপ্রথা-'সিঁদুর খেলা'। শতবর্ষের এই ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতি সারা দেশে বঙ্গীয় দুর্গোসবকে এনে দিয়েছে এক অনন্য ও বর্ণময় মাত্রা।ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী, বহু শতাব্দী ধরে বাংলার প্রখ্যাত জমিদার পরিবার ও ঐতিহ্যবাহী রাজবা।গুলিতে অত্যন্ত জাকজমকপূর্ণভাবে দুর্গাপূজা উদযাপিত হয়ে আসছে। সেই জাঁকজমক ও আভিজাত্যের অঙ্গ হিসেবেই বহু বছর আগে চালু হয়েছিল এই সিঁদুর খেলার রেওয়াজ।বিজয়া দশমীর দিন শহরের বিভিন্ন পুজো মণ্ডপ, সাবেকি ও বারোয়ারি পুজোর প্রাঙ্গণে সধবা বা সুহাগিনী মহিলারা দলে দলে একত্রিত হন। প্রথমেই পুজোর সিঁদুর দেবীর চরণে ও মাথায় দিয়ে মায়ের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন তাঁরা। এরপর সেই পবিত্র সিঁদুর একে অপরের সিঁথিতে পরিয়ে দেন এবং আবিরের মতোই একে অপরের গালে মাখিয়ে দেন। ঢাকের তালে তালে ধুনুচি নাচ ও গান বাজনায় মণ্ডপ চত্বর মুখরিত হয়ে ওঠে। উমার বিদায়ের ব্যথাতুর সুর তখন মূহুর্তের মধ্যে উৎসবে রূপ নেয়।বুধবার বিজয়া দশমীর সকালে রাজধানী কলকাতা সহ সমগ্র রাজ্যজুড়ে সিঁদুর

পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের

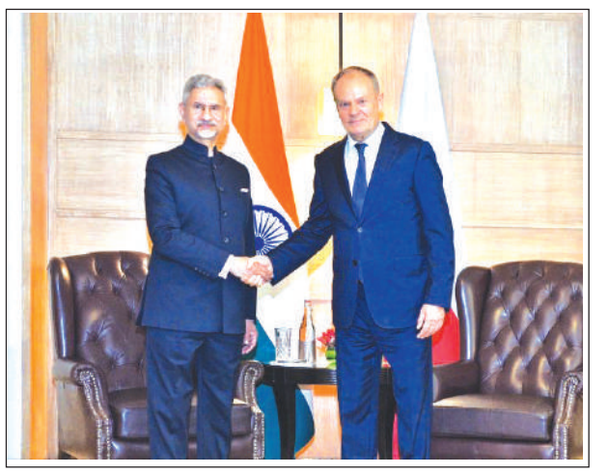

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর ঃপোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্কের সঙ্গে বৃহস্পতিবার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। বৈঠকে ভারত ও পোল্যান্ডের পারস্পরিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার পরিধি বাড়ানোর বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে।দিল্লিতে এদিন বৈঠক চলাকালীন বাণিজ্য, বিনিয়োগ প্রযুক্তি, আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট একাধিক ক্ষেত্রে দুই দেশের অংশীদারিত্বকে নতুন মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে মতবিনিময় করেন উভয় নেতা। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিদ্যমান ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নয়াদিল্লি ও ওয়ারশর মধ্যে কূটনৈতিক সমন্বয় আরও গভীর করার ওপর জোর দেওয়া হয়। এক্স মাধ্যমে জয়শঙ্কর জানান, ভারত ও পোল্যান্ডের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও নিবি। করা নিয়ে নিজের চিন্তাভাবনা ভাগ করে নেন প্রধানমন্ত্রী টাস্ক।

ছত্তিশগড়ে দু'দিনের সফরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

রায়পুর, ২২ অক্টোবর ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ২২ এবং ২৩ অক্টোবর দুই দিনের সফরে ছত্তিশগড়ে থাকবেন। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বৃহস্পতিবার সকালে রাযপুর বিমানবন্দরে গিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাইয়ের আমন্ত্রণে আয়োজিত এই সফরে তিনি রাযপুর এবং জগদলপুরের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন।বিমানবন্দর থেকে তিনি সরাসরি রায়পুরের লোক ভবনে যাবেন, যেখানে দুপুর ১২ঃ৪৫ মিনিটে তিনি পূজনীয়া মাতা হাসি দেবীর সম্মানে ২০০ টাকার একটি বিশেষ স্মারক মুদ্রা এবং একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করবেন।এরপর, বিকেল ৪টায়, তিনি বুধাপাড়ার বলবীর সিং জুনেজা ইনডোর স্টেডিযামে নুযাখাই উসব উপলক্ষে আয়োজিত সেবা সম্মান পর্ব এবং যুব সচেতনতা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করবেন, যেখানে প্রায় ৪,০০০ যুবকের সমাগম হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল রমন ডেকা, মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেব সাই, মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ, সাংসদগণ এবং রাযপুর শহরের চারজন বিধায়ক বিশেষভাবে উপস্থিত থাকবেন।রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আজ সকালে, ২৩ অক্টোবর, বস্তার (জগদলপুর) পৌঁছাবেন। জগদলপুরে পৌঁছে রাষ্ট্রপতি প্রথমে সকাল ১১ঃ০০ টায় বস্তারের পূজনীয় দেবী মা দন্তেশ্বরী মন্দিরে যাবেন এবং সেখানে নির্ধারিত রীতি অনুযায়ী পূজা করবেন। এরপর, দুপুর ১২ঃ৪৫ মিনিটে, তিনি বস্তার দশেরার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান মুরিয়া দরবারে অংশ নিতে সিরহাসার ভবনের দিকে রওনা হবেন।মুরিয়া দরবার ছাড়াও, তিনি জগদলপুরের লালবাগ ময়দানে একটি বিশাল জনসভায় ভাষণ দেবেন এবং স্থানীয় আদিবাসী শিল্প ও সংস্কৃতি পর্যবেক্ষণ করবেন। তিনি বিশ্ববিখ্যাত বস্তার দশেরার অংশ হিসেবে সিরহাসার ভবনে অনুষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী ও ঐতিহাসিক মুরিয়া দরবারে অংশগ্রহণ করবেন। এখানে তিনি বস্তারের ঐতিহ্যবাহী আদিবাসী নেতৃত্ব (মাঝি-চালাকি) এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করবেন, যা জাতীয় পর্যায়ে বস্তারের আদিবাসী সংস্কৃতিকে একটি নতুন পরিচিতি দেবে। এরপর তিনি লালবাগ ময়দানে একটি বিশাল জনসভায় (পাবলিক ইভেন্ট) ভাষণ দেবেন।রাষ্ট্রপতির আগমনকে সামনে রেখে রায়পুর ও জগদলপুর উভয় স্থানেই কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং প্রশাসন পূর্ণ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে। এই সফরটি ছত্তিশগড়ের ঐতিহাসিক গৌরব এবং আদিবাসী পরিচয়ের, বিশেষ করে বস্তার অঞ্চলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রেরণা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

যন্তর মন্তর মামলায় সিজেপির তিন নেতাকে তলব দিল্লি ক্রাইম ব্রাঞ্চের

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর ঃ দিল্লির যন্তর মন্তরে কথিত অননুমোদিত প্রবেশ এবং সরকারি আদেশ লঙ্ঘনের একটি মামলায় ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র নেতা সৌরভ দাস, আশুতোষ রাঙ্কা এবং অজিনক্য শিন্ডেকে ক্রাইম ব্রাঞ্চ তলব করেছে।প্রাথমিক তথ্য অনুযাযী, এই মামলাটি ১৩ অক্টোবরের যন্তর মন্তরের বিক্ষোভ সম্পর্কিত, যার পরে দিল্লি পুলিশ ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং দুটি এফআইআর দায়ের করে। ক্রাইম ব্রাঞ্চ বর্তমানে এই মামলার তদন্ত করছে।উল্লেখ্য, ১৩ অক্টোবর দিল্লি পুলিশ সৌরভ দাস, আশুতোষ রাঙ্কা, অজিনক্য শিন্ডে এবং সিজেপি-র আরও ১১ জন সদস্যকে তলব করেছিল, যারা যন্তর মন্তরে পৌঁছেছিলেন। পুলিশের অভিযোগ, বিক্ষোভকারীরা একটি ব্যক্তিগত চত্বর দিয়ে ওই স্থানে প্রবেশ করেছিলেন, যেটিকে বিক্ষোভস্থল হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি। পুলিশ আধিকারিকরা তাদের থামানোর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পুলিশের ভাষ্যমতে, বিক্ষোভকারীরা ব্যারিকেড অতিক্রম করে কর্মকর্তাদের কর্তব্য পালনে বাধা দেয়। এই সময় বিক্ষোভকারীরা তেরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করে এবং স্লোগান দেয়। ঘটনার পর, ১৪ জনকেই আটক করা হয়। পুলিশ দুটি পৃথক এফআইআর দায়ের করেছে।এই মামলার প্রথম এফআইআরটি নয়াদিল্লির কনট প্লেস থানায় দাযের করা হযেছিল। এতে ভারতীয় দণ্ডবিধির (আইপিসি) ২২৩ ধারার অধীনে সরকারি কর্মচারীর বৈধ আদেশ অমান্য করার অভিযোগ, ৩৩২ ধারার অধীনে অপরাধ করার উদ্দেশ্যে বাড়িতে অনধিকার প্রবেশের অভিযোগ এবং ৬১(২) ধারার অধীনে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ রয়েছে। দ্বিতীয় এফআইআরটি পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় দাযের করা হয়েছিল। এই মামলাটি পুলিশ কর্মকর্তাদের কাজে বাধা দেওযা, তাদের উপর হামলা এবং তাদের আহত করার অভিযোগ সম্পর্কিত।দিল্লি পুলিশ উভয় মামলার তদন্ত ক্রাইম ব্রাঞ্চের কাছে হস্তান্তর করেছে। তদন্তে ঘটনার সময় ঘটে যাওয়া কার্যকলাপ এবং সম্পর্কিত অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যন্তর মন্তরের ঘটনার আগে, ১০ অক্টোবর, একটি বিক্ষোভের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে সৌরভ দাস এবং আশুতোষ রাঙ্কাকে আটক করা হযেছিল। শান্তি বজায় রাখার জন্য দুজনেই এক বছরের মুচলেকা দিয়েছিলেন।১৩ অক্টোবরের ঘটনার পর, পুলিশ অভিযোগ করে যে এই দুই নেতা তাদের পূর্বে দেওয়া আশ্বাস লঙ্ঘন করেছে

বিসর্জনের পর গঙ্গায় প্রতিমার কাঠামো তুলতে গিয়ে মৃত্যু বিজেপি নেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২২ অক্টোবরঃ দুর্গাপুজোর আনন্দ মিটতেই হুগলির ভদ্রেশ্বরে নেমে এল শোকের ছায়া। বিসর্জনের পর গঙ্গা থেকে দুর্গাপ্রতিমার কাঠামো তুলতে গিয়ে মৃত্যু হল ৬১ বছরের এক প্রৌঢ়ের। মৃতের নাম গৌরী সাহানি। তিনি স্থানীয় বিজেপির শক্তিকেন্দ্র প্রমুখ ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। বুধবার দশমীর রাতে ভদ্রেশ্বরের শ্রীমানি ঘাটের কাছে গঙ্গায় নেমেছিলেন প্রতিমার কাঠামো সংগ্রহ করতে। কিন্তু নদীর পলিতে আটকে পড়ে আর উপরে উঠতে পারেননি তিনি। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষরক্ষা হয়নি। চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় শোকের আবহ তৈরি হয়েছে এলাকায়, পাশাপাশি স্থানীয় রাজনৈতিক মহলেও নেমে এসেছে বিষাদের ছায়া। দশমীর দিন বুধবার ভদ্রেশ্বরের শ্রীমানি ঘাটে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন চলছিল। বিসর্জন পর্ব শেষ হওয়ার পর রাতের দিকে ঘাট থেকে প্রায় একশো মিটার দূরে গঙ্গার জলে নামেন গৌরী সাহানি। দীর্ঘদিন ধরে প্রতিমার কাঠামো সংগ্রহ করে তা বিক্রি করতেন তিনি। সেই কাজের জন্যই বিসর্জনের পর নদীতে

নেমেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু ওই সময় গঙ্গায় ভাঁটা চলছিল। নদীর জল নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পলির স্তরও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। সেই পলিতে আটকে পড়েন গৌরী। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পলিতে আটকে যাওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু কোনওভাবেই সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। ক্রমে অসুস্থ হয়ে পড়েন প্রৌঢ়। তাঁর বিপদের বিষয়টি স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে আসতেই তাঁরা উদ্ধারের চেষ্টা শুরু করেন। কয়েকজন মিলে তাঁকে নদী থেকে তুলে দ্রুত চন্দননগর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কীভাবে ওই দুর্ঘটনা ঘটল এবং নদীতে নামার সময় ঠিক কী পরিস্থিতি ছিল, তা নিয়ে এলাকায় আলোচনা শুরু হয়েছে। মৃত গৌরী সাহানি ভদ্রেশ্বর পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের গঙ্গাপাড়ের বাসিন্দা ছিলেন। শ্রীমানি ঘাটের কাছেই তাঁর বাড়ি বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা তথা বিজেপি নেতা মদন প্রসাদ সাউ। তাঁর বক্তব্য, গৌরী সাহানি দীর্ঘদিন ধরে বিসর্জনের পর প্রতিমার কাঠামো তুলে বিক্রি করতেন। বুধবারও সেই কাজ করতে গিয়েই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। মদন প্রসাদ সাউয়ের দাবি, গৌরী সাহানি এমনিতেই অসুস্থ ছিলেন। তা সত্ত্বেও প্রতিমার কাঠামো সংগ্রহ করতে নদীতে নেমেছিলেন। এই ঘটনায় তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। গৌরী সাহানির রাজনৈতিক পরিচয়ও এই ঘটনাকে ঘিরে স্থানীয় মহলে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। তিনি বিজেপির শক্তিকেন্দ্র প্রমুখ ছিলেন বলে জানিয়েছেন দলের স্থানীয় নেতৃত্ব। হুগলি জেলা বিজেপির ভাইস প্রেসিডেন্ট গোপাল উপাধ্যায় বলেন, গৌরী সাহানি দীর্ঘদিনের বিজেপি কর্মী ছিলেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে দলের কর্মী-সমর্থকেরা গভীর ভাবে শোকাহত। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের তরফে তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়েছে। বিসর্জনের পর নদী থেকে প্রতিমার কাঠামো সংগ্রহ করতে গিয়ে এমন দুর্ঘটনা ঘটায় গঙ্গার ঘাটে নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। বিশেষ করে ভাঁটার সময় নদীতে নামা কতটা বিপজ্জনক হতে পারে, তা এই ঘটনা ফের সামনে এনে দিল। বিসর্জনের পর নদীর জলে প্রতিমার কাঠামো বা অন্য সামগ্রী সংগ্রহ করতে গিয়ে বিপদের আশঙ্কা থাকে। গঙ্গার পলি, জলের স্রোত এবং গভীরতার পরিবর্তন অনেক সময় বাইরে থেকে বোঝা যায় না। ফলে সামান্য অসতর্কতাও প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে। গৌরী সাহানির মৃত্যুতে ভদ্রেশ্বরের শ্রীমানি ঘাট সংলগ্ন এলাকায় শোকের আবহ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা ও রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে এই ঘটনা নিয়ে আলোচনা চলছে। বিসর্জনের আনন্দের পর এমন মর্মান্তিক পরিণতি পরিবার ও পরিচিতদের কাছে গভীর আঘাত হয়ে এসেছে।

তিন মাসের মধ্যে রাস্তা নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা

শীঘ্রই চালু হতে পারে পোদড়া ফেরিঘাটের পরিষেবা

সুমন আদক, হাওড়া, ২২ অক্টোবরঃ ফেরিঘাট রয়েছে, কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর উপযুক্ত রাস্তা নেই। সেই কারণে দীর্ঘদিন ধরে তৈরি হয়েও চালু করা যায়নি দক্ষিণ হাওড়ার পোদড়া ফেরিঘাট। এবার সেই অচলাবস্থা কাটার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। গত মঙ্গলবার মহানবমীর দিন থেকে শুরু হয়েছে ফেরিঘাটে পৌঁছানোর জন্য সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণের কাজ। প্রায় ২০০ মিটার দীর্ঘ এই রাস্তা আগামী তিন মাসের মধ্যে তৈরি করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে বলে ঠিকাদার সূত্রে জানা গিয়েছে। রাস্তা নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে ফেরি পরিষেবা চালুর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে দক্ষিণ হাওড়ার যোগাযোগ ব্যবস্থায় নতুন দিশা দেখাতে পারে এই পোদড়া ফেরিঘাট। বিশেষ করে এলাকার সাধারণ যাত্রী থেকে শুরু করে হাটের ব্যবসায়ীরা এই পরিষেবা চালু হওয়ার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। ফেরিঘাট চালু হলে যাতায়াতের

বিকল্প ব্যবস্থা তৈরি হওয়ার পাশাপাশি ব্যবসায়িক পণ্য পরিবহণেও সুবিধা হবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কার্যকারিণী কমিটির সদস্য ইন্দ্রদেব দেব দুবে জানান, ফেরিঘাট নির্মাণের কাজ শেষ হলেও একাধিক জটিলতার কারণে সংযোগকারী রাস্তা তৈরি করা সম্ভব হয়নি। ফলে পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও পরিষেবা চালু করা যায়নি। বিষয়টি বিভিন্ন দপ্তরের নজরে আনার পাশাপাশি রাজ্যের পুর প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই এবং পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিংকে জানানো হয়। এরপরই রাস্তা নির্মাণের কাজে অগ্রগতি দেখা যায়। অবশেষে কাজ শুরু হওয়ায় আশাবাদী এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের প্রত্যাশা, নির্ধারিত তিন মাসের মধ্যে রাস্তা তৈরির কাজ শেষ করে দ্রুত ফেরি চলাচল শুরু করা হবে। তবে শুধু রাস্তা নির্মাণ শেষ হওয়াই নয়, পরিষেবা চালুর জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি কত দ্রুত সম্পন্ন হয়, এখন সেদিকেও নজর রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকা পোদড়া ফেরিঘাট কবে যাত্রী পরিষেবায় ফিরবে, তার উত্তর মিলবে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই।

মথুরাপুরে 'ক্ষেত বাঁচাও অভিযান'-এর সূচনা

মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় জোর কৃষি বিজ্ঞানীদের

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, দঃ ২৪ পরগনা, ২২ অক্টোবরঃ কৃষিজমির উর্বরতা রক্ষা, মাটির স্বাস্থ্য বজায় রাখা এবং পরিবেশবান্ধব কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে কৃষকদের সচেতন করতে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে 'ক্ষেত বাঁচাও অভিযান'। ভারত সরকারের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের উদ্যোগে এই বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং কৃষকদের স্বনির্ভর করে তোলার বার্তা দেওয়া হচ্ছে। ২২ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া এই

অভিযান চলবে আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন এলাকায় কৃষকসভা ও সচেতনতা মূলক শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার এই অভিযানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর-২ ব্লকের রাধাকান্তপুর গ্রামের শ্রী দুর্গা ক্লাব প্রাঙ্গণে। এদিনের আয়োজিত আলোচনা সভায় ব্লকের বহু কৃষক অংশগ্রহণ করেন। কৃষিজমির গুণমান রক্ষা, মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি এবং কম খরচে টেকসই পদ্ধতিতে চাষাবাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন উপস্থিত কৃষি বিশেষজ্ঞরা।এদিন নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার বর্ষীয়ান বিজ্ঞানী ও প্রধান ড. চন্দন কুমার মণ্ডল, কৃষি বিজ্ঞানী ড. দীপক কুমার রায়, ড. সোমনাথ সরদার, ড. অরিত্র সরকার এবং শ্রীমতী সূচন্দ্রা নিয়োগী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বৃন্দাবন গায়েন, শ্রী দুর্গা ক্লাবের সভাপতি সুশীল নিয়োগী-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এদিন আলোচনা সভায় কৃষি বিজ্ঞানীরা মাটির স্বাস্থ্য ও গুণমান বজায় রাখার উপরে বিশেষ গুরুত্ব দেন। তাঁরা জানান, দীর্ঘমেয়াদে কৃষি উৎপাদন বজায় রাখতে হলে জমির উর্বরতা রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার সাময়িকভাবে ফসলের উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করলেও দীর্ঘদিন ধরে অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলে মাটির স্বাভাবিক গুণমান এবং ভূগর্ভস্থ জলের উপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। এর পাশাপাশি পরিবেশ ও মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও ক্ষতিকর প্রভাব দেখা দিতে পারে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় কৃষকদের জৈব সার ব্যবহারে উৎসাহিত করার পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব কৃষি পদ্ধতি গ্রহণের পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা 'সয়েল টেস্ট'-এর মাধ্যমে জমির পুষ্টিগুণ ও প্রয়োজনীয় উপাদান সম্পর্কে সঠিক ধারণা নিয়ে সার প্রয়োগের উপরেও জোর দেওয়া হয়। তাঁদের মতে, জমির প্রয়োজন অনুযায়ী সার ব্যবহার করলে যেমন চাষের খরচ কমানো সম্ভব, তেমনই মাটির স্বাভাবিক উর্বরতাও দীর্ঘদিন বজায় রাখা যায়। এদিনের সভায় ফসল কাটার পর জমিতে পড়ে থাকা অবশিষ্টাংশ না পুড়িয়ে তা দিয়ে কম্পোস্ট সার তৈরির পরামর্শ দেওয়া হয়। কৃষিজ বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জমির পুষ্টিগুণ বৃদ্ধি এবং চাষের খরচ কমানোর বিভিন্ন উপায়ও কৃষকদের সামনে তুলে ধরেন বিজ্ঞানীরা।বিশেষজ্ঞ দের মতে, কৃষির ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত রাখতে শুধু বেশি পরিমাণে ফসল উৎপাদনের দিকে নজর দিলেই চলবে না। একই সঙ্গে জমির স্বাস্থ্য, মাটির স্বাভাবিক গুণমান এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখাও অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ, বর্তমানে কৃষিজমির যথাযথ সংরক্ষণ করা সম্ভব হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও উর্বর জমি ও নিরাপদ কৃষি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যাবে। কৃষি বিজ্ঞানী ও কৃষকদের মধ্যে এই ধরনের আলোচনা এবং মতবিনিময় চাষাবাদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা প্রকাশ করেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক ও পরিবেশ বান্ধব কৃষিপদ্ধতির প্রসার ঘটলে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে আরও টেকসই করে তোলা সম্ভব হবে। 'ক্ষেত বাঁচাও অভিযান'-এর মাধ্যমে সেই লক্ষ্যেই কৃষকদের সচেতন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বিজেপির প্রার্থী হচ্ছেন তৃণমূলের অনন্যা-জুঁই?

'কয়েকজন চেষ্টা করছে', মেনে নিলেন কুণালও!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ অক্টোবরঃ বাংলায় আবার ভোটের দামামা বাজতে শুরু করেছে। সব ঠিক থাকলে নভেম্বর মাসের শেষ লগ্নে কলকাতা ও হাওড়ায় পুরভোট হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে। অক্টোবর প্রায় শেষ হওয়ার পথে। তাই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করার ক্ষেত্রে আর বেশি সময় নেই রাজনৈতিক দলগুলির হাতে। পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রথমবার এই পুরভোট ঘিরে জল্পনা চড়ছে। বিজেপির প্রার্থীতালিকায় কি থাকবে তৃণমূল কাউন্সিলরদের নাম? মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারী যখন প্রথমবার কলকাতা পুরনিগমে যান, তখন তাঁর সভায় দেখা গিয়েছিল বেশ কয়েকজন তৃণমূল কাউন্সিলরকে। ছিলেন জুঁই বিশ্বাস, অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাশিস কুমার, কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো তৃণমূল কাউন্সিলররা। তাঁদের মধ্যে কারও কারও নাম বিজেপির প্রার্থী তালিকায় থাকতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। সূত্রের খবর, প্রার্থী তালিকা ঠিক করতে শুক্রবারই সুনীল বনশলের নেতৃত্বে বৈঠকে বসছে বিজেপি। সেখানে পুরভোটের দলের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী ১০-১৫ দিনের মধ্যে পুরভোটের জন্য প্রথম প্রার্থীতালিকা প্রকাশ

করতে পারে বিজেপি। সূত্রের খবর, তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলরদের মধ্যে অনেকেই আগ্রহ দেখাচ্ছেন প্রার্থী হতে চেয়ে। শোনা যাচ্ছে, পুর প্রশাসনিক কাজকর্মের অভিজ্ঞতার জন্য ওই সব কাউন্সিলদের আগ্রহকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে বিজেপি। এই বিষয়টি কার্যত মেনে নিচ্ছেন কালীঘাটপন্থী তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষও। তিনি বলেন, ''কয়েকজন চেষ্টা করছে। এটা বিজেপিকে বুঝতে হবে। এতদিন যে পুরপিতাদের বিরুদ্ধে তারা নানা ধরনের কথা বলেছেন, যাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন, তাঁরাই বিজেপির দিকে ঝুঁকছেন। একটাও প্রাক্তন তৃণমূল নিতে হলে ধরা পড়ে যাবে যে, ওদের হাতে প্রার্থী নেই।'' তবে এই জল্পনা সরাসরি খারিজ করে দিচ্ছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ''মানুষ তৃণমূলকে প্রত্যাখ্যান করেছে। মানুষ জামা পরিবর্তনের জন্য ভোট দেয়নি। ভিতরের মানুষটা পরিবর্তনের জন্য ভোট দেওয়া হয়েছে।'' তবে আদতে প্রার্থীতালিকায় কারা থাকবেন, তা জানতে খুব বেশিদিন দেরি করতে হবে না।

ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন, ইডেন মেঘবালিকায় সাড়ম্বরে উদযাপিত দুর্গোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ অক্টোবরঃ ধর্মীয় নিষ্ঠা, চিরাচরিত আচার এবং বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আনন্দঘন পরিবেশে সম্পন্ন হলো 'ইডেন মেঘবালিকা'র শারদীয় দুর্গোৎসব। দেবীর আরাধনাকে কেন্দ্র করে উৎসবের দিনগুলি আবাসন চত্বর রূপ নিয়েছিল এক বৃহৎ পরিবারের আনন্দমেলায়। গত ১৫ অক্টোবর পুজোমণ্ডপের শুভ উদ্বোধন করেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের বরিষ্ঠ বিভাগের সমন্বয়ক স্বামী তপরানন্দজী মহারাজ। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আবাসনের বাসিন্দা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত থেকে মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করেন এবং সর্বজনীন শান্তির প্রার্থনা জানান। দুর্গোৎসবের দিনগুলিতে বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি আবাসনবাসীদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি সুদৃঢ় করতে নানাবিধ সৃজনশীল ও বিনোদনমূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। উৎসবের অংশ হিসেবে ১৭ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় মহিলাদের অত্যন্ত জনপ্রিয় মিউজিক্যাল চেয়ার প্রতিযোগিতা। ১৮ অক্টোবর খ্যাতনামা আরজে অঙ্কিতা সাহার চমৎকার সঞ্চালনায় জমে ওঠে সুরের লড়াই-অন্তাক্ষরী প্রতিযোগিতা। ১৯ অক্টোবর আবালবৃদ্ধবনিতার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় একটি উন্মুক্ত কুইজ (ওপেন কুইজ) প্রতিযোগিতা। উৎসবের সমাপন লগ্নে, ২০ অক্টোবর রাতে পুজোমণ্ডপে আয়োজিত হয় প্রখ্যাত জাদুকর এ কুমারের এক মনোমুগ্ধকর ম্যাজিক শো, যা ছোট-বড় সকলকেই তাক লাগিয়ে দেয়। এরপর এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ও বিজয়ীদের হাতে স্মারক ও পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পুজোর পবিত্রতা, আনন্দ-উচ্ছ্বাস এবং সবার আন্তরিক অংশগ্রহণে ইডেন মেঘবালিকার এবারের দুর্গোৎসব পারস্পরিক সম্প্রীতি ও একাত্মতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

রাজারহাটে সিপিএম ও কংগ্রেসের কার্যালয়ে হামলার অভিযোগ

'রাজনীতি ছেড়ে দেব' চ্যালেঞ্জ বিজেপি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি, রাজারহাট, ২২ অক্টোবরঃ পুজো মিটতেই ফের রাজনৈতিক সংঘর্ষের অভিযোগ ঘিরে উত্তপ্ত রাজারহাট। বুধবার রাতে রাজারহাটের বিষ্ণুপুর ২ নম্বর পঞ্চায়েতের বসিনা মণ্ডলপাড়া এলাকায় সিপিএম এবং কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। সিপিএমের দাবি, দশমীর রাতে তাদের পার্টি অফিসে তাণ্ডব চালানো হয়। চেয়ার, সিলিং পাখা-সহ অফিসের একাধিক জিনিস ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। পরে কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়েও হামলা চালানো হয় বলে দাবি স্থানীয় নেতৃত্বের। দুই দলের অভিযোগের আঙুল বিজেপির দিকে। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন রাজারহাট-নিউ টাউনের বিজেপি বিধায়ক পীযূষ কানোডিয়া। তাঁর পালটা দাবি, রাজনৈতিক প্রচারের জন্য বিরোধীরা নিজেরাই এমন ঘটনা ঘটাচ্ছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

সিপিএমের অভিযোগ, বসিনা মণ্ডলপাড়ার তাদের দলীয় কার্যালয়টি দীর্ঘদিনের। এর আগে একাধিকবার ওই অফিস দখলের চেষ্টা হয়েছে বলেও দাবি করেছেন স্থানীয় সিপিএম নেতা সপ্তর্ষি দেব। তাঁর বক্তব্য, দশমীর রাতের অন্ধকারে পার্টি অফিসে হামলা চালানো হয়। চেয়ার থেকে সিলিং পাখা, কোনও কিছুই অক্ষত রাখা হয়নি বলে অভিযোগ। এই ঘটনার সঙ্গে বিজেপি যুক্ত বলে দাবি করেছেন তিনি। সপ্তর্ষি দেবের কথায়, বিজেপি তৃণমূলের রাজনৈতিক সংস্কৃতিই বহন করছে। তাঁর প্রশ্ন, বিজেপি ছাড়া আর কারা এই ধরনের কাজ করতে পারে? অন্যদিকে, সিপিএমের কার্যালয়ে হামলার পর কংগ্রেসের দলীয় অফিসেও ভাঙচুরের অভিযোগ সামনে এসেছে। স্থানীয় কংগ্রেস নেতা আব্দুল মোহিতের দাবি, তাঁদের কার্যালয়ে হামলার পুরো ঘটনা সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। তাঁর বক্তব্য, একাধিক ব্যক্তি মোটরবাইকে করে এসে দলীয় কার্যালয়ে হামলা চালায়। অফিসের জিনিসপত্র ভাঙচুর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, পরিকল্পনা করেই এই হামলা চালানো হয়েছে এবং এর পিছনে বিজেপির হাত রয়েছে। ঘটনার দোষীদের শাস্তির দাবিতে ইতিমধ্যে স্থানীয় থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন আব্দুল মোহিত। তবে বিরোধীদের এই অভিযোগ সরাসরি খারিজ করে দিয়েছেন রাজারহাট-নিউ টাউনের বিজেপি বিধায়ক পীযূষ কানোডিয়া। তাঁর দাবি, বিজেপির কোনও নেতা এই ভাঙচুরের সঙ্গে যুক্ত নন। পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে তিনি বলেন, কোথাও যদি বিজেপির কোনও নেতৃত্বকে ভাঙচুর করতে দেখা যায়, তা প্রমাণ করতে পারলে তিনি রাজনীতি ছেড়ে দেবেন। তাঁর বক্তব্য, সিপিএম ও কংগ্রেসের স্থানীয় স্তরে কোনও রাজনৈতিক অস্তিত্ব নেই। সংবাদমাধ্যমে আসার জন্য তারা নিজেরাই এমন ঘটনা ঘটাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বিধায়ক। যদিও তাঁর এই বক্তব্যের সমর্থনে কোনও প্রমাণের কথা উল্লেখ করেননি তিনি। ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজা আরও তীব্র হয়েছে বিজেপি বিধায়কের অন্য মন্তব্যে। পীযূষ কানোডিয়ার দাবি, দীর্ঘদিন ধরে মার্কসবাদ যুবসমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, সেখানে গাঁজা ও ফেনসিডিলের মতো বিষয় ছাড়া আর কিছু নেই বলে তাঁর ধারণা। তাঁর বক্তব্য, বাংলার মানুষ পরিবর্তন এনেছে এবং এখন রাজ্য স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে চলবে, কার্ল মার্কসের আদর্শে নয়। এই মন্তব্য ঘিরেও রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। উৎসবের মরশুমে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বামেদের স্টল ভাঙচুর এবং বই মাটিতে ফেলে দেওয়ার মতো অভিযোগ আগেই সামনে এসেছে। সেই আবহে রাজারহাটের বসিনা মণ্ডলপাড়ায় দুই বিরোধী দলের কার্যালয়ে হামলার অভিযোগ নতুন করে রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়িয়েছে। তবে এই ঘটনায় কারা জড়িত, তা এখনও নিশ্চিত নয়। সিপিএম ও কংগ্রেসের অভিযোগের পাশাপাশি বিজেপির পালটা বক্তব্যও সামনে এসেছে। ফলে তদন্তের মাধ্যমে ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং অভিযুক্তদের পরিচয় সামনে আসাই এখন গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হামলার অভিযোগ ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা থাকলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা চলছে। থানায় অভিযোগ জমা পড়ার পর পুলিশ কী পদক্ষেপ করে, সিসি ক্যামেরার ফুটেজে কী তথ্য পাওয়া যায় এবং ভাঙচুরের ঘটনায় কারও বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট প্রমাণ মেলে কি না, এখন সেদিকেই নজর রয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলির পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের মধ্যে তদন্তের ফলাফলের অপেক্ষায় স্থানীয় বাসিন্দারা।

দত্তপুকুরে গাড়ি থেকে উদ্ধার বিস্ফোরক ও নিষিদ্ধ রাসায়নিক, গ্রেফতার বাইক শোরুমের মালিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ২২ অক্টোবরঃ উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুরে একটি গাড়ি থেকে বিস্ফোরকজাতীয় সামগ্রী এবং কিছু নিষিদ্ধ রাসায়নিক উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বুধবার রাতে দত্তপুকুরের তেঁতুলতলা এলাকায় ওই গাড়িটি আটক করার পর শুরু হয় তদন্ত। ঘটনাস্থলে তল্লাশি অভিযানে নামে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ, এনএসজি, ফরেনসিক দল এবং স্থানীয় পুলিশ। উদ্ধার হওয়া সামগ্রী নাশকতামূলক কোনও কাজে ব্যবহারের পরিকল্পনা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। এই ঘটনায় স্থানীয় এক বাইক শোরুমের মালিক রাকিবুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরক ও রাসায়নিকের উৎস এবং সেগুলি কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা জানার চেষ্টা চলছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দত্তপুকুরের তেঁতুলতলা এলাকায় একটি গাড়িতে সন্দেহজনক সামগ্রী রয়েছে বলে আগে থেকেই খবর পেয়েছিল রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স বা এসটিএফ। সেই তথ্যের ভিত্তিতে গাড়িটির উপর নজরদারি শুরু হয়। এরপর বুধবার রাতে গাড়িটি আটক করা হয় এবং তার মালিক রাকিবুল ইসলামকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। গাড়িতে থাকা সামগ্রী পরীক্ষা করার পর বিস্ফোরকজাতীয় বস্তু এবং কিছু রাসায়নিকের সন্ধান মেলে বলে তদন্তকারী সূত্রে খবর। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে তদন্তে যুক্ত হয় একাধিক কেন্দ্রীয় তদন্তকারী ও বিশেষজ্ঞ দল। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরক এবং রাসায়নিক সামগ্রী নিয়ে কলকাতার দিকে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়ে থাকতে পারে। তবে সেগুলি ঠিক কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, কী উদ্দেশ্যে সেগুলি মজুত করা হয়েছিল এবং এর পিছনে কোনও বৃহত্তর পরিকল্পনা ছিল কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর প্রকৃতি, পরিমাণ এবং কার্যক্ষমতা নির্ধারণের জন্য পরীক্ষা করা হচ্ছে। তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ে আরও তথ্য সামনে আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, গাড়ি থেকে বিস্ফোরকজাতীয় সামগ্রীর পাশাপাশি লোহার জালকাঠিও উদ্ধার হয়েছে। তবে উদ্ধার হওয়া বস্তুগুলির প্রকৃত চরিত্র এবং সেগুলি কতটা বিপজ্জনক, তা পরীক্ষার পরেই নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা নমুনা পরীক্ষা করে দেখছেন। তদন্তকারীরা জানতে চাইছেন, এই সামগ্রী কোথা

থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল, কে বা কারা সেগুলি সরবরাহ করেছিল এবং পরিবহণের পিছনে অন্য কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ভূমিকা রয়েছে কি না। এই ঘটনায় ধৃত রাকিবুল ইসলামকে বৃহস্পতিবার আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাতে পারে এনআইএ। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে ঘটনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে চাইছেন তদন্তকারীরা। বিশ

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩১৮ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার , ৫ কার্ত্তিক, ১৪৩৩

শচীন কর্তা

নিজের আত্মজীবনী 'জীবনের জলসাঘরে' গ্রন্থে কিংবদন্তি শিল্পী মান্না দে লিখছেন ঃ ''দু'জন শিল্পীর প্রতি কেন জানি না ভীষণ দুর্বল আমি। একজন রফি সাহাব। আরেকজন শচীন কর্তা। খুব ছোটবেলায় কাকা কৃষ্ণচন্দ্র দে-র কাছে শচীন দেব বর্মন এসেছিলেন। আমি সেদিন বাড়িতেই। ফুটবল খেলতে যাইনি। কাকার ঘরে শচীন কর্তা বসতেই আস্তে আস্তে প্রায় গা ঘেঁষে বসে পড়লাম। কী সুন্দর দেখতে! টকটক করছে গায়ের রং। আমি অত ফর্সা নই। রীতিমতো কালো। ফলে, এক দেখাতেই শুধু ফর্সা রঙের জন্য কর্তাকে দারুণ পছন্দ হয়ে গেল। সেদিন গান নিয়ে অনেকক্ষণ আড্ডা মেরেছিলেন কাকার সঙ্গে। আমি এক মিনিটের জন্য সেখান থেকে উঠিনি। এরপর কাকার অনুরোধে গান ধরলেন দেব দাদা। খুব খুঁটিয়ে সব গান শুনলাম। কর্তা চলে গেলেন। আমি পরের দিন কাকার কাছে বসে ওই গানগুলোই ফের গাইলাম। একদম কর্তার মত করে। ওরকম নাকি নাকি গলায়। সঙ্গে সঙ্গে কাকার এক ধমক, 'মানা, ওভাবে নাকি নাকি গলায় গাইছ কেন? ওটা কর্তার নিজস্বতা। কাউকে নকল কর না জীবনে দাঁড়াতে পারবে না। তোমার মত করে গাও।' কাকার কথা শুনে সেদিনই অনুকরণ করার অভ্যেস ছাড়লাম। কিন্তু শচীন কর্তা মনের গভীরে রয়েই গেলেন। ওই দিনের পর শচীন কর্তার সঙ্গে সাময়িক বিচ্ছেদ। শচীন কর্তার প্রতি দুর্বলতার কথা তো শুরুতেই বলেছি। সেই দুর্বলতা আরও বেড়ে গেল মুম্বইয়ে কাজের পর। হিন্দি-বাংলা মিশিয়ে অসাধারণ কম্পোজিশন, অদ্ভুত গায়কী তাঁর। একই সঙ্গে মারাত্মক ভয়ও পেতাম কর্তাকে। ১৯৬৬-র দুর্গা পঞ্চমী। কলকাতায় সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন তাঁদের বাড়িতে জলসার আয়োজন করেছেন। আমি ছাড়াও আমন্ত্রিত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরি, শ্যামল মিত্র। গিয়ে শুনলাম, কর্তাও নাকি আসবেন। রাত ঘড়ি ১০-টার কাঁটা ছুইছুই। সবাই এসেছেন। কর্তার দেখা নেই। আমরা মুখ চাওয়াচায়ি করছি। আচমকা ডোর বেল বাজল। সঙ্গে সানুনাসিক কণ্ঠ, 'সতীনাথ আসো নাকি?' আমি, উৎপলা, সতীনাথ প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে দরজা খুললাম। দেখি, হাসিমুখে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে কর্তা দাঁড়িয়ে। উৎপলার গলায় আনন্দের কান্না, অভিমানের সুর মিলেমিশে একাকার, 'এত দেরী করলেন দাদা!' একহাতে উৎপলাকে জড়িয়ে হাসিমুখে আমাদের সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ফ্লাইট লেট করসে। কয়নের আর কিসসু নাই রে!' সেই সন্ধেয় আমি গাইলাম, 'তুমি আর ডেকো না'। শ্যামল শোনালো, 'যা যা রে যা, যা পাখি'। উৎপলা পরিবেশন করল, 'কিংশুক ফুল হিংসুক ভারী'। যথারীতি সেদিনেও আমাদের গিলে খেয়ে নিলেন 'রাজা' কর্তা। আসর জমিয়ে দিলেন, 'টাকডুম টাকডুম বাজে' গান দিয়ে। সেদিন বুঝেছিলাম, আরেকজন মান্না দে হতেই পারেন। কিন্তু আরেকজন শচীন কর্তা? কোনওদিন, কেউ হতে পারবে না।'' এই সম্পর্ক শুরু হয়েছিল গায়ক হিসেবে নয়, বরং অনেকটা একজন শিষ্যসুলভ সহকারী হিসেবে। ১৯৪০-এর দশকের একটা দীর্ঘ সময় মান্না দে শচীন কর্তার ঘনিষ্ঠ সঙ্গী হয়ে কাজ করেছেন। গানের নোটেশন তৈরি করা, রিহার্সালে সাহায্য করা, শিল্পীদের গান ধরিয়ে দেওয়া।

শিল্পী ইন্দুবালা

বারবার সগর্বে বলেছেন,আমি রামবাগানের মেয়ে,নিষিদ্ধ পল্লীতে বড় হয়েছেন, কোনও দিন সেই সত্যকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন নি। দীর্ঘ পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে বাঙালির ঘরে ঘরে বাজত তাঁর গান। বেতারের নিয়মিত শিল্পী। সফল গায়িকা হিসেবে তাঁর নাম ছড়িয়েছে গোটা দেশে। ঢাকা থেকে গুজরাত, কিংবা মুম্বই থেকে দিল্লি; তাঁর ডাক পড়ত বিভিন্ন রাজ-দরবারে কিংবা জমিদারবাড়ির অনুষ্ঠানে। তাঁর রেকর্ডের চাহিদা ছিল সমগ্র দেশে জুড়ে। তবে তাঁর রক্তে নাটক তিনি একদিকে সংগীত সাম্রাজ্ঞী, অভিনেত্রী। পত্র-পত্রিকার নাট্য সমালোচকরা লিখলেন ইন্দুবালাকে তাঁরা গায়িকা বলে জানতেন, তবে স্বীকার করতে হবে তিনি বড় অভিনেত্রী। মা জননী তাঁকে গড়তে চেয়েছিলেন, গহরজানের আশ্চর্য ভালবাসা পেয়েছেন ইন্দুবালা,বিনা পারিশ্রমিকে শেখাতে লাগলেন সংগীত কলার সব রহস্য। তিনি ইন্দুর সখী আবার গুরু। ইন্দুবালার মাতা রাজমালা রামবাগানের মেয়েদের নিয়ে ১৯২০ সালে গড়েছিলেন 'রামবাগান নারী সমিতি ' তারা বঙ্গীয় রিলিফ কমিটির দুই কর্ণধার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও পি চ্যাটার্জির হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দিলেন। ওই সময়ে সোনাগাছির মেয়েরা 'ভিখারিণী' নামের একটি থিয়েটার দল গড়ে বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য 'রিজিয়া' নামের নাটক করে। তারপর স্টার থিয়েটার ভাড়া নিয়ে রামবাগান নারী সমিতি পরিচালিত 'কাঙ্গালিনী থিয়েটার 'শুরু হয়। এই সময় নারী সমিতির কাজে ইন্দুবালা নিজেও এগিয়ে এসেছিলেন। বন্যার প্রকোপ একদিন কমল 'কাঙ্গালিনী থিয়েটার 'উঠে গেলেও ইন্দুবালার মাতা রাজবালার উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত হল 'ফিমেল কালী থিয়েটার'। মা-মেয়ে একই দলে অভিনয় করেন।সর্বোপরি মহিলা পরিচালিত হিসেবে জনপ্রিয় হল তা নয় দলটি পেশাদারী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। দুই বছরের আয়ুর দলটির ১২টি নাটক প্রদর্শিত হয় প্রতিটিতে ইন্দুবালা অভিনয়,নাচ গানে অংশ নিয়েছেন। তবে এসব করতে গিয়ে ইন্দুবালার মায়ের অনেক আর্থিক ক্ষতি হয়, তিনি নতুন করে থিয়েটার না করতে চাইলেও মেয়ে থিয়েটারকে প্রচণ্ড ভালবেসে ফেললেন। ইন্দুবালার ইচ্ছা স্টারের শিল্পী মহলে নাম থাকবে, অনেকেই তাঁর অভিনয় দেখবেন। সে সুযোগ এল স্টারের অন্যতম ডিরেক্টর কুমারকৃষ্ণ মিত্র ইন্দুবালার গান শুনে মুগ্ধ। স্টারে যোগ দিয়ে ইন্দুবালা শুধু গান গাইতেন। থিয়েটার ছাড়লেন তবে গানে গানে ভরে উঠলেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

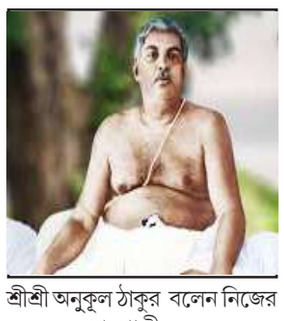

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি তিনি দিয়েছিলেন। মা'ই তার উপায় বলে দেবেন। অধর্মের পরাজয় সুনিশ্চিত। ধর্ম সব সময়ে জয়ী হয়। অধর্মের পরাজয় ঘটে।

বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি। মা সারদা হচ্ছেন শক্তি। সেই কারণে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা সারদা পুজো করে থাকেন। বেলুড় মঠে কুমারী পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। কারণ হচ্ছে মাতৃপুজো।

৮৪-তম 'আজাদ হিন্দ দিবস'

রবীন্দ্রকুমার শীল

প্রতি বছর ২১ অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়ে থাকে। ১৯৪২ সালে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। এর একটি বছর পরেই এই বাহিনীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস। ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল জাপান, ক্রোয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, জার্মানি এবং বার্মার মতো কয়েকটি দেশ। ব্রিটিশ অধীনতা থেকে ভারতকে মুক্ত করতে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠিত হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ চলার আগেই। আজাদ হিন্দ বাহিনী তৈরি করার বহু ইতিহাস রয়েছে। এই সব ইতিহাসকে খুঁজে বের করার খুবই প্রয়োজন রয়েছে। আজাদ হিন্দ বাহিনী তৈরির পরিকল্পনা নিয়ে বহু গোপন বৈঠক হয়েছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকারী নেতাদের নিয়ে। বহু কাল ধরে এই গোপন আলাপ আলোচনা চলছিল। সেই আলাপ আলোচনায় সঙ্গে যুক্ত ছিলেন রাসবিহারী বোস এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস। তাঁরা তখন ভারতে রয়েছেন। এদিকে ১৯১৫ সালে রাসবিহারী বোস জাপান পালিয়ে গেলেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন লর্ড হার্জিঞ্জকে হত্যার মূল পরিকল্পনাকারীকে ব্রিটিশ গোয়েন্দারা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে তারা বসন্ত বিশ্বাসকে গ্রেফতার করে ফেলেছে। তারপরে তাদের নির্মম অত্যাচার করে অমানবিক জেরা করে খানিকাট আভাসে রাসবিহারী বোসের নামটা খুঁজে পায়। কিন্তু রাসবিহারী বোস যে যুক্ত ছিলেন তার কোনও তথ্য তাদের কাছে ছিল না। কিন্তু ব্রিটিশ পুলিশ কর্তারা গোয়েন্দাদের ওপরে চাপ দিতে থাকে রাসবিহারী বোসকে খুঁজে বের করে তাঁকে গ্রেফতার করার। কোথাও রাসবিহারী বোস? একেবারে হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে গিয়েছেন। এবারে রাসবিহারী বোস পরিস্কার বুঝতে পারলেন ভারতে থাকাটা তাঁর পক্ষে একেবারে নিরাপদ নয়। সেই কারণে তিনি সেই কারণে গোপনে ক্যাপ্টেন মোহন সিংসহ বেশ কয়েকজন নেতার সঙ্গে কথা বললেন। তাঁরা উপদেশ দিলেন গা ঢাকা দিয়ে জাপানে চলে আসতে। জাপান একবার চলে আসলে তাঁর জীবন রক্ষা পাওয়া সম্ভব এবং ইণ্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেস লিগ পরিচালনা করার জন্য এখনই প্রয়োজন দক্ষ কারিগরের। এতদিন ধরে অতি গোপনে যে বাহিনী তৈরি করার পরিকল্পনা ভারতের মাটি থেকে রচিত হচ্ছিল তা এখন স্বার্থক রূপ পেতে চলল। রাসবিহারী বোস জাপান পালিয়ে গেলেন। সুভাষচন্দ্র বোস পরে যাবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে জাপান হঠাৎ করে না গিয়ে তার আগে তিনি জার্মানের হিটলারের সঙ্গে কথা বলা বলবেন। হিটলার কতখানি এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে সেটা জানার খুবই প্রয়োজন। সেই কারণে সুভাষ চন্দ্র বোস আগে জাপান না গিয়ে তিনি গোপনে জার্মানে গিয়ে উপস্থিত হন। হিটলারের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। হিটলার তাঁকে পরিস্কার করে বলে দিয়েছিলেন যে এত দূর থেকে জার্মান কোনও রকমভাবে ভারতের স্বাধীনতার

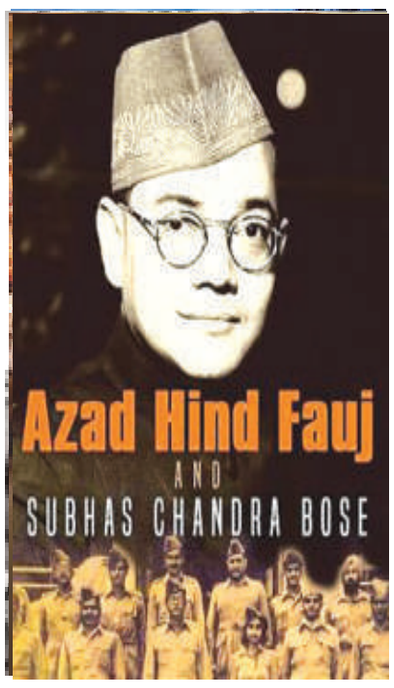

ব্যাপারে সহযোগিতা করতে পারবে না। একমাত্র তাদের মিত্র দেশ জাপান ভারতের খুবই কাছে। জাপান এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতে পারে। ইতিমধ্যে জাপানে তৈরি হয়ে গিয়েছে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেন্ডেস লিগ। ক্যাপ্টেন মোহন সিং তখন জাপানীদের হাতে বন্দি ভারতীয় সেনাদের সংগ্রহ করে বাহিনী তৈরি করে ফেলেছেন। তাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন রাসবিহারী বোস। রাসবিহারী বোস অতি দক্ষতার সঙ্গে আজাদ হিন্দ বাহিনীকে শক্তিশালী বাহিনী পরিচালনা করতে থাকলেন। জাপান সরকার তাঁকে 'অর্ডার অব দ্য রাইজিং সান' সম্মানে ভূষিত করে। তিনি ১৯৪২ সালে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেন্ডেস লিগ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এটি পরে আজাদ হিন্দ বাহিনী নামে পরিচিতি লাভ করে। তারপরে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪২ সালে ক্যাপ্টেন জেনারেল মোহন সিং সিঙ্গাপুরে প্রথম এই বাহিনী তৈরি করেছিলেন। পরে এটি ভেঙে দিয়ে রাসবিহারী বোস আজাদ হিন্দ হিন্দ বাহিনী নাম দিয়ে এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এর পরে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস জাপানে উপস্থিত হয়েই আজাদ হিন্দ বাহিনীর দায়িত্বভার গ্রহণ করার পাশাপাশি 'আদাজ হিন্দ সরকার' প্রতিষ্ঠা করেন। জাপান যেসব অঞ্চলগুলি ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল সেই সব স্থানগুলি আজাদ হিন্দ বাহিনীর হাতে তুলেন দেয়। তার ফলে নেতাজি আাজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা করলেন ২১ অক্টোবর। এবারে ২০২২ সালে ২১ অক্টোবর সেই সরকারের ৮০ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হচ্ছে। দিল্লির কর্তব্য পথে (আগে রাজপথ নামে পরিচিত) সেখানে নেতাজি যে নতুন মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সেখানেও নেতাজির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হচ্ছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। কলকাতায় আজাদ হিন্দ বাহিনী স্মৃতি স্তম্ভেও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আদাজ হিন্দ সরকারের মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল তার বিবরণ দেওয়া হল। মন্ত্রীসভার প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপ্রধান এবং যুদ্ধ মন্ত্রী সুভাষচন্দ্র বসু। অর্থমন্ত্রী হন লেফটেন্যান্ট কর্ণেল এসি চ্যাট্টার্জি। মহিলা সংস্থার মন্ত্রী ডাঃ ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সায়গল। মন্ত্রী পদমর্যাদার সচিব শ্রী এ এম সহায়, প্রচার মন্ত্রী এস এস আয়ার, আইএনএর প্রতিনিধি লেফটেন্যান্ট কর্ণেল জে কে ভোঁসলে, আইএনএর প্রতিনিধি লেফটেন্যান্ট কর্ণেল লোগানাথন, আইএনএর প্রতিনিধি লেঃ কর্ণেল এহসান কাদির, আইএনএর প্রতিনিধি লেঃ কর্ণেল এনএস ভগত, আইএনএর প্রতিনিধি এম জেড কিয়ানি, আইএনএর প্রতিনিধি লেঃ কর্ণেল শাহ নেওয়াজ খান, আইএনএর প্রতিনিধি গুলজারা সিং, সর্ব্বোচ উপদেষ্টা রাস বিহারী বোস, বার্মার উপদেষ্টা করিম জিয়ানি, থ্যাইল্যাণ্ড উপদেষ্টা দেবনাথ দাস, থাইল্যাণ্ড থেকে উপদেষ্টা সর্দার ইশার সিং, হংকং থেকে উপদেষ্টা ডিএম খান, সিঙ্গাপুর থেকে উপদেষ্টা একজন ইয়েলাপ্পা, সিঙ্গাপুর থেকে উপদষ্টো এ এন সায়গল। এই সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল বেশ কয়েকটি দেশ। যার ফলে ইংরেজ সরকার বিব্রত বোধ করতে থাকে। মালয়, থ্যাইল্যণ্ড এবং বার্মার বহু ভারতীয়রা অর্থ দিয়ে এই সরকারকে সাহায্য করতে শুরু করে। আজাদ হিন্দ বাহিনীর নিজস্ব গুপ্তচর সংস্থা ছিল। তাদের কাজ ছিল ব্রিটিশ সরকার আজাদ হিন্দ সরকার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন এখন ঠিক কোন অবস্থায় রয়েছে তার খোঁজ নেই পাশাপাশি ব্রিটিশ সেনা বাহিনীর সদস্যরা কোথায় কোথায় ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে তার খোঁজ নেই। এ ব্যাপারে বিস্তারিতভবে তথ্য দিয়ে গবেষণামূলক বই রচনা করেছেন ডক্টর তখন চট্টোপাধ্যায় (ডিলিট, আইপিএস) তাঁর 'আইএনএ অ্যাণ্ড সিক্রেট সার্ভিস'। আজাদ হিন্দ বাহিনী তৈরি একটি দিনে গড়ে ওঠেনি। এর সূত্রপাত হয়েছিল ১৯২০ সাল থেকে। প্রথম দিকে 'ইণ্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লিগ' একটি রাজনৈতিক সংগঠন ছিল। ভারতীয় প্রবাসীরা এই সংগঠনটিকে পরিচালনা করতেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন কেপি মেনন, নেদিয়া রাঘবন, প্রীতম সিং, এসসি গোহোসহ আরও অনেকে। এঁনাদের কাজ ছিল প্রবাসী ভারতীয়দের একত্রিত করে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করা এবং পাশাপাশি জাপানি দখলদারী ভারতীয় সেনাদের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করে একটি শক্তিশালী সেনা বাহিনী প্রস্তুত করা। টোকিওতে ভারতীয় স্বাধীনতা লিগের প্রতিনিধিদেব আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। সেখানে বিস্তারিত আলোচনা হলেও তারপরে ব্যাংককে দ্বিতীয় সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল যে ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে এটিকে যুক্ত থাকতে হবে। ১৯৪৩ সালে টোকিওতে বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে সুভাষ চন্দ্র বসুকে আজাদ হিন্দ এর অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে নেতাজিকে গ্রহণ করা হয়। ১৯৪৫ সালে প্রীতম সিং ভারতীয় স্বাধীনতা লিগ এবং ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমান ভারত সরকার সহ বেশ কয়েকজন ইতিহাসবিদেরা বলেছেন যে স্বাধীন ভারতে প্রথম প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। কারণ আজাদ হিন্দ সরকার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছিল। ব্রিটিশ এই সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি।

পুজো শেষ, কিন্তু তার রেশ থাকবে

নির্মল মুখোপাধ্যায়

পূজো শেষের রেশ।। পূজো। পূজো। পূজো। কত আশা! কত পথ চাওয়া! কত পরিকল্পনা! অবশেষে

পূজো এসে যাওয়া। এসে যাওয়া রাশি রাশি হাসিঞ্চ। রাশি রাশি আনন্দ। মাকে নানান রূপে, নানান সজ্জায় দেখে দেখে মন ভরানো। সবাই মিলে বাড়িতে ও বাইরের সুখাদ্যে তৃপ্তির ঢেঁকুর। পূজোয় নতুন নতুন বেশ। আয়নায় নিজেকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখা। নিজেকেই বাহবা। বাঞ্ছ! লাগছে বেশ। মায়ের পায়ে পূজো দিয়ে অনাবিল আনন্দের রেশ। চারিদিকে আলোর রোশনাই। যেন সব অন্ধকার, সব মালিন্য ঘুচে গিয়েছে, মা এসেছেন তাইই। অবশেষে পূজো শেষ। মায়ের ফিরে যাওয়া কৈলাশে। আমাদের ফিরে যাওয়া নিজের নিজের কাজে। নতুন উদ্যম, নতুন মনকে সঙ্গী সাথী করে। পূজোয় ক'টা দিনের আনন্দ আমাদের সবার জীবনে সঞ্জীবনী। সোনার কাঠির পরশে নতুন করে জেগে ওঠা। মা, আবার এসো মা। আমাদের পূজো আবার গ্রহণ কর। আমাদের নিরানন্দ ঘুচিও। আমাদের বাঁচিও মা বাঁচিও। মোদ্দা কথা, পূজো আর আনন্দ যেন সমার্থক। ছোট বড়ো, ধনী দরিদ্র, অভাব আর উপছে পড়া বিত্তের সাথে টইটুম্বুর ভাব সবার আনন্দের খনি এ পূজোর। তবু কিন্তু অন্তরের গভীরে একটা কথা খচ্ খচ্ করে লাগেই। পূজো মানে কি সবার আনন্দ? সত্যিই কি সবার?

ওই যে বৃদ্ধ ঢাকি পূজোর আগে থেকেই ক'টা দিন চার প্রহর এক করে ঢাকের বোলে মাকে আনন্দ দিয়েছে, সবাইকে কোমর দুলিয়েছে, অনেক আশা, অনেক ভালোবাসার প্রত্যাশায়। এবার পূজোয় পূজোর বাবুরা নতুন একটা জামা নিশ্চয়ই দেবে। আগের মতো ঢাকের বোলে দোল দোলানো বাবুরা দু হাত খুলে বকশিশ দেবে, পূজোর পরে উদ্বৃত্ত ফলমূল মিষ্টি বাড়িতে নিয়ে যাবে। রুগ্ন ছেলেটার মুখে তুলে দেবে। কথা দিয়ে এসেছিল ঢাক বাজিয়ে অনেক টাকা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে গিন্নী আর বৌমাকে দু'খানা শাড়ী কিনে দেবে। কুঁড়ে ঘরের ফাটা ফুটো চাল টাকে এবার সত্যি সত্যিই সারাতে পারবে। পূজোর পরে ঢাকী বিদায় পর্বে বাড়ী বাড়ী, ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে ঘুরে অনেক পুরোনো শাড়ি,অনেক জামা কাপড় পাবে। বাড়ির সবাই পরে বাঁচবে। হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় একটু গরমের ওম্ ওরা পাবে। কিন্তু হায়! এ সব কোথায়? এখন তো অনেক বাবুদের দরজাই খোলে না। খুললেও কমই জোটে এটা সেটা। জোটে কিন্তু মুখ ঝামটা। ছুটির আমেজ যে ডাকাডাকি, হাকা হাঁকিতে নষ্ট । আর জামা কাপড় ? সে গুড়ে বালি। সামান্য কয়েকটা, ছেঁড়া ফাটা জুটেছে ফাটা কপালে। তাই আনন্দ নয়, রাশি রাশি ভাবনা কে সাথে নিয়ে ঢাকি। পিঠের ঢাক আর ক্লান্ত মনকে টেনে টেনে বাড়ির পথে। আর ওই ছোট্ট ছেলেটি? যে সমানে পাল্লা দিয়ে কাঁসর বাজিয়েছে ছেঁড়া প্যান্ট আর তাপ্পি মারা জামা গায়ে দিয়ে। তার আশে পাশে মন্ডপে আনন্দের ঢল। সমবয়সী ছেলেগুলো রঙ বাহারী পোষাকে ঝলমল।

পাণ্ডুকার সাবেকি দুর্গা পূজা

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ পাড়া থানার পাণ্ডুকা গ্রামে বানেশ্বর ব্যানার্জীর প্রতিষ্ঠিত ১০৯ বছরের দুর্গা পূজা পারিবারিক হলেও,গ্রামের সমস্ত মানুষ যুক্ত যুক্ত থাকে পূজার সঙ্গে এবং এটি এক ব্যতিক্রমী পূজা।

এখানে সন্ধির বলি হয় 'ডাকে বসা ' নামে এক অভিনব পদ্ধতিতে। সন্ধিক্ষণের ঘণ্টা খানেক আগে গ্রামের বহু মানুষ নডিহা নামো পাড়া দুর্গা মন্দির থেকে পাণ্ডুকা দুর্গা মন্দির পর্যন্ত কুড়ি টি স্পটে, প্রতি স্পটে তিন চার পাঁচ জন করে ডাক দেওয়ার নির্দেশ দিতেই অপেক্ষমান ব্যক্তিরা একযোগে 'হো---হো ---' করে চিৎকার করতেই পাণ্ডুকায় বলিদান সম্পন্ন হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে ঢাক ঢোল কাঁসর বেজে ওঠে। দিগম্বরী নাচ শুরু হয়।

এই মন্দিরে একটি 'মেড়' এ ই দুর্গা সহ অন্যান্য দেব দেবীর মূর্তি তৈরি করা হয়।আর সেই 'মেড় 'গ্রামের মানুষ কাঁধে করে ভাসানের জন্য পুকুরে নিয়ে যায়।এই ভাসান উপলক্ষে সেখানে মেলা ও বসে।

অত্যন্ত সজাগ থেকে ডাকের অপেক্ষায় থাকে।নডিহার ঐ মন্দিরে একটি তামার জলভরা পাত্রে একটি তামার পাত ভাসতে থাকে। ঠিক সন্ধিক্ষণে ঐ পাতটি জলে ডুববার প্রাক্কালে মন্দির থেকে মেলায় নাচ গান ইত্যাদি নানারকম ছোটোখাটো অনুষ্ঠান হয়। মেলায় পার্শ্ববর্তী নতুনডি, চামরুবেড়া, পিঠাজোড়, ঠাকুরডি ইত্যাদি গ্রামের মানুষ সোৎসাহে অংশগ্রহণ করে। সন্ধ্যার পর শেষ হয় বিসর্জন পর্ব।

পরিবেশ বান্ধব প্রতিমা নিরঞ্জন 'উৎসব হোক, নদীও বাঁচুক'

ড. পার্থ প্রতিম বিশ্বাস

পরিবেশবান্ধব প্রতিমা নিরঞ্জন ঃ উৎসব হোক, নদীও বাঁচুক। দুর্গা পুজো কেবল ভক্তি ও আনন্দের উৎসব নয়; এটি বাংলার সামাজিক, শৈল্পিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যতম বৃহত্তম প্রকাশ। তবে প্রতিমা বিসর্জনের পর গঙ্গা ও অন্যান্য জলাশয়ের ওপর যে দূষণের বোঝা পড়ে, তা উৎসবের আনন্দের পাশাপাশি এক গুরুতর পরিবেশগত প্রশ্নও তোলে। রাসায়নিক রং, প্লাস্টার অফ প্যারিস, থার্মোকল, প্লাস্টিক অলংকার এবং পূজার বর্জ্য সরাসরি জলে ছেড়ে দিলে নদীর জীবনধারা দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্তমানে প্রধান চ্যালেঞ্জ হল গ্রিন ইমার্সন বা পরিবেশবান্ধব প্রতিমা নিরঞ্জনের নির্দেশিকা এবং তার বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে থাকা ফাঁক।

দূষণের উৎস ঃ প্রতিমা রাঙাতে ব্যবহৃত সস্তা রাসায়নিক রঙে প্রায়ই সীসা, ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম ও পারদের মতো ভারী ধাতু থাকে।

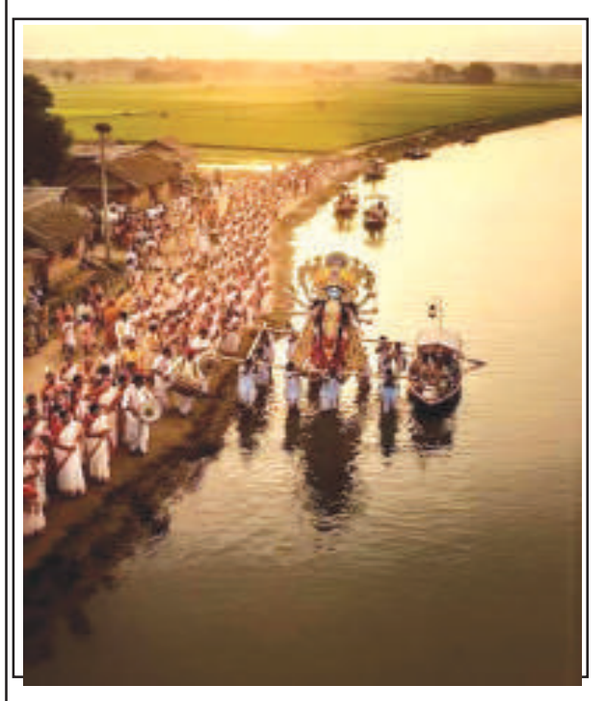

এছাড়া প্লাস্টার অফ প্যারিস বা ফাইবারগ্লাসের প্রতিমা জলে সহজে দ্রবীভূত হয় না; সেগুলি নদীর তলদেশে জমে জলপ্রবাহে বাধা দেয় এবং তলদেশবাসী প্রাণীদের আবাসস্থলের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। প্রতিমার অলংকার, থার্মোকল, প্লাস্টিক সজ্জা, কাপড়, ফুল ও পাতা প্রতিমার সঙ্গে জলে ফেলা হলে সেগুলির পচনে দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যায়। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের নির্দেশিকায়ও বিসর্জনের আগে প্লাস্টিক ও কাগজের সজ্জা সরিয়ে নেওয়া এবং জৈব-বিয়োজ্য উপকরণ আলাদাভাবে সংগ্রহ করার কথা বলা হয়েছে।

জলজ বাস্তুতন্ত্র, মৎস্যসম্পদ ও মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ঃ ভারী ধাতু জলে মিশে জলের দ্মছ বদলে দিতে পারে এবং দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা উল্লেখযোগ্য ভাবে কমিয়ে দিতে পারে। হুগলি নদীর একটি গবেষণায় দেখা গেছে, বিসর্জনের পর সীসার ঘনত্ব প্রায় তিনগুণ বেড়ে ১.১৪ মিগ্রা/লিটারে পৌঁছেছে, যেখানে বিসর্জনের আগে তা ছিল ০.৪১ মিগ্রা/লিটার। বীরভূমের ময়ূরাক্ষী নদীতেও প্রতিমা বিসর্জনের পর জল ও পলিতে ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম ও সীসার ঘনত্ব বৃদ্ধি এবং জলের গুণমানের অবনতি দেখা গেছে।

সীসা স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি করে এবং রক্ত উৎপাদনে বাধা দেয়। ক্যাডমিয়াম কিডনি ও হাড়ের ক্ষতি করতে পারে। ক্রোমিয়াম ও পারদ জীবদেহে জৈবভাবে জমতে পারে এবং খাদ্যশৃঙ্খলে প্রবেশ করে মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য বিভিন্ন ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। মাছের শ্বসন, প্রজনন ও বেঁচে থাকার ক্ষমতায় চাপ পড়ে। জলের অম্লত্ব, দ্রবীভূত অক্সিজেন ও পুষ্টি-ভারসাম্যও বদলে যেতে পারে।

নদীর জীবনের ক্ষতি ঃ রাস

অণ্ডাল মোড় ফ্লাইওভারে উল্টে গেল স্করপিও গাড়ি, আহত ছয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ২৩ অক্টোবর ঃ পশ্চিম বর্ধমান জেলার অণ্ডালে ফ্লাইওভারে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি স্করপিও গাড়ি উল্টে যাওয়ার ঘটনায় ছয়জন যাত্রী আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে চারজনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। বৃহস্পতিবার ভোরের দিকে অণ্ডাল মোড় ফ্লাইওভারের ওপরে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার ভোরের দিকে আনুমানিক সাড়ে তিনটে নাগাদ একটি স্করপিও গাড়ি অণ্ডাল মোড় ফ্লাইওভার দিয়ে যাওয়ার সময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এর ফলে গাড়িটি সজোরে উল্টে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। গাড়িতে থাকা ছয়জন যাত্রীই এই দুর্ঘটনায় আঘাত পান। ঘটনার খবর পেয়ে অণ্ডাল থানা ও ট্রাফিক পুলিশের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ চালায়। সমস্ত আহতদের উদ্ধার করে সঙ্গে সঙ্গে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে তাঁদের চিকিৎসা শুরু হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, আহতদের মধ্যে চারজনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাঁদের কড়া পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। বাকি দু'জন সামান্য আহত হয়েছেন। তবে তাৎক্ষণিকভাবে আহতদের পরিচয় জানা যায়নি। পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

পুরুলিয়া মেডিক্যাল কলেজের নোংরা পরিবেশ দেখে ক্ষুব্ধ সাংসদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ২৩ অক্টোবর ঃ পুরুলিয়া মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সামগ্রিক অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশ দেখে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করলেন স্থানীয় সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। বুধবার রাতে আচমকাই হাসপাতাল পরিদর্শনে যান তিনি। আর সেখানে গিয়ে হাসপাতালের চারপাশের বেহাল দশা এবং যত্রতত্র আবর্জনার স্তূপ দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন সাংসদ। হাসপাতাল চত্বর থেকেই সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে ফোন করে পুরো পরিস্থিতির কথা জানান তিনি। জানা গেছে, বুধবার রাতে পরিদর্শনের সময় পুরুলিয়া মেডিক্যাল কলেজের বিভিন্ন ওয়ার্ড ও চত্বরে আবর্জনা পড়ে থাকতে দেখেন সাংসদ। পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার এমন বেহাল অবস্থা দেখে তিনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এ দিন হাসপাতাল চত্বর থেকেই সরাসরি স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে ফোন করে এখানকার অব্যবস্থার কথা জানান জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। পরিদর্শন শেষে সাংসদ অভিযোগ করেন, বর্তমান সরকারকে ইচ্ছাকৃতভাবে বদনাম করার জন্যই পূর্বতন সরকারের আমলের কিছু আধিকারিক এই ধরনের চরম গাফিলতি চালিয়ে যাচ্ছেন। হাসপাতালের মতো সংবেদনশীল জায়গায় এমন অপরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যের সঙ্গে আপস কোনোভাবেই বরদাস্ত করা যায় না বলে মন্তব্য করেন তিনি। অবিলম্বে এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত এবং দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে দোষী আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের জোর দাবি জানিয়েছেন সাংসদ।

জঙ্গলমহল জুড়ে 'ভুয়াং' নাচের সুর, দশমীতে ঐতিহ্যের বর্ণময় মুহূর্ত বাঁকুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৩ অক্টোবর ঃ ঢাকের তালে দেবী বন্দনার মাঝেই জঙ্গলমহলের পথে পথে ভেসে আসে অন্য এক সুর। মাথায় পাগড়ি, তাতে ময়ূরের পালক, পায়ে ঘুঙুর আর হাতে ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র।

তালে তালে নাচতে নাচতে গ্রামের পথে পথে ঘুরছেন আদিবাসী পুরুষরা। এই নাচের নাম ভুয়াং নাচ, যা দাঁশাই পরবের সঙ্গে জড়িত এক বিশেষ লোকসংস্কৃতি। আবার নাচকে দাঁশাই নাচও বলা হয়। দুর্গাপুজোর সময় বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের আদিবাসী গ্রামগুলিতে দেখা যায় এই বিরল ঐতিহ্যের ছবি। ভুয়াং, কাঁসর, ঘণ্টা, বাঁশি, কেঁদরী- সহ নানা বাদ্যযন্ত্রের সুরে গান গেয়ে, নাচতে নাচতে গ্রামের পথে পরিক্রমা করেন শিল্পীরা। তাদের পোশাক, মাথার সাজ আর নাচের ছন্দে ফুটে ওঠে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বয়ে চলা আদিবাসী সংস্কৃতির পরিচয়। সাঁওতাল সমাজের দাঁশাই পরবের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে হুদুড় দুর্গা ঘিরে এক বিশেষ লোকবিশ্বাস। এই বিশ্বাসের একটি ধারায় হুদুড় দুর্গাকে তাদের পূর্বপুরুষ ও শক্তিশালী রাজা হিসেবে স্মরণ করা হয়। সেই কাহিনিতে দুর্গাপুজোর সময়ের নাচ-গান শুধুই উৎসব নয়, বরং হারানোর বেদনা ও স্মরণ করারও এক মাধ্যম। তবে এই পরবের উৎপত্তি ও তাৎপর্য নিয়ে ভিন্নমত রয়েছে। লোকসংস্কৃতি গবেষকদের মতে, দাঁশাই নাচ ও ভুয়াং নাচের মধ্যে আঞ্চলিক পার্থক্যও রয়েছে। দক্ষিণ বাঁকুড়া সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ভুয়াং বাদ্যযন্ত্রকে কেন্দ্র করে পুরুষদের দলবদ্ধ এই দাঁশাই নাচের বিশেষ ঐতিহ্য দেখা যায়। সময়ের সঙ্গে বদলেছে উৎসবের ধরন, বদলেছে মানুষের জীবনযাত্রা। শহরের রাস্তায় আগের মতো এই নাচ চোখে না পড়লেও জঙ্গলমহলের বহু আদিবাসী গ্রামে আজও বেঁচে রয়েছে এই পরম্পরা।

২২.১০.২০২৬ তারিখে শালিমার স্টেশনে আয়োজিত রেল জন সংবাদ-এর সময় দক্ষিণ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার অনিল কুমার জৈন যাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় করছেন।

মেট্রো রেলওয়েতে 'রেল জন সংবাদ'-এর আয়োজন

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর ঃ ২২ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে মেট্রো রেলওয়ে

বিভিন্ন স্টেশনে 'রেল জন সংবাদ'-এর আয়োজন করেছে। এই কর্মসূচিতে যাত্রীরা মেট্রোর ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং মেট্রোর পরিচ্ছন্নতা, পরিষেবা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিয়ে নিজেদের মতামত তুলে ধরেন। তরুণ যাত্রীদের এই ক্যাম্পগুলিতে অত্যন্ত উসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে। মেট্রোর ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা এই ক্যাম্পগুলিতে উপস্থিত থেকে যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁরা যাত্রীদের আশ্বস্ত করেন যে, প্রাপ্ত সমস্ত পরামর্শ যথাযথ সময়ে খতিয়ে দেখা হবে এবং বাস্তবসম্মত হলে তা কার্যকর করা হবে।

থানা মোড়ে বর্ণাঢ্য প্রতিযোগিতা সদরঘাটে কড়া নিরাপত্তায় প্রতিমা নিরঞ্জন

আত্রেয়ীকে ঘিরে রানি ভবানী ও রানি রাসমণির আগমনের জনশ্রুতি ঘিরে শহরের ঐতিহ্যও আলোচনায়

রতন দে, বালুরঘাট, ২৩ অক্টোবর ঃ আত্রেয়ী নদীকে ঘিরে বালুরঘাটের ইতিহাসে জড়িয়ে রয়েছে নানা জনশ্রুতি। কথিত আছে অবিভক্ত বাংলার নাটোরের রানি

ভবানী বজরায় চেপে আত্রেয়ী নদীপথে একাধিকবার বালুরঘাটে এসেছিলেন। পবিত্র আত্রেয়ীতে স্নান করে ঘটের জল নিয়ে তিনি শহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বুড়াকালী মাকে পুজো দিতেন বলে প্রচলিত রয়েছে। একইভাবে রানি রাসমণিও বজরায় চেপে বালুরঘাটে এসে বুড়াকালী মাকে দর্শন ও পুজো দিয়েছিলেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। এই লোককথার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আত্রেয়ী নদী ও বুড়াকালী মন্দিরকে ঘিরে এলাকার ধর্মীয় বিশ্বাস ও ঐতিহ্য। বিজয়া দশমীতে সেই আত্রেয়ীর সদরঘাটে প্রতিমা নিরঞ্জন এবং শহরের থানা মোড়ে সাংসদ শোভাযাত্রা প্রতিযোগিতাকে ঘিরে উৎসবের আমেজে মেতে উঠলেন বালুরঘাটের বাসিন্দারা। বুধবার কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের উদ্যোগে থানা মোড়ে আয়োজিত হয় সাংসদ শোভাযাত্রা প্রতিযোগিতা ২০২৬। বালুরঘাট শহর ও সংলগ্ন এলাকার বিভিন্ন পুজো কমিটি প্রতিমা নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ঢাকের বাদ্যি ও বর্ণাঢ্য সাজসজ্জার পাশাপাশি প্রতিমার বৈচিত্র্য দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করে। সকাল থেকেই রাস্তার দুপাশে ভিড় জমাতে থাকেন শহর ও আশপাশের এলাকার মানুষ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জনসমাগম বাড়তে থাকে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সুকান্ত মজুমদার তাঁর স্ত্রী ও দুই কন্যা এবং বালুরঘাটের বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্বরূপ চৌধুরী অজয় সরকার-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। সাংসদ ফুল ছিটিয়ে ও চকোলেট বিতরণ করে উপস্থিত মানুষকে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানান। অন্যদিকে প্রতিমা নিরঞ্জন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে বিশেষ ব্যবস্থা নেয় জেলা প্রশাসন ও বালুরঘাট পৌরসভা। কল্যাণী হল সংলগ্ন আত্রেয়ী নদীর সদরঘাটে নিরঞ্জনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি রাখা হয়। হাইড্রোলিক ব্যবস্থার সাহায্যে প্রতিমা নিরঞ্জনের ব্যবস্থা করা হয় বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। ঘাটে ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও সম্ভাব্য দুর্ঘটনা এড়াতে মোতায়েন ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশের কর্মীরা। নদীর ঘাটে নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি দর্শনার্থীদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থাও রাখা হয়। জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত পরিষেবা দিতে প্রস্তুত ছিলেন সংশ্লিষ্ট কর্মীরা। প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়া প্রতিমাগুলি ধাপে ধাপে সদরঘাটে পৌঁছায়। পুলিশ ও প্রশাসনের নজরদারিতে চলে নিরঞ্জন পর্ব। জেলা প্রশাসন পৌরসভা ও পুলিশের সমন্বয়ে শোভাযাত্রা থেকে বিসর্জন পর্যন্ত গোটা প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্যোগ নেওয়া হয়। একদিকে থানা মোড়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অন্যদিকে আত্রেয়ীর সদরঘাটে প্রতিমা নিরঞ্জন- বিজয়া দশমীতে দুই আয়োজন ঘিরে দিনভর সরগরম ছিল বালুরঘাট। আর আত্রেয়ীকে ঘিরে রানি ভবানী ও রানি রাসমণির আগমনের প্রচলিত জনশ্রুতি শহরের ইতিহাস ও লোক ঐতিহ্যের প্রসঙ্গকে নতুন করে সামনে নিয়ে আসে।

পুরস্কার দিতেই হবে, পুজোতে পুরস্কার না পেয়ে ভাঙচুর করলেন কয়েকজন যুবক

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৩ অক্টোবর ঃ মঙ্গলবার বিজয় দশমীর পর প্রতিমা নিরঞ্জন শেষে ধুলিয়ান পুরসভা এলাকায় আয়োজিত দুর্গাপুজোগুলোর প্রতিমা এবং পুজো মণ্ডপের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক গন্ডগোলের সৃষ্টি হল ধুলিয়ান কাঞ্চনতলা ঘাটে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান চলাকালীনই দর্শক আসনে চেয়ার ভাঙচুর করলেন একটি ক্লাবের কয়েকজন সদস্য। তাঁদের অভিযোগ পুরসভা কর্তৃপক্ষ এবং বিচারকরা ভালো পুজো উদ্যোক্তাদের বাদ দিয়ে নির্দিষ্ট কয়েকটি ক্লাবকে পুরস্কার 'পাইয়ে' দিয়েছেন। দর্শক আসনে ভাঙচুর চলাকালীন সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ প্রশাসনের একাধিক শীর্ষ আধিকারিক। যদিও গোটা ঘটনাটিকে অত্যন্ত 'ছোট' বলে দাবি করা হয়েছে প্রশাসনের তরফ থেকে। এই ঘটনায় বুধবার সকাল পর্যন্ত কেউ আটক বা গ্রেপ্তার হয়নি বলেই জানা গেছে। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি ধুলিয়ান পুরসভায় ক্ষমতা পালাবদলের পর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে জয়ী চেয়ারম্যান ইনজামামুল ইসলামকে অনাস্থা ভোটে পরাজিত করে ঋতব্রত তৃণমূল পন্থী আনোয়ার শাহদাত নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। অভিযোগ উঠেছে বিচারকদের মাধ্যমে ধুলিয়ান পুরসভা এলাকায় এবছর কয়েকটি ক্লাবকে বিজয়ীর পুরস্কার পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যা নাগাদ গঙ্গা নদী বক্ষে ভাসানের পর কাঞ্চনতলা ঘাটে ধুলিয়ান পুরসভা এলাকার আয়োজিত বিভিন্ন পুজো কমিটিকে বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কৃত করা হয়। সেরার সেরা প্রতিমার পুরস্কার পেয়েছে ধুলিয়ানের নবদিশা ক্লাব। সূত্রের খবর, এই বিভাগে এবার পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে অন্যতম দাবিদার ছিল ধুলিয়ান ঝঙ্কার ক্লাব। অভিযোগ উঠেছে, পুরস্কার না পেয়ে ওই ক্লাবের কিছু সদস্য দর্শক আসনে থাকা চেয়ার তুলে ফেলে ভাঙচুর চালাতে শুরু করেন। যদিও পুলিশ প্রশাসন দ্রুত হস্তক্ষেপ করায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়নি। পুরস্কার না পেয়ে ক্ষুব্ধ ঝঙ্কার ক্লাবের কয়েকজন সদস্য অভিযোগ করেন, টাকার বিনিময়ে এবং রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পক্ষপাতিত্ব ভাবে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, ধুলিয়ান পুরসভা আয়োজিত বিভিন্ন বিভাগে শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার দেওয়ার জন্য এবার পুরসভার প্রতিনিধি ছাড়াও এলাকার বিশিষ্ট কয়েকজন মানুষকে নিয়ে বিচারক মন্ডলী তৈরি করা হয়েছিল। তাঁরাই এবার কোন বিভাগে কে পুরস্কার পাবে তা নির্ধারণ করেছেন। ধুলিয়ান পুরসভার চেয়ারম্যান আনোয়ার শাহদাত বলেন, সকলেই চায় প্রতিযোগিতায় কোনও স্থান অধিকার করবেন, কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়। কিছু বাচ্চা ছেলে পুরস্কার না পেয়ে এই কাজ করেছে। আমরা তাঁদের বিরুদ্ধে কোথাও কোনও অভিযোগ করছি না। সামশেরগঞ্জের বিজেপি নেতা মিলন ঘোষ বলেন, ধুলিয়ানের কাঞ্চনতলা ঘাটে প্রতিমা নিরঞ্জনের এক আলাদা ঐতিহ্য রয়েছে। গতকাল প্রশাসন খুব ভালোভাবে সবকিছু সামলে দিয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক বিষয়ে সকলেই প্রথম হতে পারেন না, বিচারকরা বিচার করে বিভিন্ন বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারী নির্বাচন করেছেন। যারা পুরস্কার পায়নি তারা যেন হাল ছেড়ে না দেয়, আগামী বছরের জন্য চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, গতকাল রাতে দর্শক আসনে কিছু উত্তেজিত যুবক ভাঙচুর চালিয়েছে। তবে বিষয়টিকে আমরা বড় করে দেখছি না। তাঁরা উত্তেজনার বশে এই কাজ করে ফেলেছে। উৎসবের আবহে আমরা বিষয়টি নিয়ে আর এগোতে চাইছি না।

আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র রাখার পরামর্শ বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের, দুর্গাপুজোর মঞ্চ থেকে ঐক্যের বার্তা

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২৩ অক্টোবর ঃ দুর্গাপুজোর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র রাখার পরামর্শ দিয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠলেন পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্যে উঠে এল সনাতনী সমাজের আত্মরক্ষার প্রসঙ্গ। পাশাপাশি সমাজের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির অভাব নিয়েও সরব হন তিনি। দুর্গাপুজোর মঞ্চকে সামনে রেখে জাতপাত, অস্পৃশ্যতা এবং পারিবারিক বিভেদ ভুলে সকলকে একজোট হওয়ার আহ্বান জানান বিধায়ক। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে গোপাল চট্টোপাধ্যায় বলেন, দেবী দুর্গার দশ হাতে দশটি অস্ত্র রয়েছে। কিন্তু তাঁর অভিযোগ, সনাতনীদের ঘরে আত্মরক্ষার জন্য একটি লাঠিটুকুও নেই। তাঁর এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি এবং নিজেদের নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন তিনি। একই সঙ্গে অস্ত্র রাখার বিষয়টিকে সাম্প্রদায়িকতা বা হিংসার সঙ্গে এক করে দেখা উচিত নয় বলেও মন্তব্য করেন বিধায়ক। তাঁর বক্তব্যে আত্মরক্ষার প্রসঙ্গের পাশাপাশি বিশেষ গুরুত্ব পায় সামাজিক ঐক্যের বিষয়টি। বিধায়কের মতে, কোনও সমাজের শক্তি শুধু তার বাহ্যিক প্রস্তুতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, পারস্পরিক ঐক্য ও সংহতিও তার অন্যতম ভিত্তি। সনাতনী সমাজের মধ্যে বিভিন্ন কারণে যে বিভেদ তৈরি হয়েছে, তা কাটিয়ে ওঠার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন তিনি। দুর্গাপুজো বাঙালির অন্যতম বৃহৎ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসব। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে ধর্ম- বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের মিলন ঘটে। পুজোর আনন্দে শামিল হন বিভিন্ন শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের মানুষ। সেই উৎসবের মঞ্চ থেকেই জাতপাত, অস্পৃশ্যতা এবং পারিবারিক বিভেদের ঊর্ধ্বে উঠে একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দেন গোপাল চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে, নিজেদের মধ্যে বিভেদ বজায় রেখে বৃহত্তর সামাজিক ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব নয়। বিধায়কের বক্তব্যে আত্মরক্ষার প্রসঙ্গ যেমন গুরুত্ব

পেয়েছে, তেমনই সমাজের অভ্যন্তরীণ বিভেদ দূর করার আহ্বানও ছিল উল্লেখযোগ্য। দুর্গাপুজোর মতো মিলনোসবকে কাজে লাগিয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করা এবং সামাজিক সংহতি বাড়ানোর ওপর জোর দেন তিনি। সব মিলিয়ে, পূর্বস্থলীর দুর্গাপুজোর অনুষ্ঠানে গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যে উঠে এল দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়- আত্মরক্ষার প্রস্তুতি এবং সামাজিক ঐক্য। তবে অস্ত্র রাখার প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্যকে ঘিরে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়, সেদিকেও নজর থাকবে।

মালদায় বিজেপি কর্মীকে খুন, ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৩ অক্টোবর ঃ বিজয়া দশমীর রাতে মালদার ইংরেজবাজার থানার রামকেলি এলাকায় এক বিজেপি কর্মীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে এবং পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জে গুলি চালিয়ে নৃশংসভাবে খুনের অভিযোগ উঠল। নিহত ওই বিজেপি কর্মীর নাম সমীর ঘোষ (২৭)। এই ঘটনায় মোট আটজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে এবং পুলিশ অভিযুক্তদের মধ্যে রঞ্জন ঘোষ নামের এক তৃণমূল কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে। এই চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছ।য়িে পড়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাতে বিজয়া দশমীর আনন্দের মাঝেই এই হামলার ঘটনা ঘটে। মৃত সমীর ঘোষের ভাই বিবেক ঘোষের অভিযোগ, তাঁর দাদা সক্রিয়ভাবে বিজেপির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অন্যদিকে, অভিযুক্তরা শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক। বেশ কিছুদিন ধরেই দুই পক্ষের মধ্যে রাজনৈতিক ও স্থানীয় বিবাদ চলে আসছিল। সেই পুরোনো শত্রুতার জেরেই দশমীর রাতে চক্রান্ত করে সমীরের ওপর চড়াও হয় দুষ্কৃতীরা। ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে এলোপাথাড়ি কোপানোর পাশাপাশি মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য পরপর দু'রাউণ্ড গুলি চালানো হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে। এই সংঘর্ষে আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। তাঁদের দ্রুত উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, যেখানে তাঁদের চিকিসা চলছে। এদিকে, তৃণমূলের পক্ষ থেকে পাল্টা দাবি করা হয়েছে যে তাদের পরিবারের সদস্যদের ওপরও হামলা চালানো হয়েছে। এই ঘটনার পর থেকেই এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে উঠেছে। খবর পেয়ে ইংরেজবাজার থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনায় মোট আটজনের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ধৃত তৃণমূল কর্মী রঞ্জন ঘোষকে জেরা করার পাশাপাশি বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। ঘটনার নেপথ্যে ঠিক কী কারণ রয়েছে এবং কারা এর সঙ্গে সরাসরি জ।তি, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বিসর্জনে তরুণীর সঙ্গে অভব্য আচরণ, গ্রেফতার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্বস্থলী, ২৩ অক্টোবর ঃ দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রা চলাকালীন এক তরুণীর হাত ধরে টানাটানি করার অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল পূর্ব বর্ধমানের নাদনঘাট থানার অন্তর্গত দোল গোবিন্দপুর এলাকায়। অভিযোগের ভিত্তিতে সৌভিক দেবনাথ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে নাদনঘাট থানার পুলিশ। ধৃতকে বৃহস্পতিবার কালনা আদালতে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাতে দোল গোবিন্দপুর এলাকায় দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা চলছিল। সেই সময় বিশ্বজিত দেবনাথের মেয়ের হাত ধরে টানাটানি করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে সৌভিক দেবনাথের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয় বলে জানা গেছে। এরপর বিশ্বজিত দেবনাথ নাদনঘাট থানায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে। অভিযোগের ভিত্তিতে বুধবার রাতেই সৌভিক দেবনাথকে গ্রেফতার করে নাদনঘাট থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতকে কালনা আদালতে পেশ করা হয়। দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে ওঠা এই অভিযোগ ঘিরে এলাকায় চর্চা শুরু হয়েছে। তবে অভিযোগের সত্যতা এবং ঘটনার প্রকৃত পরিস্থিতি তদন্তের মাধ্যমেই স্পষ্ট হবে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ এখনও আদালতে প্রমাণিত হয়নি।

১০০০ মানুষের হাতে বস্ত্র তুলে দিলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২৩ অক্টোবর ঃ মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার নিয়ে বৃহস্পতিবার আরামবাগের আরান্ডি-২ নম্বর অঞ্চলের দক্ষিণ নারায়ণপুরে বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল। এই কর্মসূচিতে ১০০০ জন মানুষের হাতে বস্ত্র তুলে দেন আরামবাগের বিধায়ক হেমন্ত বাগ। মানুষের মুখে হাসি ফোটানো এবং অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ বলে জানান বিধায়ক। তাঁর কথায়, মানুষের মুখে হাসি ফোটানো এবং তাঁদের পাশে দাঁড়ানোই তাঁর পরম প্রাপ্তি। বিধায়ক হেমন্ত বাগ আরও জানান, সকলের ভালোবাসা ও আশীর্বাদকে পাথেয় করে আগামী দিনেও তিনি এভাবেই মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে চান। এই বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচির মাধ্যমে স্থানীয় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দেন আরামবাগের বিধায়ক।

PUBLIC NOTICE

It is hereby notified to the general public that we, Mr. Deepak Parashar and Mrs. Krishna Parashar, residents of Krishna Bhawan, 40A Narkeldanga Main Road, Phoolbagan, Kolkata – 700054, have severed all domestic, personal, and financial ties with our adult son, Mr. Keshav Parashar, and his wife, Mrs. Deeksha Sharma.

Owing to irreconcilable matrimonial discord, our son has voluntarily vacated our residence and lives separately. We bear no control over their actions, and they have no right, title, or interest in our self-acquired movable or immovable properties.

The public, financial institutions, and authorities are informed that we are not responsible or liable for any acts, debts, liabilities, contracts, disputes, or legal consequences arising from or involving either Mr. Keshav Parashar or Mrs. Deeksha Sharma. Anyone dealing with them shall do so strictly at their own risk and peril.

Date: 14rd October 2026
Place: Kolkata
Deepak Parashar & Krishna Parashar

ঐতিহ্য ও উৎসবের আবহে জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালিত হলো ২৯ তম দশেরা ও রাবণ বধ উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৩ অক্টোবর ঃ ঐতিহ্য ও উৎসবের আবহে জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালিত হলো ২৯ তম দশেরা ও রাবণ বধ উৎসব। মালদার ইংলিশবাজারের কালিতলা ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসবকে ঘিরে মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যায়। মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থা (ডিএসএ) মাঠে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে রাবণের বিশাল প্রতিকৃতি দহন করা হয়। আতশবাজির ঝলকানি ও আলোর উৎসবের পরিবেশ হয়ে ওঠে আরও আকর্ষণীয়। রাবণ বধের সেই দৃশ্য চাক্ষুষ করতে মাঠে ভিড় জমান অসংখ্য মানুষ। শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক-সকলের উপস্থিতিতে উৎসব প্রাঙ্গণ পরিণত হয় জনসমুদ্রে। দশেরা ও রাবণ বধ উৎসবের মধ্য দিয়ে অশুভ শক্তির বিনাশ এবং শুভ শক্তির জয়ের বার্তা তুলে ধরা হয়। প্রতি বছরের মতো এবারও কালিতলা ক্লাবের উদ্যোগে এই ঐতিহ্যবাহী উৎসব ঘিরে মানুষের মধ্যে উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। উৎসবকে কেন্দ্র করে এলাকায় তৈরি হয় আনন্দমুখর পরিবেশ। আতশবাজির রঙিন আলো, রাবণের বিশাল প্রতিকৃতি মূর্তিতে রাম লক্ষ তীর মেরে দহন করে এবং দর্শনার্থীদের উচ্ছ্বাসে মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে এক মনোরম উৎসবের সাক্ষী থাকলেন মালদাবাসী। ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনে দশেরা ও রাবণ বধ উৎসব আরও একবার মানুষের মধ্যে আনন্দ ও সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিল।

এসি বাসেই হবে শিলিগুড়ি-অরুণাচল প্রদেশ রোমাঞ্চকর সফর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর ঃ উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার শিলিগুড়ি থেকে অরুণাচল প্রদেশের রাজধানী ইটানগর যাওয়ার জন্য যাত্রীদের অন্যতম ভরসা অরুণাচল প্রদেশ স্টেট

অফবিট

সম্পর্কে যোগাযোগের দক্ষতা

৫টি কৌশল মানলে ঝগড়াও বদলে যায় সুন্দর বোঝাপড়ায় সম্পর্ক থাকবে মজবুত

অভি ব্যানার্জী

সম্পর্কে ঝগড়া হবে-এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই ঝগড়া কীভাবে সামলানো হচ্ছে, সেটাই ঠিক করে দেয় সম্পর্ক ভাঙবে নাকি আরও গভীর হবে। গবেষণা বলছে, বেশিরভাগ সম্পর্ক ভাঙার মূল কারণ প্রেমের অভাব নয়, বরং সঠিকভাবে কথা বলতে না পারা। ঝগড়ার মুহূর্তে আমরা অনেক সময় আবেগের বশে এমন কথা বলে ফেলি, যা পরে আফসোসের কারণ হয়। অথচ একটু সচেতন যোগাযোগই বদলে দিতে পারে পুরো পরিস্থিতি। এই প্রতিবেদনে আপনি জানবেন পাঁচটি পরীক্ষিত যোগাযোগ কৌশল, যা মানলে ঝগড়া আর যুদ্ধের মতো মনে হবে না। দোষারোপের বদলে বোঝাপড়া, চিৎকারের বদলে শান্ত আলোচনা-এই ছোট ছোট পরিবর্তনই সম্পর্কের আসল ম্যাজিক। আপনি যদি চান ঝগড়ার পর সম্পর্ক আরও সুন্দর হোক, তাহলে এই গাইড আপনার জন্য।

● মন খারাপ হলে কুয়াশা হয়, ব্যাকুল হলে তিস্তা

ঝগড়ার সময় আমরা প্রায়ই সমস্যার মূল জায়গাটা না বুঝেই কথা বলতে শুরু করি। আসলে আমরা রাগ করছি, না কষ্ট পাচ্ছি, না ভয় পাচ্ছি-এটা আগে নিজের কাছেই পরিস্কার করা দরকার। কারণ অনুভূতি স্পষ্ট না হলে কথা হয় এলোমেলো, আর তাতেই ভুল বোঝাবুঝি বাড়ে। যদি আপনি বলতে পারেন, তুমি এমন করলে আমি কষ্ট পেয়েছি, তাহলে সেটা অনেক বেশি গঠনমূলক হয়, তুমি সব সময় এমন করো বলার চেয়ে। তুমি না বলে নিজের অনুভূতির কথা বলুন। যেমন-তুমি দেরি করলে আমার খুব একা লাগে বা আমি ইদানীং একটু অবহেলিত বোধ করছি। এতে দোষারোপ কমে এবং

সহমর্মিতা বাড়ে। অনুভূতির নাম দিতে পারলে সঙ্গীর পক্ষে আপনাকে বোঝা সহজ হয়। সম্পর্কের ক্ষেত্রে যোগাযোগ দক্ষতার এটাই প্রথম ধাপ।

● তর্ক থেকেও কঠিন যেন ঠান্ডা নীরবতা

ঝগড়ার সময় সবচেয়ে বড় ভুল হলো একে অপরকে দোষ দেওয়া। দোষারোপ শুনলে স্বাভাবিকভাবেই মানুষ আত্মরক্ষামূলক হয়ে ওঠে। তখন আর আলোচনা হয় না, শুরু হয় আত্মপক্ষ সমর্থন। এর বদলে নিজের অনুভূতির দায়িত্ব নিজে নিন। যেমন, তুমি আমাকে গুরুত্ব দাও না বলার বদলে বলা যায়, এই পরিস্থিতিতে আমি নিজেকে অবহেলিত মনে করেছি। এতে কথা কম আক্রমণাত্মক হয় এবং সমস্যা সমাধানের রাস্তা খোলে। সুস্থ সম্পর্কের জন্য যোগাযোগ দক্ষতার এটাই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম।

● শুনতে শিখুন, শুধু উত্তর দেওয়ার জন্য নয়

আমরা অনেক সময় সঙ্গীর কথা শুনি শুধু কীভাবে পাল্টা জবাব দেব, সেটা ভাবার জন্য। কিন্তু প্রকৃত শোনা মানে হলো মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করা। সঙ্গী কী বলতে চাইছে, তার পেছনের অনুভূতিটা কী-সেটা ধরতে পারলেই ঝগড়ার তীব্রতা অনেকটাই কমে যায়। চোখের দিকে তাকিয়ে শোনা, মাঝখানে কথা না কাটা, এবং শেষে সংক্ষেপে বলা-আমি যা বুঝলাম, তুমি বলতে চাও-এই ছোট অভ্যাসগুলোই যোগাযোগকে অনেক বেশি কার্যকর করে তোলে। সম্পর্কের যোগাযোগ দক্ষতা মানে শুধু কথা বলা নয়, মন দিয়ে শোনাও।

● সন্ধ্যেবেলা ঝগড়া হবে, হবে দুই বিছানা আলাদা

সব সমস্যার সমাধান সঙ্গে সঙ্গে হয় না। ঝগড়ার মুহূর্তে আবেগ এতটাই তীব্র থাকে যে তখন যুক্তি কাজ করে না। পুরানো কাসুন্দি ঘাঁটা ঝগড়াকে বিষাক্ত করে তোলে। ৩ বছর আগের কোনো ভুল টেনে আনলে সমাধান কখনোই হবে না। বর্তমান সমস্যা নিয়ে কথা বলুন। যে বিষয়টি নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়েছে, শুধু সেই গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকুন। অতীতকে কবরেই থাকতে দিন।এই সময় সমাধান চাপিয়ে দিলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। বরং প্রয়োজনে একটু বিরতি নিন। বলুন, আমরা দুজনেই এখন উত্তেজিত, একটু শান্ত হয়ে পরে কথা বলি। এতে সম্পর্কের প্রতি সম্মান দেখানো হয়। শান্ত মাথায় আলোচনাই দীর্ঘমেয়াদে সুস্থ সমাধান এনে দেয়-এটাই ভালো যোগাযোগ দক্ষতার পরিচয়। সঙ্গী যখন কথা বলছেন, তখন তাকে বাধা দেবেন না। তার কথা শেষ হলে বলুন, আমি কি ঠিক বুঝেছি যে তুমি এই কারণে কষ্ট পেয়েছ?। যখন কেউ বুঝতে পারে তাকে মন দিয়ে শোনা হচ্ছে, তখন অর্ধেক রাগ এমনিই কমে যায়।

● পাগলী, তোমার সঙ্গে আদম ইভ কাটাবো জীবন

ঝগড়া শেষ মানেই সব ঠিক হয়ে গেছে-এমনটা ভাবা ভুল। ঝগড়ার পর সম্পর্কের যত্ন নেওয়াটাই আসল পরীক্ষা। একটি আন্তরিক কথা, ছোট্ট ক্ষমা চাওয়া, বা সাধারণ একটি আলিঙ্গন অনেক জমে থাকা দূরত্ব কমিয়ে দিতে পারে। ঝগড়ার পর কী শিখলেন, ভবিষ্যতে কীভাবে ভালোভাবে কথা বলা যায়-এই নিয়ে আলোচনা করলে সম্পর্ক আরও পরিণত হয়। দোষারোপ নয়, বোঝাপড়াই সম্পর্কের আসল ম্যাজিক-এটাই মনে রাখার মতো বিষয়। মনে রাখবেন, জেতাটা জরুরি নয়, সমাধানটা জরুরি। সঙ্গীকে হারানোর চেয়ে সমস্যাটিকে হারানোই হোক আপনার লক্ষ্য। প্রয়োজনে হাত ধরে কথা বলুন শারীরিক স্পর্শ ঝগড়ার তীব্রতা কমিয়ে দেয়। সুন্দর ঝগড়া মানে এই নয় যে আপনাদের দ্বিমত হবে না, বরং এর মানে হলো দ্বিমত হওয়ার পরেও আপনাদের মধ্যে শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা অটুট থাকবে।

আমন্ত্রণ জানাতে মোদিকে ফোন নেতানিয়াহুর

...১ পাতার পর

প্রশংসা করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। সূত্রের খবর, এই ফোনালাপে আরব দুনিয়ায় কীভাবে দ্রুত শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। জানা গেছে, ভারত ও ইজরায়েলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও গতিশীল হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন দুই নেতাই। আগামী দিনে এই যৌথ সহযোগিতার সম্পর্ককে আরও সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করতে নিজেদের দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন মোদি ও নেতানিয়াহু। কথোপকথনের সময় আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতি, বিশেষ করে পশ্চিম এশিয়ার সাম্প্রতিক সংঘাতময় পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন দুই রাষ্ট্রপ্রধান। ওই যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলে অনতিবিলম্বে শান্তি ও স্থিতিশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জরুরি প্রয়োজনের ওপর বিশেষ জোর দেন তাঁরা। বিশ্বমঞ্চে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আবারও সাফ জানিয়ে দেন যে, যে কোনও সামরিক দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের স্থায়ী সমাধানের একমাত্র পথ হল সরাসরি সংলাপ ও কূটনৈতিক আলোচনা। সংঘাতের বদলে শান্তির বার্তা দিয়ে দুই নেতাই আগামী দিনে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ বজায় রাখার বিষয়ে একমত হয়েছেন।

আবারও নতুন সিদ্ধান্ত কমিশনের

...১ পাতার পর

অ্যাপে নতুন অপশন দেওয়া হয়েছে। ডিলেটেড ভোটার যাঁরা আবেদন করবেন, তাঁদের নথি বিএলও-রা আপলোড করতে পারবেন। এসআইআর-এর শুরুর পর্যায়ে আপলোডের কাজ বিএলও-রা করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বিভিন্ন বিতর্কের পরে সেই আপলোড দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল। এবার আবার বিএলও রা আপলোড করতে পারবেন। তবে ট্রাইব্যুনাল এর সঙ্গে যুক্ত নয়। এসআইআর পর্বে গ্রাম থেকে শহর, বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছন কমিশনের বুথ স্তরের আধিকারিক অর্থাৎ বিএলও-রা। কমিশন বিএলও অ্যাপে একটা নতুন অপশন দেয়। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া বা আপিল সংক্রান্ত বিষয়ে ভোটারদের জমা দেওয়া আপিলের সমর্থনে প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র বা নথি অনলাইনে আপলোড করার জন্য অ্যাপে যুক্ত করা হয় 'ডকুমেন্টস আপলোড এগেইনস্ট দ্য অ্যাপিল' অপশন। এসআইআর প্রক্রিয়ার শুনানিতে যখন সমস্ত নথি জমা পড়ছিল, তখন থেকেই বেশ কিছু সমস্যার বিষয় উঠে আসছিল। ট্রাইব্যুনাল বিচারকদের একাংশ ভারতের নির্বাচন কমিশনকে জানান যে, পোর্টালটির আইটি পরিকাঠামোয় বেশ কিছু গুরুতর সমস্যা রয়েছে। অ্যাপিল পোর্টালে অতিরিক্ত নথিপত্র আপলোড করার বা ভার্চুয়াল হিয়ারিং করার মতো পর্যাপ্ত ডিজিটাল সুবিধা না থাকার কারণে বিচার প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছিল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, ট্রাইব্যুনালগুলি ভোটারদের আবেদনের সত্যতা যাচাইয়ের পর নতুন কোনও নথি গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু পোর্টালের যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সরাসরি অনলাইন আপলোডের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখাটাই কঠিন হচ্ছিল। নির্বাচন কমিশন প্রক্রিয়ার সরলীকরণের জন্য অনলাইন সিস্টেমে বেশ কিছু বদল আনে কমিশন।

হর কি পৌরিতে গিয়ে হতাশ পুণ্যার্থীরা

সংবাদ সংস্থা, হরিদ্বার, ২২ অক্টোবরঃ এটাকে প্রকৃতির অভিশাপ বলেই অনেকে মনে করছেন। ভারতের অন্যতম পবিত্র স্থান হিরদ্বারের হার কি পৌরি। কিন্তু সেটাই বিপর্যয়ের মুখী। গঙ্গাস্নানের আশায় হরিদ্বারে গিয়ে হতাশ হচ্ছেন পুণ্যার্থীরা। গঙ্গাখাল ১৮ দিনের জন্য বন্ধ থাকায় হর কি পৌরি ঘাটে জলের অভাব দেখা দিয়েছে। বস্তুত, জল শুকিয়ে গিয়েছে। ফলে পবিত্র গঙ্গায় স্নান করতে পারছেন না বহু ভক্ত। বার্ষিক পরিস্কার ও মেরামতির কাজের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে খালটি। আগামী ৭ নভেম্বর মধ্যরাতে ফের গঙ্গা খাল খুলে দেওয়ার কথা। একই সঙ্গে ২০২৭ সালের কুম্ভমেলার জন্য লক্ষ্মণ ঝুলারও সংস্কারের কাজ চলছে। ঘাটে পর্যাপ্ত জল না থাকায় পূণ্যার্থীদের অনেকেরই গঙ্গাস্নানের ইচ্ছা পূরণ হচ্ছে না।

পশ্চিমবঙ্গের জন্য ৭০ দিনের বিশেষ কর্মসূচি মোদি সরকারের

...১ পাতার পর

নাম নথিভুক্ত করার ব্যবস্থাও থাকবে। বর্তমানে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ও অনলাইন লেনদেনের ব্যবহার বাড়ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে আর্থিক প্রতারণার ঝুঁকিও। তাই শিবিরগুলিতে সাইবার নিরাপত্তা নিয়েও সচেতনতা বাড়ানো হবে। কীভাবে নিরাপদে ডিজিটাল লেনদেন করতে হয় এবং আর্থিক প্রতারণা থেকে সতর্ক থাকতে হয়, সে বিষয়ে সাধারণ মানুষকে প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়া হবে। বিশেষভাবে দুর্বল আদিবাসী গোষ্ঠীর পরিবারগুলি ব্যাঙ্কিং পরিষেবা যাতে দ্রুত পায়, সেদিকেও জোর দেওয়া হচ্ছে। এই পরিবারগুলির জন্য প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার অধীনে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করা হবে। এর ফলে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাঙ্কিং পরিষেবা এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার পথ আরও সহজ হতে পারে। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলা এই কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যের যোগ্য পরিবারগুলিকে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা, বিমা ও পেনশন প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। ব্যাঙ্ক, স্থানীয় প্রশাসন এবং পঞ্চায়েত-পুরসভার সমন্বয়ে এই কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তথ্যের অভাব বা ব্যাঙ্কিং পরিষেবা নাগালের বাইরে থাকায় যাতে কোনও যোগ্য পরিবার সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হয়, তা নিশ্চিত করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

একাদশীতে ইনস্টাগ্রামে যাত্রা শুরু সোনিয়া গান্ধির! ভাগ করে নিলেন আত্মজীবনীর প্রথম ঝলক

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবরঃ সোশ্যাল মিডিয়ার দেওয়ালে এবার নতুন সংযোজন। ছবি ও ভিডিও শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম ইনস্টাগ্রামে আনুষ্ঠানিকভাবে পা রাখলেন কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেত্রী সোনিয়া গান্ধি। বৃহস্পতিবার অ্যাকাউন্ট খোলার পর প্রথম পোস্টেই তিনি চমক দিলেন অনুগামীদের। প্রকাশ্যে আনলেন তাঁর বহু প্রতীক্ষিত এবং চর্চিত আত্মজীবনী 'বিলঙ্গিংঃ এ জার্নি অফ লাভ'-এর প্রথম ঝলক। বইটিকে তিনি বর্ণনা করেছেন ভালবাসা, দায়িত্ববোধ, হারানোর যন্ত্রণা এবং নিজের আশ্রয়ের ঠিকানা খুঁজে পাওয়ার এক অনবদ্য আখ্যান হিসেবে। ইনস্টাগ্রামে অ্যাকাউন্ট খোলার কয়েকমিনিটের মধ্যেই তাঁকে অনুসরণ করতে শুরু করেন হাজার হাজার মানুষ। দেখতে দেখতে তাঁর ফলোয়ার সংখ্যা এখন সাড়ে ১৬ হাজারেরও বেশি ছাড়িয়ে গেছে। নিজের প্রথম পোস্টে সোনিয়া গান্ধি লেখেন, ''হ্যালো এভরিওয়ান, আপনাদের সকলের সঙ্গে এই বিশেষ মুহূর্তটি ভাগ করে নিতে পেরে আমি সত্যি কৃতজ্ঞ, রইল 'বিলঙ্গিংঃ এ জার্নি অফ লাভ'-এর প্রথম ঝলক। এই গল্প ভালবাসার, কর্তব্যের, প্রিয়জনকে হারানোর বেদনার এবং এক নিজস্ব নীড় খুঁজে পাওয়ার। আপনাদের সকলের হাতে বইটি তুলে দেওয়ার জন্য আমি অপেক্ষা করে রয়েছি।'' রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের ডিজিটাল উপস্থিতির যুগে সোনিয়া গান্ধি কাকে কাকে অনুসরণ করছেন, তা নিয়েও পাঠকদের কৌতুহল ছিল তুঙ্গে। দেখা গেছে, আপাতত মাত্র তিনটি অ্যাকাউন্ট ফলো করছেন তিনি - ছেলে রাহুল গান্ধি, মেয়ে প্রিয়ঙ্কা গান্ধি বঢরা এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রাম পেজ। ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা একটি চমৎকার ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, নিজের প্রকাশিতব্য আত্মজীবনীর কপি হাতে পেয়ে ঠিক কতটা উচ্ছ্বসিত বর্ষীয়ান এই নেত্রী। পার্সেল খুলে বেশ যত্ন নিয়ে ৫৪৪ পাতার ওই বইটির কভার উন্মোচন করেন তিনি। এরপরই বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে সোনিয়া

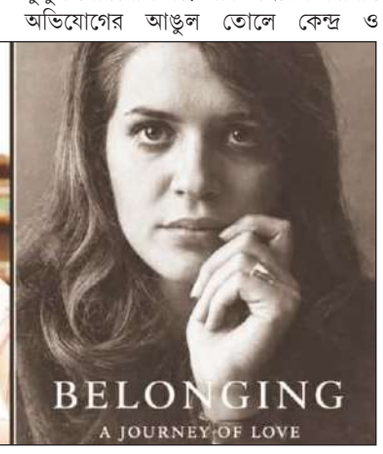

থমকে দাঁড়ান একটি বিশেষ পাতায়। সেখানে দেখা যায় ছেলে রাহুল এবং মেয়ে প্রিয়ঙ্কার শৈশবের একগুচ্ছ বিরল ছবির কোলাজ। পাশে বসে থাকা লোকসভার সাংসদ প্রিয়ঙ্কা গান্ধির দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে সোনিয়াকে বলতে শোনা যায়, প্রিয়ঙ্কা, দেখো কত ছবি এখানে! বইটি আগামী ১০ নভেম্বর বিশ্বজুড়ে প্রকাশ পেতে চলেছে। সোনিয়া গান্ধির এই আত্মজীবনী কিন্তু প্রকাশিত হওয়ার আগেই কম বিতর্কের জন্ম দেয়নি। গত অগস্ট মাসে বিশ্বখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা 'পেঙ্গুইন র‍্যান্ডম হাউস ইন্ডিয়া' সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা এই বইটি প্রকাশ করবে না। সোনিয়া গান্ধির সম্পাদনা দলের সঙ্গে কিছু 'সম্পাদনাগত পরিবর্তন' বা এডিটোরিয়াল চেঞ্জেস নিয়ে মতবিরোধের জেরেই নাকি তারা পিছিয়ে আসে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জাতীয় রাজনীতিতে তুমুল শোরগোল পড়ে যায়। কংগ্রেস সরাসরি অভিযোগের আঙুল তোলে কেন্দ্র ও প্রকাশকের দিকে। দলের দাবি ছিল, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, আরএসএস এবং ভারত-চিন সম্পর্ক সংক্রান্ত বেশ কিছু সংবেদনশীল অনুচ্ছেদ ও তথ্য বই থেকে ছেঁটে ফেলার জন্য চাপ দিয়েছিল পেঙ্গুইন ইন্ডিয়া। রাজনৈতিক চাপের মুখে পড়ে পেঙ্গুইনের এই সিদ্ধান্তকে 'বাকস্বাধীনতার হত্যা' বলেও তোপ দাগেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। যদিও পেঙ্গুইনের তরফে সমস্ত বাহ্যিক চাপের অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছিল। তারা স্পষ্ট জানিয়েছিল, তারা সোনিয়া গান্ধির এই স্মৃতিকথা প্রকাশ করতে খুবই আগ্রহী ছিল কারণ এটি তাদের জন্য এক বিশাল বড় পাওনা বা 'হার্ড-ওয়ান অ্যাকুইজিশন' ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত ভারতের বাজারে এই বইটির স্বত্ব চলে যায় অন্য বড় প্রকাশনা সংস্থা 'হার্পারকলিন্স ইন্ডিয়া'-র হাতে। তবে বিশ্বব্যাপী বাজারজাত করার দায়িত্বে থাকছে পেঙ্গুইন র‍্যান্ডম হাউসের মার্কিন শাখা 'আলফ্রেড এ নফ'।স্বভাবতই পাঠকদের মনে আগ্রহ তুঙ্গে- কী এমন রয়েছে এই ৫৪৪ পৃষ্ঠায়? ইতিহাসবিদ ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই বইয়ে রয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর ইতালিতে সোনিয়া গান্ধির শৈশব থেকে শুরু করে ভারতে আগমন, এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির সঙ্গে তাঁর প্রেম ও বিয়ের স্মৃতি। একইসঙ্গে রয়েছে তাঁর জীবনের একাধিক ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি বা বড় বিপর্যয়ের কথা। শাশুড়ি ইন্দিরা গান্ধি এবং স্বামী রাজীব গান্ধির নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর কীভাবে তিনি ভেঙে পড়েছিলেন এবং পরবর্তীতে পরিস্থিতির চাপে পড়ে কীভাবে রাজনীতির ময়দানে পা রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন- তার খোলামেলা বয়ান থাকবে এই স্মৃতিকথায়। ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ইউপিএ ঐতিহাসিক জয় পাওয়ার পর সবাইকে অবাক করে দিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সোনিয়া। সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের নেপথ্যে আসল কারণ ও ভেতরের গল্পও এই বইয়ে সোনিয়া নিজের মুখেই উন্মোচন করবেন বলে মনে করা হচ্ছে। সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে আগামী ১০ নভেম্বর পাঠকদের কাছে আসছে সোনিয়া গান্ধির এই বহুল আলোচিত জীবনীগ্রন্থ।

CHANGE OF NAME

I, Md Abdul Kader & Md Abdul Kader Sk (Old Name) S/O–Biru Saikh residing at Senpara , Islampur , Murshidabad , West Bengal 742304 do hereby declared that I have changed my name from Md Abdul Kader & Md Abdul Kader Sk to Abdul Kader Saikh and henceforth I shall be known as Abdul Kader Saikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 16/10/2026 . My name Abdul Kader Saikh & Md Abdul Kader & Md Abdul Kader Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Yasir Ali (Old Name) S/O–Yunus Ali resident of Vill -Bakharpur , Po-Khandua , Ps-Lalgola, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742148 do hereby declared that I have changed my name from Yasir Ali to Yeasir Ali and henceforth I shall be known as Yeasir Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 16/10/2026 . My name Yeasir Ali & Yasir Ali both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sisir Pal (Old Name) S/o Khudiram Pal Residing at Vill - Amarh, P.o - Hematpur, District - West Midnapore, Pin - 721232, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Sisir Pal (Old Name) to Shishir Pal (New Name) and henceforth I shall be known as Shishir Pal (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 22-10-2026. Shishir Pal (New Name) and Sisir Pal (Old Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rejaul Khan (Old Name) S/o Sekendar Ali Khan Residing at Bishalakshmipur, District - South 24 Parganas, Pin - 743347, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Rejaul Khan (Old Name) to Rejaul Ali Khan (New Name) and henceforth I shall be known as Rejaul Ali Khan (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 22-10-2026. Rejaul Ali Khan (New Name) and Rejaul Khan (Old Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Bithi Biswas Paul (Old Name) W/o Prasenjit Kumar Paul Residing at 8, No Bijaynagar Purnananda Pally, P.o - Naihati, District - North 24 Parganas, Pin - 743165, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Bithi Biswas Paul (Old Name) to Bithi Paul (New Name) and henceforth I shall be known as Bithi Paul (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 22-10-2026. Bithi Paul (New Name) and Bithi Biswas Paul (Old Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Shubhra Ray Biswas (Old Name) W/o Rabi Sankar Biswas Residing at 117N, Diamond Harbour Road, Barisha Baro Bari P.o - Barisha, District - Kolkata, Pin - 700008, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Shubhra Ray Biswas (Old Name) to Shubhra Ray (New Name) and henceforth I shall be known as Shubhra Ray (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 22-10-2026. Shubhra Ray (New Name) and Shubhra Ray Biswas (Old Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sahid Hussain (Old Name) S/o Zahid Hussain Residing at 22, Pilkhana 1st Bye Lane, District - Howrah, Pin - 711101, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Sahid Hussain (Old Name) to Shahid Hussain (New Name) and henceforth I shall be known as Shahid Hussain (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 22-10-2026. Shahid Hussain (New Name) and Sahid Hussain (Old Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Dulali Saha (Old Name) W/o Uttam Saha Residing at Vill - Shaktigarh, P.o - Bongaon, District - North 24 Parganas, Pin - 743235, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Dulali Saha (Old Name) to Dulali Saha (Sikdar) (New Name) and henceforth I shall be known as Dulali Saha (Sikdar) (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 22-10-2026. Dulali Saha (Sikdar) (New Name) and Dulali Saha (Old Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Julfikar Mandal (Old Name) S/O–Abdul Rasid Mondal residing at Vill-Bajitpur , PO-Gazna , PS-Hanskhali , Dist-Nadia, West Bengal 741507 do hereby declared that I have changed my name from Julfikar Mandal to Julfikar Mondal and henceforth I shall be known as Julfikar Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 16/10/2026 . My name Julfikar Mondal & Julfikar Mandal both are same and one identical person

CHANGE OF NAME

I, Sefali Bibi (old name) W/O- Mostafijur Rahaman, Resident of Lalkup , Shibnagar ,Sagarpara ,Murshidabad, West Bengal Pin-742306do hereby declare that I have changed my name from Sefali Bibi to Shefali Begam and henceforth I shall be known as Shefali Begam in all purpose, vide affidavit no 2899 sworn before the Notary public at Berhampore, Murshidabad on 13 Oct 2026.My name Shefali Begam & Sefali Bibi both are same and one indentical person.

CHANGE OF NAME

I, Lutfunnesa Begum (Old Name) W/O–Md Manwarul Hoque residing at Debkunda Dakshin Para , Beldanga , Murshidabad , West Bengal 742133 do hereby declared that I have changed my name from Lutfunnesa Begum to Lutfunnessa Bibi and henceforth I shall be known as Lutfunnessa Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 16/10/2026 . My name Lutfunnessa Bibi & Lutfunnesa Begum both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Firaj Sk (Old Name) S/O–Mannan Sk residing at Bholla , Rajdharpara , Berhampore, Murshidabad, West Bengal 742102 do hereby declared that I have changed my name from Firaj Sk to Firoj Sk and henceforth I shall be known as Firoj Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 16/10/2026 . My name Firoj Sk & Firaj Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sadham Kumar Bala (Old Name) S/O–Dhirendra Nath Bala resident of Betai Jitpur, Tehatta, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741163 do hereby declared that I have changed my name from Sadham Kumar Bala to Sadhan Bala and henceforth I shall be known as Sadhan Bala (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 16/10/2026 .My name Sadhan Bala & Sadham Kumar Bala both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mohammad Tahidul Haque (Old Name) S/O–Md Imdadul Haque residing at Kazisaha , Beldanga , Murshidabad , West Bengal , 742133 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Tahidul Haque to Md Tahidul Haque and henceforth I shall be known as Md Tahidul Haque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 16/10/2026 . My name Md Tahidul Haque & Mohammad Tahidul Haque both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mohammad Imdadul Haque (Old Name) S/O–Mutalim Seikh residing at Kazisaha , Beldang , Murshidabad , West Bengal , 742133 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Imdadul Haque to Md Imdadul Haque and henceforth I shall be known as Md Imdadul Haque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 16/10/2026 . My name Md Imdadul Haque & Mohammad Imdadul Haque both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Reshma Bibi (Old Name) W/O–Md Tahidul Haque residing at Kazisaha , Beldanga, Murshidabad, West Bengal , 742133 do hereby declared that I have changed my name from Reshma Bibi to Resma Bibi and henceforth I shall be known as Resma Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the L.d. JM(1st class) Berhampore court dated on 31/08/2026 . My name Resma Bibi & Reshma Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Anisril Sk (Old Name) S/O–Annasi Sk residing at Chaitanyapur , Jasohari, Kandi, Murshidabad, West Bengal, 742137 do hereby declared that I have changed my name from Anisril Sk to Anisrail Sk and henceforth I shall be known as Anisrail Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 16/10/2026 . My name Anisrail Sk & Anisril Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Abul Kalam Azad (Old Name) S/O–Abdul Rasid Mandal residing at Vill & PO-Gopalpur , PS-Karimpur, Dist-Nadia, West Bengal 741165 do hereby declared that I have changed my name from Abul Kalam Azad to Abul Kalam Ajad Mandal and henceforth I shall be known as Abul Kalam Ajad Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 16/10/2026 . My name Abul Kalam Ajad Mandal & Abul Kalam Azad both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, NASARUDDIN SEKH S/O- SADNABI SEIKH, resident of Vill- Satitara, P.O- Satitara, PS- Burwan, Dist- Murshidabad, PIN- 742132 do hereby declare that I have change my name from NASARUDDIN SEKH TO NASARUDDIN SK and henceforth I shall be known as NASARUDDIN SK in all purpose, vide affidavit sworn before the Notary Public at Domkal Court on 16/10/2026. My name NASARUDDIN SK & NASARUDDIN SEKH both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sunil Jain (Old Name) S/O–Late Shankar Lal Jain residing at Suriya Barki Saraiya , Giridih , Suriya , Jharkhand , 825320 do hereby declared that I have changed my name from Sunil Jain to Sunil Kumar Jain and henceforth I shall be known as Sunil Kumar Jain (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 16/10/2026 . My name Sunil Kumar Jain & Sunil Jain both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, NIDHAN CHANDRA MAJUMDER(old name) S/o-Late Nirod Majumder residing at Vill. Dhakuria Chandpara, P.O. Dhakuria Kalibari, P.S. Gaighata, Dist-North 24 Parganas, Pin-743245 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from NIDHAN CHANDRA MAJUMDER to NIDHAN MAJUMDER and henceforth I shall be known as NIDHAN MAJUMDER(new name) in all purpose vide an affidavit no. 19215 sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 34 Parganas dated 13/10/2026. NIDHAN CHANDRA MAJUMDER and NIDHAN MAJUMDER both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, RUKSANA PARVIN, W/o. Late Akbar Khan, residing at 18/2H/6, Mominpore Road, Khiddirpore, Kolkata-700023 W.B do hereby declare that I have changed my name from RUKSANA PARVIN to RUKSANA BEGUM and henceforth I shall be known as RUKSANA BEGUM in all purpose, vide affidavit no. 83193 sworn before the Ld. Judic

বর্ধমানের গর্ব সীতাভোগ-মিহিদানা, এর নেপথ্যে রয়েছে ১২৫ বছরের ইতিহাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান, ২৩ অক্টোবর ঃ বিজয়া দশমী মানেই প্রণাম, কোলাকুলি আর মিষ্টিমুখ। বাড়িতে বাড়িতে সাজানো মিষ্টির

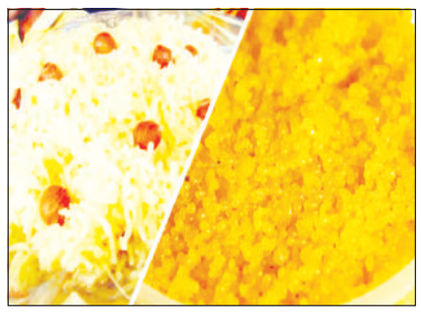

থালা। কোথাও নিমকি, কোথাও নারকেল নাড়ু, রসগোল্লা কিংবা সন্দেশ। আর সেই থালায় যদি থাকে গাওয়া ঘিয়ের তৈরি বর্ধমানের বিখ্যাত সীতাভোগ-মিহিদানা, তা হলে উৎসবের আনন্দ যেন আরও খানিকটা বেড়ে যায়। বাংলার মিষ্টির জগতে এই যমজ মিষ্টির এমন জনপ্রিয়তার নেপথ্যে জড়িয়ে রয়েছে এক ঐতিহাসিক অধ্যায়? রয়েছে এক বড়লাটের আগমন, রাজকীয় আয়োজন আর এক ময়রার অসামান্য সৃষ্টিশীলতার গল্প।

বড়লাটের আগমন, রাজকীয় আয়োজন আর নতুন মিষ্টির সন্ধান - সালটা ১৯০৪। বর্ধমানে আসছেন ব্রিটিশ ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড কার্জন। রাজা বিজয়চাঁদ মহতাবকে 'রাজাধিরাজ' উপাধিতে ভূষিত করার উপলক্ষ্যে বর্ধমানজুড়ে তখন সাজ সাজ রব। তৈরি হয়েছে বিশাল তোরণ, যার নাম কার্জন গেট। চারদিকে উৎসবের আবহ, রাজকীয় আয়োজন। অতিথি আপ্যায়নেও যে থাকতে হবে বিশেষত্ব, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু রাজকীয় ভোজে পরিবেশন করা হবে কী? এমন কিছু চাই, যা স্বাদে অনন্য, দেখতেও অভিনব। সেই চাহিদা থেকেই ডাক পড়ল বর্ধমানের নামী ময়রা ভৈরবচন্দ্র নাগের। আর তাঁর হাত ধরেই সীতাভোগ ও মিহিদানা পেল এমন এক রূপ, যা পরবর্তী সময়ে বর্ধমানের পরিচয় হয়ে উঠল। **এক মিষ্টির দুই রূপ, স্বাদে অনন্য জুটি-** বর্ধমানের রাজপরিবারের মিষ্টি প্রস্তুতকারক পরিবারের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সীতাভোগ-মিহিদানার ইতিহাস। প্রচলিত কাহিনি অনুযায়ী, ভৈরবচন্দ্র নাগের দাদু শ্রীনাথ নাগ প্রথম এই দুই মিষ্টি তৈরি করেছিলেন। তবে সেই মিষ্টির গড়ন ছিল অনেকটা পান্তুয়া ও বোঁদের মতো। পরে বড়লাটের আগমন উপলক্ষ্যে ভৈরবচন্দ্র নাগ মিষ্টি দুটির রূপ ও পরিবেশনে পরিবর্তন আনেন। সেই নতুন রূপই ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। একদিকে সীতাভোগ- সাদা ভাতের মতো দেখতে, নরম ও মিষ্টি। অন্যদিকে মিহিদানা- অসংখ্য ক্ষুদ্র দানার সমাহার, যার প্রতিটি দানায় মিশে থাকে মিষ্টির স্বতন্ত্র স্বাদ। দেখতে আলাদা, অথচ নাম উচ্চারণে পাশাপাশি- বর্ধমানের এই জুটি যেন বাঙালির মিষ্টিপ্রেমের এক অনন্য উদাহরণ। **চাল, বেসন আর ঘিয়ের জাদু-** সীতাভোগ-মিহিদানার বিশেষত্ব শুধু তার ইতিহাসে নয়, তৈরির কৌশলেও। প্রচলিত পদ্ধতিতে গোবিন্দভোগ, কামিনীভোগ বা বাসমতীর মতো সুগন্ধি চাল গুঁড়ো করে তার সঙ্গে বেসন মেশানো হয়। রং ও সুগন্ধের জন্য যোগ করা হয় জাফরান। নির্দিষ্ট অনুপাতে জল মিশিয়ে তৈরি করা হয় মিশ্রণ। এরপর ছিদ্রযুক্ত পাত্রের সাহায্যে মিশ্রণটি ফুটন্ত ঘিয়ের মধ্যে ফেলা হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা ভেজে চিনির রসে ডুবিয়ে তৈরি হয় মিহিদানা। সীতাভোগের প্রস্তুতিপদ্ধতি ও গড়নে রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। উপকরণের অনুপাত, মিশ্রণের ঘনত্ব এবং ভাজার কৌশল-প্রতিটি ধাপেই দরকার অভিজ্ঞ হাতের ছোঁয়া। সীতাভোগের নামকরণ নিয়েও রয়েছে নানা মত। অনেকে মনে করেন, 'সীতাশাল' চালের নাম থেকেই সীতাভোগ নামটির উৎপত্তি। তবে এই নামকরণের ইতিহাস নিয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে নির্ভরযোগ্য তথ্য যাচাই করা জরুরি। **বড়লাটের প্রশংসা থেকে বিশ্বজোড়া পরিচিতি-** কথিত আছে, বর্ধমানে এসে সীতাভোগ- মিহিদানা খেয়ে লর্ড কার্জন এর স্বাদ ও অভিনবত্বের প্রশংসা করেছিলেন। সেই রাজকীয় স্বীকৃতির গল্প প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বর্ধমানের মিষ্টির ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজকীয় ভোজের গণ্ডি পেরিয়ে এই দুই মিষ্টি পৌঁছে গেছে সাধারণ মানুষের ঘরে, উৎসবের থালায় এবং উপহার দেওয়ার তালিকায়। বর্ধমানের সীতাভোগ-মিহিদানা আজ শুধু স্থানীয় মিষ্টি নয়, বাংলার খাদ্যসংস্কৃতিরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জিআই স্বীকৃতি এই দুই মিষ্টির পরিচিতি ও স্বতন্ত্র ঐতিহ্যকে আরও প্রতিষ্ঠা করেছে। সংরক্ষণ ও পরিবহণের সুবিধা বাড়ায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি বিদেশেও পৌঁছে যাচ্ছে বর্ধমানের এই মিষ্টি। **বিজয়ার থালায় ইতিহাসের মিষ্টি স্বাদ-** সময় বদলেছে, বদলেছে মিষ্টি তৈরির পদ্ধতি ও বিপণনের পরিসর। কিন্তু সীতাভোগ- মিহিদানার প্রতি বাঙালির টান আজও অমলিন। এক ঐতিহাসিক শহর, এক রাজকীয় আয়োজন এবং এক ময়রার সৃষ্টিশীলতা- সব মিলিয়ে সীতাভোগ-মিহিদানা শুধু রসনার তৃপ্তি নয়, বহন করে বাংলার মিষ্টি ঐতিহ্যের গল্পও। তাই বিজয়ার মিষ্টির থালায় এই দুই মিষ্টি থাকলে, তার সঙ্গে পরিবেশন করা যায় ইতিহাসের এক টুকরো স্বাদও।

রেল পরিষেবায় বদল চান 'জেন-জি' যাত্রীরা, হাওড়ায় সরাসরি অভিযোগ শুনলেন জিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২৩ অক্টোবর ঃ রেল পরিষেবায় বদল চান 'জেন-জি' যাত্রীরা, হাওড়ায় সরাসরি অভিযোগ শুনলেন জিএম। রেল সফরে স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে কী কী বদল প্রয়োজন ? যাত্রীদের প্রত্যাশা ঠিক কোথায় ? পরিষেবার খামতিগুলি চিহ্নিত করতে এবার সরাসরি নতুন প্রজন্মের যাত্রীদের মুখোমুখি হল পূর্ব রেল। বৃহস্পতিবার দুপুরে হাওড়া স্টেশনের ওল্ড কমপ্লেক্সের ৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মে শহীদ এক্সপ্রেসের 'জেন-জি' যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পান্ডে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন হাওড়ার ডিআরএম বিশাল কাপুর-সহ রেলের পদস্থ আধিকারিকরা। যাত্রীদের অভিযোগ শুনতে এদিন কার্যত ট্রেনের ভিতরেই পৌঁছে যান জিএম। শহীদ এক্সপ্রেসের এসি ও জেনারেল কোচে উঠে যাত্রীদের কাছে জানতে চান, সফরের সময় কী ধরনের সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে তাঁদের। কোন পরিষেবায় ঘাটতি রয়েছে, কোথায় উন্নতির প্রয়োজন এবং রেলের কাছে তাঁদের প্রত্যাশাই বা কী-সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে সরাসরি মতবিনিময় করেন তিনি। শুধু ট্রেনের যাত্রীদের সঙ্গেই নয়, প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষারত যাত্রীদের সঙ্গেও কথা বলেন গীতিকা পান্ডে। যাত্রীদের বক্তব্য ও অভিযোগগুলি নথিভুক্ত করেন রেলের আধিকারিকরা, যাতে সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা যায়। এদিনের আলোচনায় বিশেষভাবে উঠে আসে ট্রেনে খাবার এবং শৌচাগার সংক্রান্ত সমস্যা। যাত্রীদের একাংশের বক্তব্য, দীর্ঘ সফরে এই দুই পরিষেবার মান ও সুবিধা আরও উন্নত করা প্রয়োজন। তবে শুধু অভিযোগ জানানোতেই সীমাবদ্ধ থাকেননি তাঁরা। স্টেশনে নিয়মিত ঘোষণার পাশাপাশি রবীন্দ্রসঙ্গীত চালানোর প্রস্তাবও দেন কয়েকজন 'জেন-জি' যাত্রী। তাঁদের এই প্রস্তাব স্টেশনের পরিবেশকে আরও মনোরম করে তোলার ভাবনারই প্রতিফলন। গীতিকা পান্ডে জানান, যাত্রীদের প্রকৃত সমস্যা এবং চাহিদা বুঝতেই তাঁদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অভিযোগগুলি সামনে এলে পরিষেবার কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নতি প্রয়োজন, তা চিহ্নিত করা সহজ হয়। যাত্রীদের প্রতিটি সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি নতুন কোনও প্রস্তাব এলে, সেটিও বিবেচনা করে দেখবে রেল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে 'জেন- জি' দাবি ও বিক্ষোভ নিয়ে যখন আলোচনা চলছে, তখন রেল পরিষেবা নিয়ে নতুন প্রজন্মের ভাবনা সরাসরি শোনার এই উদ্যোগ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তবে যাত্রীদের কাছ থেকে পাওয়া অভিযোগ ও প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব রেলের পরিষেবায় বাস্তবে কতটা পরিবর্তন আসে, এখন সেদিকেই নজর। কারণ, যাত্রীদের কাছে রেল সফর শুধু এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছানোরই মাধ্যম নয়, স্বাচ্ছন্দ্য ও পরিষেবার মানও তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

উত্তরপাড়ায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার বিক্রি! ভদ্রকালীর রেস্টুরেন্টে খাদ্য দপ্তরের হানা, সতর্কবার্তা

বনস্পতি দে, হুগলি, ২৩ অক্টোবর ঃ খাদ্য নিরাপত্তা ও জনস্বাস্থ্যকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সোমবার বেলার দিকে হুগলির উত্তরপাড়ার ভদ্রকালী শিবতলা এলাকার একটি জনপ্রিয় রেস্টুরেন্টে আচমকা হানা দিল হুগলি জেলা খাদ্য দপ্তরের এনফোর্সমেন্ট টিম ও ফুড সেফটি অফিসাররা। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে চালানো এই অভিযানে রেস্টুরেন্টের অন্দরে চরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং বেশ কিছু পচা ও বাসি খাবার উদ্ধার করা হয়েছে বলে দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। জানা গেছে, সোমবার দুপুরে আচমকাই ওই রেস্টুরেন্টে উপস্থিত হন খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা। রান্নাঘর ও খাদ্য সংরক্ষণাগারে তল্লাশি চালাতেই থমকে যান তাঁরা। রান্নাঘরের চারপাশের পরিবেশ ছিল অত্যন্ত নোংরা এবং মাছ-মাংস ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য পচা অবস্থায় সংরক্ষণ করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের সঙ্গে এই ধরনের গাফিলতি কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন আধিকারিকরা। তবে তাৎক্ষণিকভাবে রেস্টুরেন্টটি সিল বা বড় কোনো আইনি পদক্ষেপ না করে, মালিকপক্ষকে সংশোধনের একটি বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয়েছে। খাদ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে রেস্টুরেন্ট মালিককে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে এবং আগামী সাত দিনের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই সাত দিনের মধ্যে রেস্টুরেন্ট কর্তৃপক্ষকে নিম্নলিখিত নির্দেশিকাগুলি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবেঃ পরিবেশ পরিচ্ছন্ন করাঃ রান্নাঘর ও ডাইনিং এরিয়া পুরোপুরি জীবাণুমুক্ত করতে হবে এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। খাবারের মান বজায় রাখাঃ সমস্ত পচা, বাসি এবং মেয়াদোত্তীর্ণ খাবার অবিলম্বে ফেলে দিতে হবে এবং আগামী দিনে শুধুমাত্র টাটকা ও মানসম্মত খাদ্যদ্রব্য ব্যবহার করতে হবে। সংরক্ষণ পদ্ধতিঃ খাবার সঠিক তাপমাত্রায় এবং হাইজেনিক উপায়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশাসন সূত্রে এও সতর্ক করা হয়েছে যে, নির্দিষ্ট এই সাত দিন সময়সীমার মধ্যে যদি উল্লেখিত ত্রুটিগুলি সংশোধন না করা হয়, তবে পরবর্তী সময়ে আরও কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে, এমনকি রেস্টুরেন্টের লাইসেন্স বাতিল বা সিল পর্যন্ত করা হতে পারে। হঠাৎ এই অভিযানের ফলে উত্তরপাড়া এলাকার অন্যান্য রেস্টুরেন্ট ও খাবার দোকানগুলির মধ্যেও ব্যাপক চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। সচেতন নাগরিক সমাজ খাদ্য দপ্তরের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এবং সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে এমন অভিযান নিয়মিত জারি রাখার দাবি তুলেছেন।

যাত্রীদের উন্নত ভ্রমণ অভিজ্ঞতার লক্ষ্যে রেল জন সংবাদ-এর মাধ্যমে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সংযোগ স্থাপন

মালিগাঁও, ২৩ অক্টোবর ঃ জন-অংশগ্রহণ এবং দায়িত্বশীল প্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আজ, ২২ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে, তাদের অধীনের সমস্ত ডিভিশন ও স্টেশনে রেল জন-সংবাদ কার্যসূচির আয়োজন করেছে। রেল মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় এবং স্পেশাল ক্যাম্পেইন ৬.০-এর অংশ হিসেবে গৃহীত এই পদক্ষেপটি এমন একটি ইন্টারঅ্যাক্টিভ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে, যা রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ও যাত্রীদের মধ্যে স্টেশন পরিসরেই সরাসরি সংযোগ স্থাপন করে। এই কার্যসূচি যাত্রীদের তাদের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তুলে ধরার, চিন্তনীয় বিষয়গুলো জানানোর এবং উন্নতির জন্য পরামর্শ দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ, ফ্রন্টলাইন কর্মী এবং কমার্শিয়াল সুপারভাইজারদের নিয়ে গঠিত বিশেষ দলগুলো স্টেশনের কনকোর্স ও ওয়েটিং হলে যাত্রীদের সাথে সরাসরি সংযোগ করছে, যাতে ট্রেনে ভ্রমণের আরাম, স্টেশনের সুযোগ-সুবিধা এবং খাবার ও পানীয়ের মান সম্পর্কে তাদের মতামত সংগ্রহ করা যায়। এই ইন্টারএকশনগুলো ভ্রমণকারীদের জন্য রেলওয়ে পরিষেবা সংক্রান্ত উদ্বেগ তুলে ধরার এবং উন্নতির পরামর্শ দেওয়ার একটি সহজলভ্য প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে। জেনারেল ম্যানেজার, অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার ও ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারসহ ঊর্ধ্বতন রেলওয়ে কর্তৃপক্ষদের নেতৃত্বে পরিচালিত এই প্রচার অভিযানটি জন কি আওয়াজ, যুবা কি সোচ অউর রেল কা সমাধান - এই দর্শনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এর বিশেষ যুবা সম্পৃক্তকরণ পদক্ষেপ রেল জন যুব সংবাদ, তরুণ যাত্রী ও শিক্ষার্থীদের যাত্রার অভিজ্ঞতা উন্নত করার লক্ষ্যে প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ক ধারণা ও পরামর্শ শেয়ার করতে উৎসাহিত করে। এই প্রচার অভিযানটি যাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের ট্রেনের ফুটবোর্ডে

ভ্রমণ করা এবং রেলওয়ে ট্রেকে অনধিকার প্রবেশের মতো বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত করছে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ সুরক্ষিত ভ্রমণের উপায়গুলো তুলে ধরছেন এবং যাত্রীদের সরকারি সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব পালন করার জন্য উৎসাহিত করছেন। জন-সংবাদ-এর সময় সংগৃহীত মতামতগুলো সুশৃঙ্খলভাবে ডিজিটাএইজ করা হবে এবং পর্যালোচনা করা হবে, যাতে অবিলম্বে মনোযোগ প্রয়োজন এমন বিষয়গুলো, পাশাপাশি যেসব ক্ষেত্রে বিভাগীয় সমন্বয় বা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার প্রয়োজন, সেগুলো চিহ্নিত করা যায়। যাত্রীদের পরামর্শগুলোকে বাস্তব উন্নয়নে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে এই পদক্ষেপটি রেলওয়ে পরিষেবায় জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও জনগণের আস্থা মজবুত করার লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে।

ঝাড়গ্রামের আদিম জনজাতি ভুক্ত লোধা-শবর অধ্যুষিত কালাঝরিয়া থেকে বিশেষ পুষ্টি বাস্কেট প্রকল্পের সূচনা মুখ্যমন্ত্রীর

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ২৩ অক্টোবর ঃ মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে প্রথম বার জঙ্গলমহলে আসছেন শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার ঝাড়গ্রাম ব্লকের মানিকপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কালাঝরিয়া গ্রামে আসছেন তিনি। সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ হেলিকপ্টারে সেখানে পৌঁছবেন মুখ্যমন্ত্রী। লোধা-শবর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি তাঁদের হাতে বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দেবেন তিনি। রাজ্য প্রশাসন সূত্রে খবর, কালাঝরিয়া থেকেই বিশেষ ভাবে ঝুঁকিপূর্ণ জনজাতি গোষ্ঠীর জন্য বিশেষ পুষ্টি বাস্কেট প্রকল্পের সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রকল্পের আওতায় বিশেষ ভাবে ঝুঁকিপূর্ণ জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষকে প্রতি মাসে অতিরিক্ত পুষ্টি- সামগ্রী দেওয়া হবে। পরিবারপিছু নয়, মাথাপিছু এই সুবিধা মিলবে। কালাঝরিয়ার কয়েকজন উপভোক্তার হাতে মুখ্যমন্ত্রী নিজে পুষ্টি বাস্কেট তুলে দেবেন। ঝাড়গ্রামের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ জানান, কালাঝরিয়ায় ১০০০ লোধা-শবর পরিবারের জন্য খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করা হবে। প্যাকেটে চাল, ডাল, তেল, সয়াবিন, সাবান ও মশারি-সহ বিভিন্ন সামগ্রী থাকবে। নির্বাচনী প্রচারে লোধা-শবর সমাজের উন্নয়নের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা রক্ষা করতেই মুখ্যমন্ত্রী আসছেন বলে জানান তিনি। তাঁর কথায়, লোধা-শবর সমাজকে উন্নয়নের মূলস্রোতে যুক্ত করাই অগ্রাধিকার। গত ১৪ জানুয়ারি মকর পরবের দিন তৎকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কালাঝরিয়া গ্রামে এসেছিলেন। বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য লাবনী ভক্তার বাড়ির দাওয়ায় বসে ভাত, মুগডাল, আলুপোস্ত ও মাছের ঝোল খেয়েছিলেন তিনি। স্থানীয় বাসিন্দাদের তৈরি পিঠেও চেখে দেখেন। সে দিন ভোটের পরে আবার কালাঝরিয়ায় আসার আশ্বাস দিয়েছিলেন শুভেন্দু। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে এবার সেই গ্রামেই তাঁর কর্মসূচি ঘিরে প্রস্তুতি চলছে।

পান্ডুয়া থানার অন্তর্গত বৈঁচিগ্রাম পঞ্চায়েতের চৌবাড়া এলাকায় বাড়ি থেকে উদ্ধার হল মা ও ছেলের মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২৩ অক্টোবর ঃ বাবা ছেলের আব্দার মেনে খাবার কিনে দিয়েছিলেন। মা ও ছেলে রাতে একসঙ্গে সেই খাবার খান। নবমীর রাতে বাবার কাছে ঘুগনি-রুটি খাওয়ার আবদার করেছিল ১২ বছরের ছেলে। রাতেই বাড়ি থেকে উদ্ধার হল মা ও ছেলের মৃতদেহ। মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল হুগলির পান্ডুয়া থানার অন্তর্গত বৈঁচিগ্রাম পঞ্চায়েতের চৌবাড়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ডলি মুর্মু (৩১) ও তাঁর ছেলে রঞ্জিত মুর্মু (১২)-র দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছে, রঞ্জিত শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতার কারণে দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিল। রঞ্জিতের বাবা সোম্বা মুর্মু দিনমজুরের কাজ করেন। মঙ্গলবার রাতে ছেলে ঘুগনি-রুটি খেতে চাওয়ায় তিনি খাবার কিনে বাড়িতে নিয়ে যান। এরপর বাড়ির কাছেই একটি ক্লাবে আড্ডা দিতে চলে যান তিনি। মা ও ছেলে একসঙ্গে রাতে খাবার খান। রাত প্রায় ১১ টা নাগাদ বাড়ি ফিরে সোম্বা স্ত্রীকে ডাকাডাকি করেও সাড়াশব্দ পান নি। এরপর তিনি তাঁর দাদা ও বৌদিকে ডাকেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ গিয়ে ঘরের মধ্যে থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করে মা ও ছেলেকে। পাশের বিছানায় পড়েছিল ছেলের দেহ। মা ও ছেলের মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সোম্বার দাদা মঙ্গল মুর্মু জানান, বাড়িতে কোনও অশান্তি হয়নি। তিনি বাইরে ছিলেন। পরে তাঁকে ডেকে এই ঘটনার কথা জানানো হয়। পরিবারের সদস্য শ্যামলী মুর্মু বলেন, দেওর অনেক ডাকাডাকি করেও সাড়া না পেয়ে আমাকে ডাকেন। এরপরই আমরা ঘটনাটি জানতে পারেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনও ঝামেলা ছিল না বলেই জানিয়েছেন আত্মীয়রা। পুলিশ মা ও ছেলের দেহ উদ্ধার করে বুধবার ময়নাতদন্তের জন্য চুঁচুড়া ইমামবাড়া জেলা হাসপাতালে পাঠায়। মা ও ছেলের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ কী, তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরেই স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। তবে কিশোরের দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন ছিল না। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখছে পান্ডুয়া থানার পুলিশ।

আজমের-শিয়ালদহ এক্সপ্রেস থেকে চুরি যাওয়া প্রায় ৪৩.২০ লক্ষ টাকা মূল্যের মূল্যবান পাথর উদ্ধার করল পূর্ব রেল

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর ঃ পূর্ব রেল গত ৮ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে ১২৯৮৮ আজমের-শিয়ালদহ এক্সপ্রেসের এ২ (ক২) কোচ থেকে চুরি যাওয়া ৫.৪৪৮ কেজি ওজনের এবং আনুমানিক ৪৩.২০ লক্ষ টাকা মূল্যের বহুমূল্য চুনী পাথর সংক্রান্ত একটি বড়সড় চুরির মামলার কিনারা করে এক তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে। সিআইবি/আরপিএফ শিয়ালদহ এবং জিআরপি / শিয়ালদহের যৌথ প্রচেষ্টায় এবং দক্ষিণ পশ্চিম রেলের আইপিএফ / ম্যাঙ্গালোরের সহযোগিতায় ১৮ অক্টোবর সম্পূর্ণ চুরি যাওয়া জিনিসগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে ৮ অক্টোবর বিকেল ১৬.৪০ মিনিটে 'রেলমদত' -এ জমা পড়া একটি অভিযোগের পরে। ক্ষতিগ্রস্ত যাত্রী অলকা বৈদ্য (৫৮) এবং তাঁর স্বামী শ্রী রাকেশ বৈদ্য (৫৯) আজমের থেকে শিয়ালদহ যাচ্ছিলেন। তাঁরা জানান, ট্রেনের ব্যাগের চেন (জিপ) খুলে চুরি করা একটি চক্রের এক সন্দেহভাজন সদস্য তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিল এবং রাকেশ বৈদ্য অসুস্থ বোধ করায় তাঁকে সাহায্য করার প্রস্তাব দেয়। পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি কৌশলে তাঁদের ব্যাগের চেন খুলে মূল্যবান চুনী পাথর ভরতি দুটি থলি চুরি করে এবং কাঁকুড়গাছি সিগন্যালের কাছে তার সঙ্গীদের নিয়ে চম্পট দেয়। অভিযোগের ভিত্তিতে শিয়ালদহ জিআরপিএস ৮ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩-এর ৩০৫(সি) ধারায় ক্রাইম নং ১১৯২৬ রুজু করে। আরপিএফ কর্মীরা ক্ষতিগ্রস্ত যাত্রীদের অভিযোগ দায়ের করতে সহায়তা করেন এবং সিনিয়র ডিএসসি / শিয়ালদহের তত্ত্বাবধানে সিআইবি / শিয়ালদহ ও আরপিএফ পোস্ট / শিয়ালদহ মেনের আধিকারিকদের নিয়ে একটি যৌথ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়। তদন্ত প্রক্রিয়ায় সিসিটিভি ফুটেজের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, গোপন তথ্য সংগ্রহ এবং জিআরপি ও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করা হয়। ৯ অক্টোবর তদন্তকারীরা কাঁকুড়গাছি রেল কেবিনের নিকটবর্তী বাগমারি এলাকা এবং বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশন থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিসিটিভি ফুটেজ পান, যেখানে সন্দেহভাজন অভিযুক্তদের গতিবিধি ধরা পড়ে। পরবর্তীকালে অভিযোগকারী যাত্রী ফুটেজে দৃশ্যমান ব্যক্তিদের শনাক্ত করেন। ১০ অক্টোবর তদন্তকারী দল বর্ধমানের একটি গেস্ট হাউসের সন্ধান পায়, যেখানে সন্দেহভাজনরা ৫ অক্টোবর থেকে ৮ অক্টোবর পর্যন্ত অবস্থান করেছিল বলে জানা যায়। ১৩ থেকে ১৬ অক্টোবরের মধ্যে যৌথ দলগুলি বাইরের দিল্লির সুলতানপুরী এলাকার বিভিন্ন সন্দেহজনক ডেরায় তল্লাশি চালায়, তবে অভিযুক্তরা সেখান থেকে পলাতক ছিল। এরপর আরও সুনির্দিষ্ট গোপন তথ্যের ভিত্তিতে হরিয়ানায় একটি আন্ত ঃরাজ্য অভিযান চালানো হয়। পূর্ব রেল ও দক্ষিণ পশ্চিম রেলের মধ্যে সমন্বয়ের পর, আইপিএফ/ম্যাঙ্গালোর মনোজ যাদব তদন্তকারী দলকে হরিয়ানার হান্সি জেলার বাথোল গ্রামে প্রধান সন্দেহভাজন সন্দীপ ওরফে রোডার পৈতৃক বাড়িতে ১৮ অক্টোবর তল্লাশি চালাতে সহায়তা করেন। এই সফল অভিযানের ফলে ৫.৪৪৮ কেজি ওজনের এবং আনুমানিক ৪৩.২০ লক্ষ টাকা মূল্যের মূল্যবান চুনী পাথরের সম্পূর্ণ চুরি যাওয়া জিনিসগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয়। স্বাধীন সাক্ষীদের উপস্থিতিতে তদন্তকারী আধিকারিক উদ্ধারকৃত সম্পত্তি বিধিমোতাবেক বাজেয়াপ্ত করেন। এই ঘটনার পেছনে হরিয়ানার কুখ্যাত 'সানসি গ্যাং'-এর যোগসূত্র রয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, যারা যাত্রীদের ব্যাগের চেন খুলে কৌশলে চুরির জন্য পরিচিত। মূল অভিযুক্ত সন্দীপ ওরফে রোডা এবং তার অপর তিন সন্দেহভাজন সঙ্গীকে এখনও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। বাকি অপরাধীদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তারের লক্ষ্যে তদন্ত ও তপরতা অব্যাহত রয়েছে। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক (সিপিআরও) শ্রী শিবরাম মাঝি জানান, সিসিটিভি ফুটেজের সুশৃঙ্খল বিশ্লেষণ, নিরবচ্ছিন্ন তথ্য সংগ্রহ এবং রেলের বিভিন্ন জোনের মধ্যে কার্যকর সহযোগিতা এই উচ্চমূল্যের চুরি মামলার কিনারা করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যাত্রীদের সর্বদা তাঁদের জিনিসপত্রের প্রতি সতর্ক থাকার এবং যে কোনো সন্দেহজনক কার্যকলাপের বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে রেলওয়ে নিরাপত্তা কর্মীদের কিংবা 'রেলমদত'-এর মাধ্যমে অবহিত করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

বসিরহাটের ঘোনা গ্রামে মদ্যপদের তাণ্ডব, তরুণীকে মারধর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ, গ্রেফতার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, বসিরহাট, ২৩ অক্টোবর ঃ বৃহস্পতিবার বসিরহাটের ঘোনা গ্রামে এক পরিবারের উপর হামলা ও মহিলার শ্লীলতাহানির অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল। মাটিয়া থানার অন্তর্গত চৈতা গ্রাম পঞ্চায়েতের এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ভোলা দাস ও তার শ্যালক সুনীল মিস্ত্রিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন সুস্মিতা দাস নামে এক তরুণী। তিনি বর্তমানে ধান্যকুড়িয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিযোগ, মদ্যপ অবস্থায় পাশের পাড়ার

‘অস্ট্রেলিয়াকে সুবিধা করে দিতেই ভারতীয় দলকে ভেঙেছিলেন চ্যাপেল!’

চাঞ্চল্যকর দাবি হরভজনের

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২২ অক্টোবরঃ ২০০৩ বিশ্বকাপে রানার্স হওয়ার পর আশা ছিল আকাশছোঁয়া। সচিন তেন্ডুলকর, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, রাহুল দ্রাবিড়দের হেডকোচ হয়ে সাজঘরে খোদ অজি কিংবদন্তি গ্রেগ চ্যাপেল। কিন্তু এমন জমানাকেই এবার ভারতীয় ক্রিকেটের ‘অন্ধকারতম অধ্যায়’ বলে তোপ দাগলেন হরভজন সিং। তাঁর দাবি, সে যুগে অস্ট্রেলিয়াকে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র ভারতেরই ছিল। অথচ স্বদেশীয় তারকাদের সুবিধা করে দিতেই নাকি ভারতীয় দলে ফাটল ধরানোর নোংরা খেলায় মেতেছিলেন গুরু গ্রেগ! প্রখর গুপ্ত পডকাস্টে ভাজ্জির স্পষ্ট কথা, ২০০৫ সালের জুনে চ্যাপেলকে হেডকোচ করে আনাটাই ভারতীয় ম্যানেজমেন্টের সবচেয়ে জঘন্য সিদ্ধান্ত। তাঁর কথায়, ‘‘দাদার সঙ্গে চ্যাপেলের আচরণ ভারতীয় ক্রিকেটের জঘন্যতম অধ্যায়। তিনি দলে ডিভাইড অ্যান্ড রুল বা বিভাজন নীতি চালু করেছিলেন। নিজে শাসক সেজে ক্রিকেটারদের নিজেদের মধ্যে লড়িয়ে দিতেন।’’ হরভজনের আক্ষেপ, ২০০৩-এর যে দলের মধ্যে দারুণ বন্ডিং ছিল, চ্যাপেল এসে সেই এককাট্টা টিমকে আক্ষরিক অর্থেই ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেন। ড্রেসিংরুমের পরিবেশ এতটাই বিষাক্ত হয়ে গিয়েছিল, যে সতীর্থদের একে অপরের সঙ্গে কথা বলাও পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়! হরভজনের দাবি, ড্রেসিংরুমে বিভাজনের নেপথ্যে চ্যাপেলের সুনির্দিষ্ট ছক ছিল। প্রাক্তন স্পিনারের সংযোজন, ‘‘আমার মনে হয় চ্যাপেলের আসল উদ্দেশ্য অন্য ছিল। সে সময় একমাত্র ভারতীয় দলই অস্ট্রেলিয়াকে টক্কর দিতে পারত। সম্ভবত সেই কারণেই বিভেদ তৈরি করেন, যাতে আমরা একজোট হয়ে খেলতে না পারি এবং ম্যাচ হেরে যাই। বিশ্বকাপেও ঠিক এটাই হয়েছিল।’’ উল্লেখ্য, ২০০৭-এর টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের মতো দলের কাছে পরাস্ত হয়ে গ্রুপ পর্ব থেকে চরম অপমানজনকভাবে বিদায় নেয় টিম ইন্ডিয়া। হরভজনের মতে, চ্যাপেলের তৈরি করা সেই মারাত্মক ফাটল ও অন্তর্দ্বন্দ্বের চরম মাসুলই গোনে গোটা দেশ, যা আজও এক দগদগে ঘা হয়ে রয়ে গিয়েছে।

নিউজিল্যান্ডে জয় দিয়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু ভারতের

সংবাদ সংস্থা, ক্রাইসচার্চ, ২২ অক্টোবরঃ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে রুদ্ধশ্বাস জয় ছিনিয়ে নিল ভারত। পাঁচ ম্যাচের সিরিজের প্রথম ম্যাচে কিউয়িদের করা ২২৫ রান তাড়া করতে নেমে শেষ ওভারে জয়ের জন্য ভারতের প্রয়োজন ছিল ৮ রান। চাপের মুখে ঠান্ডা মাথায় ব্যাট করে নমন ধীর ও নীতীশ কুমার রেড্ডি দলকে জয় এনে দেন। এই জয়ের ফলে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল ভারত। বিদেশের মাটিতে খেলতে এসে ২২৫ রান তাড়া করতে নেমে জেতা একপ্রকার দাদাগিরিই বলা চলে। টস জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ভারত। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ২২৫ রান তোলে নিউজিল্যান্ড। জবাবে ভারতীয় ব্যাটারদের আগ্রাসী মেজাজে ম্যাচের শুরু থেকেই চাপে পড়ে যায় কিউয়ি বোলিং বিভাগ। শেষ পর্যন্ত দুই বল বাকি থাকতে ম্যাচ জিতে নেয় ভারত। বড় রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই ঝোড়ো ব্যাটিং করেন ভারতের দুই ওপেনার সঞ্জু স্যামসন ও অভিষেক শর্মা। পাওয়ার প্লেতেই চার-ছক্কার বন্যা বইয়ে দিয়ে নিউজিল্যান্ডের বোলারদের চাপে ফেলে দেন তাঁরা। বিশেষ করে সঞ্জু স্যামসন ছিলেন দুরন্ত ছন্দে। মাত্র ৩৩ বলে ৬৭ রান করেন তিনি। তাঁর ইনিংসে ছিল ৮টি চার ও ৪টি ছক্কা। অন্যদিকে, অভিষেক শর্মাও দ্রুত রান তুলতে থাকেন। তবে মাইকেল ব্রেসওয়েলের বলে ক্যাচ দিয়ে ২৯ রানে ফিরে যান তিনি। তখন ভারতের রান ৯৩। এরপর সঞ্জু স্যামসনকে বোল্ড করে ফিরিয়ে দেন মিচেল স্যান্টনার। সঞ্জুর বিদায়ের সময় ভারতের স্কোর ছিল ২ উইকেটে ১১৫ রান।

এরপর তিলক ভার্মা ও ঈশান কিষাণ বড় ইনিংস খেলতে ব্যর্থ হন। তিলক করেন মাত্র ৬ রান, আর ঈশান ফেরেন ১ রান করে। পরপর উইকেট হারিয়ে কিছুটা চাপে পড়ে যায় ভারত। চাপের মুখে দলের হাল ধরেন শ্রেয়স আইয়ার ও অক্ষর প্যাটেল। দু’জনে মিলে ৪৫ রানের গুরুত্বপূর্ণ জুটি গড়ে ভারতকে লড়াইয়ে ফিরিয়ে আনেন। অক্ষর আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করে ২৪ রান করেন। তবে লকি ফার্গুসনের বলে আউট হয়ে তাঁকে সাজঘরে ফিরতে হয়। এরপর ক্রিজে এসে শ্রেয়সের সঙ্গে যোগ দেন নমন ধীর। শুরু থেকেই আগ্রাসী ব্যাটিং করেন নমন। মিচেল স্যান্টনারের ওভারে চার ও ছক্কা হাঁকিয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন তিনি। অন্যদিকে, শ্রেয়সও ভারতের জয়ের আশা জিইয়ে রাখেন। একসময় মনে হচ্ছিল, শ্রেয়স আইয়ারই ভারতকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়বেন। কিন্তু ৪২ রানে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ইনিংসের সমাপ্তি ঘটে। ফলে শেষ মুহূর্তে ফের চাপে পড়ে ভারতীয় শিবির। শ্রেয়সের বিদায়ের পর জয়ের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেন নমন ধীর ও নীতীশ কুমার রেড্ডি। শেষ দিকে নাথান স্মিথের ওভারেও গুরুত্বপূর্ণ বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ভারতকে লক্ষ্যের আরও কাছে নিয়ে যান নমন। নিউজিল্যান্ডের ফিল্ডিংয়ের কিছু ভুল ও ক্যাচ মিসও ভারতের রান তোলার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। শেষ ওভারে জয়ের জন্য যখন ভারতের প্রয়োজন ছিল ৮ রান, তখনও চাপের মুখে বিচলিত হননি নমন ও নীতীশ। ঠান্ডা মাথায় ব্যাট করে প্রয়োজনীয় রান তুলে নেন তাঁরা। ফলে দুই বল বাকি থাকতেই জয় নিশ্চিত করে ভারত। ২২৫ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করে ভারতের এই জয় নিঃসন্দেহে দলের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। একদিকে সঞ্জু স্যামসনের বিধ্বংসী ব্যাটিং, অন্যদিকে শ্রেয়স আইয়ার ও অক্ষর প্যাটেলের গুরুত্বপূর্ণ অবদান এবং শেষ দিকে নমন ধীর ও নীতীশ রেড্ডির দায়িত্বশীল ব্যাটিং, সব মিলিয়ে দুর্দান্ত লড়াই উপহার দিল ভারতীয় দল। এর আগে ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ ২-২ ব্যবধানে শেষ হয়েছিল। বেঙ্গালুরুর শেষ ম্যাচ বৃষ্টির জন্য আর হয়নি। সেই হতাশা কাটিয়ে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই জয় তুলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ভারত। পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ায় পরের ম্যাচগুলিতে বাড়তি আত্মবিশ্বাস নিয়ে মাঠে নামতে পারবেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা।

শীতল-তোমানের বাজিমাত

সংবাদ সংস্থা, আইচি নাগোয়া, ২২ অক্টোবরঃ প্যারা এশিয়াডের মঞ্চে তিরন্দাজিতে ফের তাক লাগালেন ভারতের শীতল দেবী। জাপানের আইচি-নাগোয়ায় অনুষ্ঠিত পঞ্চম এশিয়ান প্যারা গেমস ২০২৬-এর আসরে তিরন্দাজিতে সোনা জিতলেন জম্মু ও কাশ্মীরের এই প্যারা-আর্চার। বৃহস্পতিবার সকালে কম্পাউন্ড মিক্সড টিম ওপেন ইভেন্টের মেগা ফাইনালে সতীর্থ তোমান কুমারকে সঙ্গে নিয়ে ইন্দোনেশিয়ার জুটিকে ১৫১-১৪৮ ব্যবধানে পর্যুদস্ত করে সোনা জেতেন শীতল। ফাইনালে শীতল-তোমান জুটির শুরুটা ছিল প্রশংসনীয়। ইন্দোনেশিয়ার টেওডোরা অডি আয়ুদিয়া ফেরেলে এবং কেন সোয়াগুমিলংয়ের জুটির বিরুদ্ধে প্রথম এন্ডেই ৩৮-৩৭ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ভারত। দ্বিতীয় এন্ডে আরও অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে ভারতীয় জুটি নিখুঁত শটে ৩৯ তুলে নিয়ে ব্যবধান বাড়িয়ে ৭৭-৭৩ করে ফেলেন। তৃতীয় এন্ডে প্রতিপক্ষ কিছুটা প্রত্যাঘাত করার চেষ্টা করায় ভারত ৩৬ পয়েন্টে থামে, কিন্তু তখনও ৩ পয়েন্টের লিড বজায় থাকে। চতুর্থ তথা শেষ রাউন্ডে কোনও ভুল করেননি শীতল ও তোমান ৩৮ পয়েন্ট তুলে ১৫১-১৪৮ স্কোরে ইন্দোনেশিয়াকে গুঁড়িয়ে দিয়ে ভারতের ঝুলিতে সোনার পদক এনে দেন তাঁরা। এই সোনার উপর ভর করে শীতল দেবী তাঁর প্যারা এশিয়াড শেষ করলেন দুটো সোনা ও একটা রুপো দিয়ে।

আর্জেন্টাইন প্রতিভার মাস্টারক্লাস, ইউনাইটেডকে গুঁড়িয়ে দিল কোমো

ম্যাচের আগে এমনটা কে ভেবেছিল! শুরুর বাঁশির কিছুক্ষণের মধ্যেই অসাধারণ নৈপুণ্যে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের জালে বল জড়ালেন নিকো পাহ। পরে আরেকটি দারুণ গোল করলেন তিনি, সতীর্থের গোলেও রাখলেন অবদান। পাল্টা জবাব দেওয়ার মতো কিছুই করতে পারল না ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের রেকর্ড চ্যাম্পিয়নরা। অবিশ্বাস্য এক জয় তুলে নিল কোমো।

সংবাদ সংস্থা, রোম, ২২ অক্টোবরঃ ঘরের মাঠে বুধবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে ৪-১ গোলে জিতেছে ইতালিয়ান ক্লাবটি। নিকো পাহর দারুণ পারফরম্যান্সের ম্যাচে একবার করে জালের দেখা পেয়েছেন তার সতীর্থ আনাস্তাসিওস দুভিকাস ও ইয়াকোবো রামোন। নামের ভারে দুই দলের মাঝের ব্যবধান পাহাড়সম বললেও যেন কম বলা হয়। কিন্তু মাঠের লড়াইয়ে দেখা মিলল এর উল্টো চিত্র। ম্যাচের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বল দখল ও আক্রমণ, সবক্ষেত্রে ছড়ি ঘোরাল কোমো। তাদেরকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো তেমন কিছুই করতে পারল না তিনবারের ইউরোপ চ্যাম্পিয়নরা। প্রথমার্ধে নিজেদের খুঁজে ফেরা ইউনাইটেড শেষদিকে কিছুটা আক্রমণে জোর দেয়। পুরো ম্যাচের হিসেবে প্রতিপক্ষের চেয়ে গোলের জন্য তারা বেশি শটও নেয় কিন্তু লড়াইয়ে কখনোই প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি তারা। কোমো ১১টি শট নিয়ে আটটি লক্ষ্যে রাখতে পারে, আর ইউনাইটেডের ১৩ শটের চারটি লক্ষ্যে ছিল। তিন ম্যাচে দুই জয়ে আরও অনেক দলের সমান ৬ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত ষষ্ঠ স্থানে আছে কোমো। তাদের ওপরেই আছে বার্সেলোনা। আর জয়ে আসর শুরুর পর টানা দুই ম্যাচ হারল ইউনাইটেড, ৩ পয়েন্ট নিয়ে ২০ নম্বরে আছে তারা। ভীষণ বাজে সময়ের মধ্য দিয়ে পথচলা ইউনাইটেডকে শুরুতেই চমৎকার গোলে ব্যাকফুটে ঠেলে দেয় কোমো। ডান দিকে সতীর্থের ছোট পাস ডি-বক্সের মুখে প্রথম ছোঁয়ায় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে, শরীরটা ঘুরিয়ে দ্বিতীয় টোকায় জায়গা বানিয়ে, তৃতীয় ছোঁয়ায় জোরাল শটে দূরের পোস্ট দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন নিকো পাহ। উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আর্জেন্টাইন অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারের এটাই প্রথম গোল। গোল হজমের পরও ইউনাইটেডের খেলায় কোনো মরিয়া ভাব

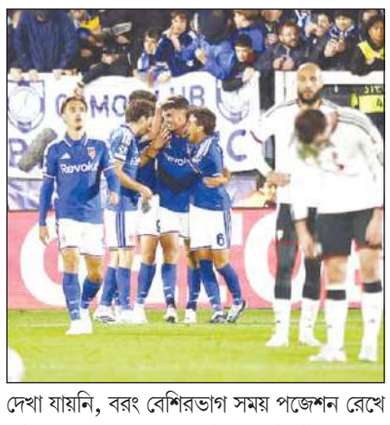

দেখা যায়নি, বরং বেশিরভাগ সময় পজেশন রেখে তাদের রক্ষণকে ব্যস্ত রাখে কোমো। ৩৫তম মিনিটে ভালো পজিশনে বল পেয় দুভিকাস লক্ষ্যভ্রষ্ট শট নিলে আরও পিছিয়ে পড়া থেকে বেঁচে যায় ইউনাইটেড। দ্বিতীয়ার্ধের চতুর্থ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে লড়াইয়ের নিয়ন্ত্রণ নেয় কোমো। সোজাসুজি শাণানো আক্রমণে নিকো পাহর থ্রু পাস ডি-বক্সে ধরে উঁচু শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন দুভিকাস। আট মিনিট পর তৃতীয় গোল হজম করে ইউনাইটেডের ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা আরও ফিকে হয়ে পড়ে। মাঝমাঠের কাছে প্রতিপক্ষের ভুলে বল পেয়ে গতিতে টিলেমান্সকে পেছনে ফেলে ডি-বক্সে ঢুকে, কোনাকুনি শটে স্কোরলাইন ৩-০ করেন নিকো পাহ। ২০০৯ সালের এপ্রিলে লিওনেল মেসির পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগের এক ম্যাচে তিনটি গোলে (দুটি গোল ও একটি অ্যাসিস্ট) অবদান রাখা সর্বকনিষ্ঠ আর্জেন্টাইন খেলোয়াড় হলেন নিকো পাহ (২২ বছর ৪৩ দিন বয়সে)। মেসি সেবার বায়ার্ন মিউনিখের বিপক্ষে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন ২১ বছর বয়সে। চলতি মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ২২ বছর বয়সি তারকার গোল হলো চারটি। ৭৬তম মিনিটে ব্যবধান আরও বাড়িয়ে জয়টা প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেন রামোন। বাঁ দিক থেকে সতীর্থের বাড়ানো ক্রসে হেডে গোলটি করেন স্প্যানিশ সেন্টার-ব্যাক। যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে ইউনাইটেডের সান্ত্বনাসূচক গোলটি করেন ডাচ ফরোয়ার্ড ইয়োশুয়া জির্কজি। ক্লাবের প্রায় ১২০ বছরের ইতিহাসে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলতে এসে অভিষেক ম্যাচে লাইপজিগকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দেয় কোমো। সেই জয়ের পর দলটির কোচ সেস ফাব্রেগাস বলেছিলেন, ১০ বছর পরও তাদের এই জয় নিয়ে কথা হবে। তাদের ঐতিহাসিক সাফল্যগাঁথায় এবার যোগ হলো আরেকটি স্মরণীয় জয়, প্রতিপক্ষের নামের বিচারে সেই জয়ের চেয়েও এর মাহাত্ম্য আরও বেশি। আর ইউনাইটেডের দুঃস্বপ্নের পথচলা দীর্ঘ হলো আরও, সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা সাত ম্যাচে জয়শূন্য রইল ঐতিহ্যবাহী দলটি।

এশিয়ান প্যারা গেমসে ইতিহাস স্বাতীর, প্রথম ভারতীয় হিসেবে এই ইভেন্টে জিতলেন পদক

সংবাদ সংস্থা, আইচি নাগোয়া, ২২ অক্টোবরঃ এশিয়ান প্যারা গেমস ২০২৬-এ ইতিহাস গড়লেন ভারতের স্বাতী চৌধরী। তিরন্দাজিতে মহিলাদের ডব্লু১ ব্যক্তিগত বিভাগে রুপো জিতলেন মিরাটের ৩৭ বছর বয়সি অ্যাথলিট। একটুর জন্য সোনা

হাতছাড়া হলেও গড়লেন নয়া নজির। এই ইভেন্টে ভারতের হয়ে প্রথম পদক জিতলেন স্বাতী। দারুণ লড়াই করেও ফাইনালে চিনের সেন মেংকানের কাছে হারলেও স্বাতীর এই সাফল্য ভারতীয় প্যারা তিরন্দাজির ইতিহাসে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। ফাইনালে শুরুটা দুর্দান্ত করেছিলেন স্বাতী। প্রথম সেটে চিনের সেন মেংকানের একটি তির লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ২৫-১৭ ব্যবধানে প্রথম সেট জিতে নেন ভারতীয় তিরন্দাজ। তবে দ্বিতীয় সেটে ছন্দ হারান স্বাতী। তাঁর শটের ধারাবাহিকতার অভাব কাজে লাগিয়ে ২২-২১ ব্যবধানে সেট জিতে নেন মেংকান। ম্যাচে ফেরেন চিনের তিরন্দাজ সেন মেংকান। তৃতীয় সেটে ফের লড়াইয়ে ফেরেন স্বাতী। এই সেটে তিনটি শটের যথাক্রমে ৮, ৭ ও ৬ স্কোর করেন মেংকান। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ২২-২১ ব্যবধানে সেট জিতে নেন ভারতীয় তিরন্দাজ। ফলে ৪-২ সেট পয়েন্টে এগিয়ে যান তিনি। তখন সোনা জিততে আর মাত্র একটি সেটে জয় প্রয়োজন ছিল স্বাতীর। ম্যাচের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত আসে চতুর্থ সেটে। চাপের মুখে দুর্দান্ত শুটিং করেন মেংকান। পরপর তিনটি ১০ স্কোর করে মোট ৩০ পয়েন্ট তুলে নেন তিনি। অন্য দিকে, স্বাতী সংগ্রহ করেন ২০ পয়েন্ট। এই সেট জিতে ৪-৪ ব্যবধানে সমতা ফেরান চিনের তিরন্দাজ। ফলে ভাগ্য নির্ধারণের জন্য ম্যাচ গড়ায় শেষ সেটে। এই নির্ণায়ক সেটেও ঠান্ডা মাথায় লক্ষ্যভেদ করেন মেংকান। তিনটি শটে মোট ২৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করেন তিনি। স্বাতী পান ২১ পয়েন্ট। ফলে শেষ পর্যন্ত ৬-৪ সেট পয়েন্টে জয় তুলে নেন সেন মেংকান। তবে হারলেও ইতিহাস গড়লেন স্বাতী। এশিয়ান প্যারা গেমসে মেয়েদের ডব্লু১ ইভেন্টে ভারতের হয়ে প্রথম পদক জিতলেন তিনি। মিরাটের ৩৭ বছর বয়সি স্বাতী চৌধুরী ভারতের তিরন্দাজদের মধ্যে শীর্ষ বাছাই। মিরাটের গুরুকুল আর্চারি অ্যাকাডেমিতে এথেন্স অলিম্পিকে অংশ নেওয়া সত্যদেব প্রসাদের প্রশিক্ষণে অনুশীলন করেন তিনি। ডব্লু১ বিভাগে এমন ক্রীড়াবিদরা অংশ নেন, যাঁদের হাত ও পা-উভয় ক্ষেত্রেই গুরুতর শারীরিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। ফাইনালে সোনা জয়ের খুব কাছে পৌঁছেও শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যপূরণ হয়নি স্বাতীর। তবে রুপো জিতে তিনি যে নজির গড়লেন, তা ভারতীয় প্যারা তিরন্দাজির জন্য বড় প্রাপ্তি।

জমজমাট লড়াইয়ে শেষের গোলে বায়ার্নের মাঠে হার এড়াল আর্সেনাল

সংবাদ সংস্থা, মিউনিখ, ২২ অক্টোবরঃ আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় বুধবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রোমাঞ্চকর ম্যাচটি ২-২ সমতায় শেষ হয়েছে। এবেরেচি এজের গোলে পিছিয়ে পড়া বায়ার্নকে প্রথমার্ধেই সমতায় ফেরান আলফুঁস ডেভিস। দ্বিতীয়ার্ধে পেনাল্টিতে আয়োজকদের এগিয়ে নেন কেইন। নির্ধারিত সময়ের আট মিনিট বাকি থাকতে আর্সেনালের দ্বিতীয় গোলটি করেন ডেক্লান রাইস। ইউরোপ সেরার মঞ্চে টানা দ্বিতীয় ম্যাচে পয়েন্ট হারাল বায়ার্ন। বোদো গ্লিম্টকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে অভিযান শুরুর পর, গত সপ্তাহে তারা শক্তিতে অনেক পিছিয়ে থাকা নরওয়ের ক্লাব ভাইকিংয়ের বিপক্ষে ৩-৩ ড্র করেছিল। এরপর ঘরোয়া লিগে লাইপজিগকে ৬-১ গোলে গুঁড়িয়ে দিলেও, ইউরোপে জয়ের পথে ফিরতে পারল না জার্মান চ্যাম্পিয়নরা। অন্যদিকে, আর্সেনাল প্রথম দুই ম্যাচে জয়ের পর এবার ড্র করল। স্টুটগার্টের সমান ৭ পয়েন্ট নিয়ে গোলের হিসাবে পিছিয়ে সাত নম্বরে আছে ইংলিশ চ্যাম্পিয়নরা। ৫ পয়েন্ট নিয়ে ১৪ নম্বরে বায়ার্ন। আরও চার দলের সমান ৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে শিরোপাধারী পিএসজি। আক্রমণে দুই দলই ছিল প্রায় সমানে সমান। বল দখলে একটু পিছিয়ে থাকা বায়ার্ন গোলের জন্য ১৩টি শট নিয়ে লক্ষ্যে রাখতে পারে পাঁচটি। আসেনালের ১৪ শটের পাঁচটি লক্ষ্যে ছিল। বায়ার্ন এই ম্যাচে নিষেধাজ্ঞার কারণে ফরাসি মিডফিল্ডার মাইকেল ওলিসেকে পায়নি, আর বাবার মৃত্যুর কারণে ছিলেন না জার্মান ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার ইয়োজুয়া কিমিখ। তবে শঙ্কা কাটিয়ে মাঠে নামেন গোলরক্ষক মানুয়েল নয়ার। ম্যাচের শুরুতেই

বড় ধাক্কা খায় আর্সেনাল। দশম মিনিটে একটি শট নেওয়ার পর মাটিতে পড়ে ব্যথায় কাতরাতে থাকেন বুকায়ো সাকা। পেশিতে টান লাগায় মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন এই ইংলিশ ফরোয়ার্ড। বদলি নামেন আরেক ইংলিশ ফুটবলার এজে। প্রথম ২০ মিনিটে উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারেনি কোনো দল। ২১তম মিনিটে প্রথম কোনো শট লক্ষ্যে থাকে, বক্সের ভেতর থেকে সের্গে জিনাব্রির শট আটকে দেন গোলরক্ষক দাভিদ রাইয়া। ২৫তম মিনিটে এগিয়ে যায় আর্সেনাল। নিজেদের অর্ধ থেকে উঁচু করে বল বাড়ান মার্টিন ওদেগোর, আর বক্সে ঢুকে প্রথম স্পর্শে বাঁ পায়ের শটে দূরের পোস্ট দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন সাকার জায়গায় নামা এজে। শুরুতে অফসাইডের পতাকা উঠলেও, ভিএআরের সাহায্যে গোলের বাঁশি বাজান রেফারি। জবাব দিতে অবশ্য খুব বেশি সময় লাগেনি বায়ার্নের। ৩৫তম মিনিটে সমতায় ফেরে তারা। মাঝমাঠ থেকে কেইনের চমৎকার পাস বক্সে পেয়ে প্রথম স্পর্শে আগুয়ান গোলরক্ষকের পাশ দিয়ে শটে জালে পাঠান ডেভিস। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে দুই পাশে দুর্দান্ত দুটি সেভ করেন দুই গোলরক্ষক। ৪৮তম মিনিটে কাছ থেকে গাব্রিয়েল মাগালাইসের হেড গোললাইনে আটকে দেন নয়ার, বল ওপরে উঠে ক্রসবারে লাগার পর ক্লিয়ার করেন এক ডিফেন্ডার। ৫০তম মিনিটে কাছ থেকে দাইয়ু উপামেকানোর হেড ঝাঁপিয়ে পড়ে এক হাতে গোললাইন থেকে ফেরান রাইয়া। ৫৪তম মিনিটে আরেকটি দারুণ সেভে এজের শট ব্যর্থ করে দেন নয়ার। তখনও স্কোরলাইন রয়ে যায় ১-১। তবে ৬১তম মিনিটে আর একইরকম থাকেনি। কেইনের সফল স্পট কিকে এগিয়ে যায় বায়ার্ন। তার শট বক্সে আর্সেনালের ইউরিয়েন টিম্বারের হাতে লাগলে পেনাল্টি দিয়েছিলেন রেফারি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে টানা ১০ ম্যাচে জালের দেখা পেলেন ইংলিশ তারকা, সব মিলিয়ে প্রতিযোগিতাটিতে ৭৩ ম্যাচে তার গোল হলো ৫৮টি। এই মরসুমে ক্লাব ও দেশ মিলিয়ে ১৫ ম্যাচে ১৬ গোল করলেন ৩৩ বছর বয়সি এই স্ট্রাইকার, সঙ্গে অ্যাসিস্ট আছে আটটি। ৭৭তম মিনিটে দিয়াসের শট ফিরিয়ে আর্সেনালকে লড়াইয়ে রাখেন স্প্যানিশ গোলরক্ষক রাইয়া। ৮২তম মিনিটে ২-২ সমতায় ফেরে সফরকারীরা। রাইস ডান দিকে বল বাড়ান ননি মাদুয়েকের উদ্দেশ্যে, যিনি দ্রুত খুঁজে নেন ভিক্টর ইয়োকেরেশকে। রাইস ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়েন বক্সে, ইয়োকেরেশের পাস পেয়ে জোরাল শটে নয়ারকে পরাস্ত করেন ইংলিশ মিডফিল্ডার।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com